



# মসনদে মোঘল

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীঅমল সরকার এম্. এ

প্রবন্ধমালা চতুর্থপাধ্যায় এণ্ড সন্স  
২০৩/২০৮ বি.ই.এস. স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍କରଣ :

୩୧ଶେ ଜୁলাଇ ୧୯୫୭

ମୂଲ୍ୟ : ଦୁଇ ଟଙ୍କା

## নাট্যকারের কৈফিয়ৎ

বন্ধুরা! আশা করেছিলেন “ঐবতার শ্রীরামকৃষ্ণ”, “বিপ্লবী বিবেকানন্দ”র পর হবে “সেবিকা নিবেদিতা।” কিন্তু তার পরিবর্তে লেখা হল ঐতিহাসিক নাটক—“মসনদে মোঘল”—কেন? ঠিক এমনি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হয়েছিল বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার ৮ডি, এল, রায়কে। তিনি যখন একেব পব এক “তুর্জাহান”, “তুর্গাদাস”, “সাজাহান”, “মেবার পতন” লিখে চলেছেন তখন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বললেন—বাঁয়সাহেব, অনেক গোস কুটি কাবাব খাওয়ালেন, এইবার একটু পরমায় পরিবেশন করুন। তাবই ফল—“চন্দ্রগুপ্ত”। আমার বেলায় কিন্তু ঠিক বিপরীত। মহাপুরুষদেব জীবন ও বাণী নিয়ে যখন রচনা করবাব চেষ্টা চলছে ঠিক তখনই মনে হ’ল একটা ঐতিহাসিক নাটক লিখে মুখ বা হাত বদলে নিলে কেমন হয়। অবশ্য বহুকাল পূর্বে একখানা ঐতিহাসিক নাটক “তিস্মরক্ষিতা” লিখেছিলাম। তারপর গত ডিসেম্বর ১৯৬২ সালে ছুটি নিয়ে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি, পাণিপাত ও কুরুক্ষেত্র ঘূবে এলাম। ঐতিহাসিক নাটক লেখবার বাসনা আরও প্রবল হল। একেব পর এক সমাধিক্ষেত্র দেখেছি আর মোঘল-সাম্রাজ্যেব বিভব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধ মনের পর্দায় ভেসে এসেছে। মোঘলযুগকে সন্ধিযুগ বললে বোধহয় ভুল হবে না। একাধারে শিল্প, কাব্য, সংস্কৃতি যেমন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল তেমনি অন্ধদিকে হানাহানি, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র—পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, ভায়ের বিরুদ্ধে ভাই, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী—এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক কার্য। সেই মোঘলের গৌরবস্বৰ্গ্য অন্তমিত হয়ে আসে ঔরংজীবের মৃত্যুর পরই। একেকজন বিলাসী মজপায়ী লম্পট সম্রাট সিংহাসনে বসেন আর ছায়াছবির মতই মিলিয়ে যান। এই পতনের মাঝে যে দুজন সম্রাট কিছুটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে শুক্রে তাউসে আসীন হন—তারা হলেন—জাহান্দার শা ও তাঁর ভ্রাতৃপুত্র ফারুকসিয়র। জাহান্দার শাকে

নিয়ে নাটক লিখেছেন শ্রীপ্রেমাক্ষর আতর্ষী এবং সেটা অভিনীত হয় ৮নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাট্টার প্রচেষ্টায়। কিন্তু ছুঁথের বিষয় সেই নাটক দেখবার বা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাই জাহান্নার শাকে ছেড়ে ফারুকসিয়ার ও সৈয়দভ্রাতাদের কীর্তিকলাপ নিয়েই এই নাটক লেখবার প্রয়াস।

সংস্কৃত নাটকে বা আগেকার যুগের ইংরেজী নাটকে দেখা যায় যে নাটকের বিষয়-বস্তুর একটা আভাস প্রথমেই দিয়ে দেওয়া হয়। সংস্কৃত নাটকে তাই প্রয়োজন হয় সূত্রধরের। এমন কি গিরিশচন্দ্রও এর প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। “জনা” নাটকে প্রথম দৃশ্যই অগ্নির কাছে সকলে বর প্রার্থনা করছেন এবং প্রত্যেকটি প্রার্থনার মধ্যেই নাটকের ভাবী আখ্যানবস্তু প্রকট হয়ে উঠেছে। সেক্সপীয়রের ভবিষ্যদ্বাণী—বারনানের অরণ্যভূমি এগিয়ে এলে মাতৃগভজাত নয় এমন একজন পুরুষের হাতেই হবে ম্যাকবেথের মৃত্যু। নানাঘটনার মধ্যে শেষকালে দেখা যায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা। এবার আরও আগে গ্রীক যুগে যাওয়া যাক। সফক্লিসের নাটক “ইডিপাস্।” সূর্য্যমন্দিরে হল দৈববাণী—নবজাত পুত্র একদিন পিতাকে হত্যা করে মাতাকে করবে বিবাহ। এই অভুত ভবিষ্যদ্বাণীও নাটকের শেষে পায় পরিণতি। কিন্তু এখন পরিবর্তিত হয়েছে যুগ। এখন আর সব কথা প্রথমে বলে দিলে রসিক দর্শকের তৃপ্তি হয় না—কারণ আমরা ভাবতে শিখেছি। নাটকের মাঝে ‘সাসপেন্স’ না থাকলে তাকে নাটক বলা যায় না। ঐতিহাসিক নাটকে যতটুকু ‘সাসপেন্স’ রাখা সম্ভবপর ততটুকু রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে প্রাচীন প্রভাব একেবারে মুক্ত হওয়া আমার পক্ষেও সম্ভবপর হয় নি। তার প্রমাণ প্রথম অঙ্কের শেষে ফারুকসিয়ারকে লালকুমারীর অভিশাপ। জাহান্নার শার মৃত্যুর পর লালকুমারী সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু আজকের যুগ অজি-

শাপকে সার্থক কবতে হলে দৈব ঘটনার আশ্রয় নিলে চলে না। তাকে প্রতিশোধ নেবার জ্ঞান নানা ছলনা ও কৌশলেব আশ্রয় নিতে হয়। জানি না এর ফলে লালকুমারীর চরিত্র ঠিকমত পবিত্র হইয়াছে কি না।

সাধারণতঃ ঐতিহাসিক নাটকে দেখতে পাওয়া যায় দেশাত্মবোধ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, হাঙ্গামা এবং সর্বোপরি প্রতিদ্বন্দ্বের শেষে অতিনাটকীয়তা। এই নাটকে অল্পগুলি থাকলেও অতিনাটকীয়তা, যা যাত্রাযুগেব অল্প বলেই পরিচিত ছিল তা বর্জন করা হয়েছে। আর এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রই কবি বা কাব্যরসজ্ঞ—তাই কাব্যের দিক—প্রেমের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। মোঘল ইতিহাস পর্য্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জাহানারা, পিয়ারা, জেবউন্নিসা প্রভৃতি অস্বাভাবিক হারেমবাসিনীগণও কবি ছিলেন। তাঁরা বাঁতিমত শেখসাদী, হাফিজ, ফেরদৌসি, ওমরখৈয়ামের চর্চা করতেন।

এই নাটকেব নামকরণ করতে সাহায্য করেছেন অল্পপ্রাথমিক বন্ধু শ্রীবিমল ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই নাটক লিখতে কয়েকখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস ছাড়াও সাহায্য গ্রহণ করেছি—টুডের রাজস্থান, কবি শেখসাদী—শ্রীমুরেশচন্দ্র নন্দী, রোবাইয়াৎ ওমরখৈয়াম—শ্রীনরেন্দ্র দেব, গুলিস্তাঁর বঙ্গাভিবাদ—শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য গ্রহণ করেছি যে বই থেকে তার নাম—নীলপায়া লালবাদশা—নিগতানন্দ। এঁদের সকলেরই কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে ঋণ স্বীকার করছি। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রীর গাইডদের কাছে থেকে অনেক ফারসীবয়েৎ ও কিষদস্তী শুনেছি। দিল্লীর লালকেল্লায় বহু ফারসীবয়েৎ লেখা আজও বিদ্যমান। এই সব বয়েৎ উদ্ধার করতে সাহায্য করেছেন মুসলমান গাইডদের সাথে আমার দিল্লীর গাইড, আমার পরমাখ্যাত শ্রীঅনিলকুমার সরকার। লালকেল্লার অভ্যন্তরে যে মিউজিয়াম আছে তা থেকেও বহু সাহায্য পেয়েছি। কবি শা-

আগম্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এই মিউজিয়মে অবস্থিত একটি চিত্রে তাঁর সৌম্যদর্শন দেখে আমি মুগ্ধ হই। কাজেই তাঁকে একটি প্রধান চরিত্রে রূপান্তরিত করেছি এই নাটকে। ঐতিহাসিকগণ ক্ষমা কববেন নাট্যকাবের এই স্বাধীনতায়—নাটক নাটক, ইতিহাস নয়।

ঐতিহাসিক নাটক লিখতে হলে ৬ডি, এল, বায়েব প্রভাব মুক্ত হওয়া খুবই শক্ত। অবচেতন মনের মাঝে তাঁর প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। তাই সেই অমব নাট্যকারের শতবার্ষিক জন্মাংসবে জানাই তাঁকে আমার মশরু প্রণাম।

প্রথম অভিনয় বঙ্গনীতে লক্ষ্য কবা গেছে যে নাটকটি অতি দীর্ঘ হয়েছে। সময় সংক্ষেপেব জগ্য তৃতীয় ব্রাকেট দেওয়া অংশগুলি বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কেব দ্বিতীয় দৃশ্য এবং চতুর্থ দৃশ্য দুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

অক্লান্তকর্মী বন্ধুবব শ্রীতারকনাথ দে ও শামপুকুর বান্ধব সম্মেলনীব অগ্ন্যাগ্ন কর্মকর্তাগণ এই নাটকেব অভিনয়ের আয়োজন করে আমাকে রুহতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছেন। আর এই খডের মূর্তিতে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন সেই সব কুশীলবদেব জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয় হিন্দু!

৭৪বি শামপুকুর ষ্ট্রীট

অমল সরকার

কলিকাতা।

## —চরিত্র—

জাহান্দার শা—ভারত সম্রাট

ফারুকসিয়র—ঐ ভ্রাতৃপুত্র, পরে সম্রাট  
আবহুলা

হুসেন আলী } —সৈয়দ ভ্রাতা

শা আলম—কবি

বক্ত খাঁ—ওমরাহ

মুর্শিদকুলি খাঁ—বাংলার নবাব

জনাবৎ—ঐ সেনাপতি

করিম

শোভনলাল } —ঐ সহকারী

তিমুর বেগ—ফারুকসিয়রের সৈন্যাধ্যক্ষ

ইব্রাহিম—ঐ সহকারী

এনায়েৎ—তিমুর বেগের শ্রালক

সফদরজৎ—ঐ সহকারী

বাচ্চি খাঁ—ঐ সৈন্য

জুলফিকার—জাহান্দার শার উজির

মিরজুমলা

তকি খাঁ } —ওমরাহগণ

রফিক—ফারুকসিয়রের বৃদ্ধ ভৃত্য

অজিতসিংহপু—যোদ্ধাধিপতি



বসন্তসিংহ }  
 সমরসিংহ } —রাঠোর সর্দারগণ  
 অমরসিংহ }

ভগ্নসিংহ—রাঠোর দৌবারিক

উইলিয়ম হামিলটন—ইংরেজ চিকিৎসক

মোঘল দূত

নিজাম—হায়দ্রাবাদের নিজাম

হুময়ুন—ঘাতক

রফি উদ্দরাজাত—শাহজাদা

ফারুকউল্লিসা—ভারত-সম্রাজ্ঞী

লালকুমারী—হিন্দু নর্তকী

জিন্নউল্লিসা—মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা

রায় ইন্দর কুন্য়ার—অজিতসিংহের কন্যা

রোসেনারা—বাইজি

জুবেদা—রফি উস্শানের স্ত্রী ।

## প্রস্তাবনা

মঞ্চের দুই পাশ হইতে স্পট্‌ লাইট্‌ পড়িলে দেখা যাইবে দিল্লীর লাল-কেন্দ্রার ময়ূর সিংহাসন। তাহাতে কেহ বসিয়া নাই—দরবার শূণ্য। মাইকে নেপথ্যে ঘোষিত হইবে—তক্তে তাউস্—ময়ূর সিংহাসন। ভারত সম্রাট সাজাহান বহু অর্থব্যয়ে মণিমাণিক্য খচিত এই ময়ূর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। যমুনাতীরে ঐ শুভ্র সমোজ্জ্বল মন্দির প্রাসাদ তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, সম্রাট সাজাহান আজ নেই—কিন্তু তাঁর অমর কীর্তি—প্রেমের অমর সৌধ আজও মমতাজের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সাজাহান কি শুধুই প্রেমিক? দয়িতার প্রতি তাঁর নব্বয় প্রেমকে অমরত্ব দেবার জগুই কি এই মন্দির প্রাসাদ? সাজাহান শিল্পী। তারই নিদর্শন পাওয়া যায় ভাস্কর্য্যের প্রতি কণায় কণায়। শিল্পী কি শুধু নিজ হস্তে অঙ্কন না করলে হয় না?

তাজমহল কি শুধুই প্রেমিক সম্রাটের প্রেমের নিদর্শন না শিল্পগুণী সম্রাটের অপূর্ণ ভাস্কর্য্যের বিকীরণ? কিন্তু একথা হয়তো আজ অনেকেই স্মরণ নেই যে সেই সময়ে আগ্রা-দিল্লী-রাজপুতানা, এমন কি সমগ্র উত্তরভারত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়। সম্রাট সাজাহান—বিলাসী সাজাহান—শিল্পী সাজাহান—প্রজাদরদী সাজাহানের হৃদয়ের প্রতি কন্দবে কন্দরে জাগে হাহাকার। অগণিত প্রজা দুবেলা দুমুঠো অন্ন কিরূপে সংস্থান করতে পারে তারই চিন্তায় বিভোর হয়ে দিন কাটান তিনি আগ্রার প্রাসাদে। সমগ্র ভারতের শিল্পীকে তিনি একত্রিত করে আকুল করলেন আগ্রার তাজমহল আর দিল্লীতে লালকেন্দ্রা। শত শত প্রজা দুর্ভিক্ষের জ্বালায় এগিয়ে আসে সম্রাটের আশ্রানে। তাদের হয় কর্ণের সংস্থান—তাদের জোটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন। সমস্তদিন প্রাণান্ত

পরিশ্রমের পর তারা পায় সম্রাটের কোষাগার থেকে দ্বিনাস্তে তাদের জ্ঞায্য পারিশ্রমিক। অসাধ্য সাধনও সম্ভব হয় ঐ দুর্ভিক্ষের সময়েও। করালবদনা দুর্ভিক্ষকেও ক্রমে চলে যেতে হয় হিন্দুস্থানের মায়া ত্যাগ করে।

যে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে খণ্ডিছিল বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য পাশে বেঁধে দিতে ত্রীকুক্ষকে অবতীর্ণ হতে হয় পার্শ্বসারথী রূপে সেই কুরুক্ষেত্রেরই নিকটে পাণিপথ। এ পথে এসেছে শক হন আর মোঘল পাঠান। কিন্তু তারা আসেনি এই ভারতের মহামিলনে—তারা এসেছে রাজ্য লিপ্সায়—ভারতের প্রতি সম্পদ তারা আহরণ করেছে। এমনি এক দিন এক দুর্জয় যশলিপ্সু মহাবীর অসিমান্ন সহায় করে হুদূর আফ-গানিস্থান হতে দেখা দেন এই পাণিপথে। প্রতিষ্ঠা করেন মোঘল সাম্রাজ্য বাবর। এই মোঘলেরই বংশধর সাজাহান। মোঘল রক্ত তাঁর শিরায় শিরায়—যুদ্ধের উন্মাদনা তাঁর বংশগত। কিন্তু হিন্দুস্থানের হিন্দু-মহিষীর গর্ভজাত এই সম্রাট সাজাহান। ভালবেসেছেন তিনি এই দেশের প্রতি ধূলিকণাকে—ভালবেসেছেন তার শিল্পকে—তার প্রতিটি মাহুধকে। হিন্দুস্থানের ধনসম্পদ তিনি আহরণ করেন নি—তিনি করেছেন তাকে বিকশিত। অসীম ধনসম্পদ—মণিমাণিক্য হয়েছে প্রস্ফুটিত তাঁরই রূপায়। তাঁরই উজ্জল দৃষ্টান্ত এই ময়ূর সিংহাসন—তক্তে তাউস। কিন্তু হতভাগ্য বৃদ্ধ সাজাহান পুত্র হস্তে বন্দী, কারণ—তক্তে তাউস। এই তক্তে তাউস চাই তাঁর প্রতিটি পুত্রের—দারাদ, মুরাদ, হুজা, আওরঙ্গজীব। সকলেই গত। আওরঙ্গজীবের দুর্বল বংশধারা আজ ক্ষয়মান। তাদের মধ্যেও প্রতিদিন যুদ্ধ বিবাদ লেগে আছে এই তক্তে তাউসের জন্ত। তক্তে তাউস কি শূণ্য থাকতে পারে? কে এর যোগ্য অধিকারী? তক্তে তাউসের যোগ্য অধিকারী কে?

( মঞ্চ ঘুরিবে )

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ পাটনা । সময় সন্ধ্যা । জাকরীকাটা বারান্দা দিয়া চাঁদের আলো আসিতেছে ।  
এক হুন্দর মোঘল যুবক বসিয়া আছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুই কুটচকী খোঁচ  
মুসলমান । তাহার সৈয়দ ভ্রাতা নামে পরিচিত ।—একজন আবদুল্লা ও  
অন্যজন হসেন । যুবক ফারুকসিয়ার সম্রাট বংশজাত । বাংলাদেশে  
মানুষ হওয়ার মোঘলে বাংলার কোমলে কঠোরে সমাবেশ  
তাহার চেহারায় । ]

আবদুল্লা । তক্তে তাউসের যোগ্য অধিকারী কে ?

হসেন । সম্রাট বংশজাত আজিম উশ্শান পুত্র শাহাজাদা  
ফারুকসিয়ার নিশ্চয়ই তক্তে তাউসে বসবার উপযুক্ত ।

ফারুকসিয়ার । সে কি—তা কি করে সম্ভব ?

আবদুল্লা । অসম্ভব দুনিয়ায় কিছুই নেই শাহাজাদা । আপনি  
শুধু রাজি হয়ে যান, দেখবেন সব সম্ভব হয়ে যাবে । বান্দাদের ওপর  
নির্ভর করুন, দেখবেন দিল্লীর তক্তে তাউস আপনার ।

ফারুকসিয়ার । কিন্তু জাহান্দার শা এখনও জীবিত । তিনিই বা  
সিংহাসন ছাড়বেন কেন ?

হসেন । তিনি কি আর স্বৈচ্ছায় ছাড়বেন ? আমরা ছিনিয়ে  
নেব ।

ফারুক । কিন্তু আমিই যে যোগ্য এ কথাটাই বা আপনারা বুঝলেন কেমন করে ?

আবদুল্লা । খোদাবন্দ, মাহুযকে দেখলেই তাকে চেনা যায় । আপনার ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি আপনার চলা, বলা, দেখা সব বাদশাহী ঢংয়ে । আর তাছাড়া আপনি আজিম উশ্শানের পুত্র । আমরা তো তাঁকে ভাল করেই চিনতুম । আলমগীরের পরে তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি মুঘল রাজবংশে কেউ জন্মগ্রহণ করেনি । তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাদশার মতই ছিল । আর আপনি তো তাঁর যোগ্য পুত্র— আপনার মর্জি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি । আর ভাবুন কেমন নৃশংসভাবে জাহান্নার তাকে হত্যা করলেন !

হসেন । যোগ্য পুত্রই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় ।

ফারুক । প্রতিশোধ ! কি বলবো সৈয়দসাহেব, এক এক সময় আমার ভেতরের তৈমুরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে । আবার মাঝে মাঝে ভাবি কি হবে এই গৃহ বিবাদে ? সহায় সম্বলহীন, কেমন করে আমি বাদশার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো ! কিন্তু এখন আপনারা আমার সহায় । কিন্তু আমাদের অগ্রসর হতে হবে খুব সাবধানে । জানাজানি হলে আপনাদেরও বিপদ, আমারও বিপদ ।

আবদুল্লা । কোন ভয় নেই খোদাবন্দ । মেবার, অম্বর আর মাড়বার একত্র হয়েছে সম্রাটের বিরুদ্ধে । এই সুযোগে—

ফারুক । সে কি—গৃহযুদ্ধের সূচনা করতে চান আপনারা ?

হসেন । ( মুহু হাসিয়া ) গৃহযুদ্ধটা বাদশাদের কাছে নূতন কিছুই নয় । আকবর থেকে আরম্ভ করে আলমগীর পর্য্যন্ত সবাই সিংহাসনের জন্য গৃহযুদ্ধ করেছেন । তক্তে তাউসের পথ রক্তে রাঙা—ওখানে উঠতে হলে রক্ত একটু আধটু মাড়তে হবে বৈকি ।

ফারুক । রক্তকে ভয় তৈমুর বংশধর করে না সৈয়দসাহেব । তবে—

আবহুলা । ভয় পাবেন না শাহাজাদা, হয়তো শেষপর্যন্ত গৃহযুদ্ধ কবতে নাও হতে পারে—সিংহাসনটা এমনিই পাওয়া যেতে পারে ।

ফাকক । তাব মানে ?

আবহুলা । শীঘ্রই জানতে পাববেন । আব তাও যদি সম্ভব না হয় মাঝাঝাওয়া আমাদের দলে আছে । তাদের দিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ হবে ।

হুসেন । আব অপর দিকে রাজপুতবাও চিবকাল মিলে-মিশে থাকতে পাববে না । সেটা সম্ভবপর নয় । মোঘল বাদশাবা গৃহযুদ্ধ বন্ধ কবতেও পাবেন কিন্তু রাজপুতবা এই মাঝামাঝি কাটাকাটি কখনও থামাতে পাবে না ।

আবহুলা । আপনি শুধু রাজী হন ।

ফাকক । সবই খোদার মর্জি আব আপনাদের মোহেববাণী । হিন্দু-স্থানেব ভাব নেওয়া যদি আমার উচিত হয় নিশ্চয়ই আমি তাতে পশ্চাদপদ হব না ।

হুসেন । ( কুর্নিশ কবিয়া ) হিন্দুস্থানের দায়িত্ব যদি নিতে রাজী থাকেন তবে জানবেন হিন্দুস্থান আপনাবই । আপনি শুধু আমাদের দুভাষের ওপর বিশ্বাস বাখুন, দেখবেন বান্দারা আপনাব জন্ত প্রাণ দেবে ।

ফাকক । সবই খোদার মর্জি । আমি আপনাদের বিশ্বাস কবি—জানবেন তক্তে তাউস পেলে আপনাদের পরামর্শেই তা পবিচালিত হবে ।

আবহুলা । ( কুর্নিশ কবিয়া ) তাহলে আমি খোদাবন্দ । তক্তে তাউসেব সামনেই আবার দেখা হবে । ( সৈয়দ ভ্রাতারা কুর্নিশ কবিয়া চলিয়া গেলে ফারুকসিয়র অগ্নমনস্কভাবে পিছন ফিবিয়া বাহিরেব জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য দর্শন করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ফারুকউন্নিসা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল )

উন্নিসা । কি দেখছেন জনাব ?

ফারুক । পাটনার প্রাসাদের ওপর স্নান জ্যোৎস্নার খেলা দেখছিলাম । ( মুহূ হাসিয়া ) ঔরংজীবের পর মোঘলসাম্রাজ্যের ওপরও এমনি একটা স্নান আভা নেমে এসেছে ।

উন্নিসা । আজ শাহজাদাকে নতুন মনে হচ্ছে ।

ফারুক । আমি কি পুরানো হয়ে পড়েছি তোমার কাছে ?

উন্নিসা । পুরানো হবাব কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ আপনি আমাব দয়িত । আর দয়িতার কাছে প্রেম চিরনূতন । তাই প্রেমিক কি কখনও পুরানো হয় ?

“ক্ষণেক যে গো রইতে নারি

তোমায় ছেড়ে আমি—

পারিজাতের শোভায় মম তপ্তি নাহি স্বামী ।

সকল ছেড়ে তোমার দ্বারে আসি প্রেমের টানে

বারেক এলে ফিরে যাবার শক্তি নাহি প্রাণে ।”

ফারুক । কি ব্যাপার উন্নিসা ? হঠাৎ আবাব শেখ সাদীকে মনে পড়ল কেন ? সত্যিই আজ আমার বড় ভাল লাগছে উন্নিসা ।

উন্নিসা । কেন ?

ফারুক । ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন দেখে ।

উন্নিসা । কিসের স্বপ্ন শাহজাদা ?

ফারুক । দিল্লীর তক্তে তাউস ।

উন্নিসা । ( চমকাইয়া ) না, না শাহজাদা, কাজ নেই । তক্তে তাউস বড় অভিশপ্ত । তক্তে তাউসের স্রষ্টা সম্রাট সাজাহানের কথা ভাবুন । কি বেদনাময় তাঁর শেষ জীবন । ওখানে লোভ আছে, ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রেম নেই । আর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ,

কান্না, রক্ত। ওখানে বসার গৌরব থাকতে পারে কিন্তু শান্তি নেই। ঐ সিংহাসনের তলায় ষড়যন্ত্র, বন্ধুর বেশে পার্শ্বে শত্রু, বাচবার জ্ঞান শুধু যুদ্ধ। অবিশ্বাস, শততা, নিষ্ঠুরতাই আজ দিল্লীর মসনদের দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও সিংহাসনের দিকে লোভের দৃষ্টি দেবেন না শাহাজাদা। আমাদের স্বথের—এই প্রেমের নীড় ভেঙ্গে যাবে। হয়তো—হয়তো—দারার, সজ্জার, মুরাদ, আমার স্বপ্নের আজিম্ উশ্শানের রক্ত—না, না শাহাজাদা দিল্লীর মসনদের স্বপ্ন দেখবেন না। ও বড় পাপের স্থান।

ফারুক। ভুলে যেও না উরিসা, আমার মধ্যে দুর্ব্বল তৈমুর ও চেঙ্গিস্ খাঁর রক্ত বইছে। মোঘল বাদশাহের সিংহাসনই যে আমাদের চরম সার্থকতা। সে যে আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিজ্রার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন কি আমি বাদ দিতে পারি ফারুকউরিসা?

উরিসা। কিন্তু তার পরিণামটাও ভেবে দেখবেন শাহাজাদা। ঐ সিংহাসনের জন্ত দারাকে দিতে হয়েছিল শির, মুরাদকে দিতে হয়েছিল তার জীবন আর সজ্জাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল তার সাধের বাংলা, সাধের হিন্দুস্থান। আর তাছাড়া সিংহাসন পেলেও কি শান্তি পাওয়া যায়? সিংহাসন পেয়ে কি আলম্‌গীর সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন? রাজদণ্ড গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শান্তিও তিনি হারিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তো সে কথা স্বীকার করে গেছেন।

ফারুক। তবু কি জান ফারুকউরিসা—বংশের একটা ধারা আছে, রক্তের একটা দাবী আছে। বুঝেও আমরা বুঝতে চাই না। যদি আলম্‌গীর সিংহাসনে বসবার আগেই নিজের ভুল বুঝতে পারতেন তবু তিনি তার আঁহানি কোন মতেই এড়াতে পারতেন না। দিল্লীর তক্তে তাউসের এক বিরাট আকর্ষণ আছে মোঘলের কাছে। তা যদি নী হতো দারার নির্ভীকভাবে মরতে পারতেন না। মুরাদ মৃত্যুর মুখোমুখি



দাঁড়িয়েও সিংহাসনের আশা ত্যাগ করতে পারেন নি। স্বজা যদি ঔরংজীবের বশতা স্বীকার করতেন, তবে কি তাঁকে আরাকানে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হত? তবু কেন তিনি স্বীকার করলেন না ঔরংজীবের বশতা? কিসের মোহে? সিংহাসনের প্রবল মায়া আমাদের এড়ানো অসম্ভব—বুঝেও আমরা বুঝতে পারি না। ( ফারুকউল্লিসা অতি করুণ-ভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ) ব্যথা পেয়ো না প্রিয়তমে, মোঘল হারেমে থাকতে হলে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। যুদ্ধের জগৎ, ষড়যন্ত্রের জগৎ, রক্তের জগৎ, মৃত্যুর জগৎ প্রস্তুত থাকতেই হবে। ( মুখ তুলিয়া তাকাইল ফারুকউল্লিসা। তাহার অশ্রুভরা আঁখির দিকে তাকাইয়া ) কি হয়েছে তোমার, এত কি ভাবছ? ( ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার একখানি হাত তুলিয়া ধরিয়া ) তোমার হৃদয়ের সিংহাসনের কোন অবমাননা হবে না উল্লিসা। যদি দিল্লীর তক্তে তাউসও পাই, তার ওপর আমি স্থান দেব তোমার হৃদয়সিংহাসনের। তাছাড়া ভয় পেয়ে লাভ নেই। বিপদ থেকে দূরে থাকলেও বিপদ যে আসবে না তা কি বলা যায়? কাজেই বিপদকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। তৈমুরের রক্ত আমাদের মধ্যে সেই এগিয়ে যাবার প্রেরণাই দেয় ফারুকউল্লিসা।

উল্লিসা। অত বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। আমি আর ভাববো না, শাহজাদা। আপনার পথই আমার পথ। হিন্দু নারীর মতই আমিও স্বামীর মতকে অভ্রান্ত বলেই ধরে নেব। যদি আপনি এ পথে স্মৃথী হন, আমিও হব। কিন্তু—

ফারুক। এখনও কিন্তু কেন উল্লিসা?

উল্লিসা। গোস্তাকি মাপ করবেন জনাব। সত্যিই কি আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চান?

.. ফারুক। কেন বলতো?

উন্নিসা। কারণ জাহান্দার শা এখনও জীবিত। আপনি কি করে দিল্লীর সিংহাসন আশা করতে পারেন?

ফারুক। ভাগা সুপ্রসন্ন হলে কী সম্ভব নয়?

উন্নিসা। গৃহযুদ্ধ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

ফারুক। মোঘল সিংহাসনের জগ্ন ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ, আত্মীয়ের মধ্যে কলহ তো কম হয়নি।

উন্নিসা। কিন্তু আপনার পক্ষে দাঁড়াবে কে?

ফারুক। এবার বুঝেছি, এত ভয় পেয়ো না। আমার পক্ষে দাঁড়াবার লোকের অভাব হবে না। শুধু মনে রেখ আমি দাঁড়াইনি, আমাকে দাঁড় করানো হচ্ছে। সৈয়দভ্রাতা আবদুল্লা ও হুসেন খাঁ মহা প্রতিপত্তিশালী। তাঁরা জাহান্দার শার ওপর অসন্তুষ্ট। তাঁরা দিল্লীর মসনদ তাই আজিম উশ্‌শানের পুত্রকে দিতে চান। ওদের সমর্থন পেলে তাকে তাউসে বসা খুব কঠিন কাজ নয়। (ফারুকউন্নিসা তথাপি করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিলে ফারুকসিয়ার তাহার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া) ভয় কি ফারুকউন্নিসা? আমি তো আছি।

উন্নিসা। তাহঁতো ভয়। বাদশা হলে কি এমনি ভাবে আপনাকে পাব?

ফারুক। কেন?

উন্নিসা। তখন কত কাজ, কত ব্যস্ততা। জীবনকে তো নির্বিস্বাদে উপভোগ করবার সময় নেই সেখানে। কি হবে ময়ূর সিংহাসনে? তার চেয়ে বড় সিংহাসন আমার হৃদয়। আপনি সেখানেই একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বিরাজ করুন শাহাজাদা।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ লালকেলা। সময় সন্ধ্যা। শীঘ্র মহল বা আশি মহল। ইহা সত্ৰাট জাহান্নার তৈরী করিরেছেন নৰ্ত্তকীদের নৃত্য উপভোগ করিবার জন্ত। দেওবালে দেওবালে আশি— তাহাতে নৰ্ত্তকীর প্রতিবিম্ব পড়। হুন্দরী ভঙ্গী নৰ্ত্তকী লালকুমারীর প্রসাধন সাজ হইয়াছে তথাপি সে ঘুরিয়া কিরিয়া আপন হুন্দর মুখ দর্শন করিতেছে। এমন সময় আর একজন তরুণের মুখ ফুটিয়া উঠিল দর্পণে। তাহা জাহান্নার শার। বাদশা মুখ দৃষ্টিতে দর্পণের দিকে তাকাইয়া রহিল ]

লালকুমারী। কি দেখেছেন জাঁহাপনা ?

জাহান্নার। দেখছি, দেখছি খোদাতালাব সৃষ্টিকে আর ভাবছি তাঁর অসীম ক্ষমতাকে। কি শক্তি আব কি শিল্প বোধ থাকলে এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। আব ভাবছি তুমি মর্ত্যে এলে কি জন্তে ?

লালকুমারী। কেন ? ( দ্বেষ হাস্ত করিয়া ) আপনারই জন্ত জাঁহাপনা।

জাহান্নার। আমার জন্ত ! তাহলে বলতে হয় আমাকে সুখী করবার জন্ত খোদাতালা বেহেস্তকে বঞ্চিত করেছেন।

লাল। কেন ?

জাহান্নার। বেহেস্তের স্বর্গীয় উত্থানের জন্তই তো হরীর সৃষ্টি, মর্ত্যের জন্ত নয়। তুমি সেই বেহেস্তের সর্বশ্রেষ্ঠ হরী—তুমি স্বর্গভ্রষ্ট।

লাল। স্বর্গভ্রষ্ট যদি আমি হয়ে থাকি, সেই আমার সুখ খোদাবন্দ। স্বর্গভ্রষ্ট না হলে তো আমি আপনাকে পেতাম না।

জাহান্নার। বাঃ চমৎকার বলেছ পিয়ারী।

লাল। আচ্ছা স্বর্গ কি খোদাবন্দ ?

জাহান্নার। ( উর্কে দেখাইয়া ) ঐ দিকে বেহেস্ত। আল্লাব দরবার।

লাল। না (বাদশা তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন) ওখানে স্বর্গ নেই, স্বর্গ এই দুনিয়াতেই রয়েছে খোদাবন্দ। প্রেমই স্বর্গ, যে ভালবাসতে জানে সেই স্বর্গ লাভ করে। যে ভালবাসা পায় সেই স্বর্গে বাস করে। (বাদশাহ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল) জাঁহাপনা কি আমার কথা বিশ্বাস কবতে পাবছেন না?

জাহান্দার। করি, তোমার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। এত বেশী করি যে তুমি তা ভাবতেও পারবে না।

লাল। কেন সম্রাট?

জাহান্দার। তুমি প্রেমের মূল্য বোঝনি। ই! ঠিকই বলেছি, স্বর্গের সঙ্গে তুলনা কবে তুমি প্রেমের অমর্যাদা করেছ।

লাল। সে কি জাঁহাপনা, প্রেমের সঙ্গে স্বর্গের তুলনা করে আমি কি অগাধ কবেছি?

জাহান্দার। নিশ্চয়ই। প্রেমের সঙ্গে তুলনা করা অগাধ। এ দুটোর মধ্যে তুলনাই হয় না।

লাল। বুঝতে পাবলাম না শাহান শা।

জাহান্দার। প্রেম স্বর্গের চেয়েও বড়। (লালকুমারী মাথা নীচু করিয়া রহিল। জাহান্দার শা তাহার মাথা তুলিয়া ধরিয়া) একি লাল, তুমি কাদছ?

লাল। না বাদশা এ আমার আনন্দের অশ্রু। আপনি আমাকে এত ভালবাসেন!

জাহান্দার। ইয়া।

লাল। কিন্তু আমি যে সামান্য একজন নর্তকী। নর্তকীরা শুধুই নিতে জানে, দিতে জানে না। আপনি ঠিকই বলেছেন জাঁহাপনা, আমি আর আপনাকে কতটুকু দিতে পেরেছি?

জাহান্দার। অস্তিত্বান কোয় না লাল। তুমি আমাকে বা দিয়েছ

তক্তে তাউসও আমাকে তা দিতে পারেনি। আমি তোমায় নিজের  
চেয়েও ভালবাসি।

ধীরে ধীরে শা আলমের প্রবেশ

শা আলম। চমৎকাব। অগব ফের দৌস্ত জমিনে হস্ত্। হা-  
মেনস্ত, হামেনস্ত, হামেনস্ত। এই ছুনিয়ায় স্বর্গ যদি থাকে কোনখানে,  
তবে তা এইখানে এইখানে এইখানে।

জাহান্দার। কে—কে তুই কমবক্ত ?

লাল। কবি শা আলম জাঁহাপনা।

কবি কুনিশ করিল

জাহান্দার। কবি, তুমি এখানে এ সময়ে কেন ?

শা আলম। সাকৌ আর সুবাব মাঝে কি কোন সময়ের ব্যবধান  
থাকতে পারে জাঁহাপনা—অন্ততঃ কবির কাছে নিশ্চয়ই থাকে না। আর  
ঠিক এই সময়ে এই শীষমহলে না এলে তো বেহেস্তের এ দৃশ্য দেখবার  
সৌভাগ্য হত না।

জাহান্দার। হুঁ, এইবাব বল কি তোমার প্রয়োজন ?

শা আলম। ওমবাহদেব বিবিবা বোধ হয় তাদের তালাক  
দিয়েছে।

জাহান্দার। তার মানে ?

শা আলম। আন্তে তাই তো মনে হচ্ছে। তা না হলে ইন্না বড়  
বড় ওমরাহরা গোপ চুমরে এই রাতের বেলা দেওয়ানী আমে এসে  
ছজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন ?

লাল। তারা কি করে জানলে যে বাদশা এখানে আছেন ?

শা আলম। সূর্য্য অস্ত গেলে যে সন্ধ্যা নামে এ কথা জানতে কি অস্ববিধা হয়? আর সন্ধ্যা হলে যে সম্রাট কোথায়—

জাহান্দার। শা আলম!

শা আলম। গোস্তাকী মাপ্ করবেন জাঁহাপনা।

লাল। আশ্চর্য্য। এত রাতে তাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

জাহান্দার। প্রয়োজন ওদের অনেক, কারণ ওদের আকাজ্জা অফুরন্ত। ষতদিন আকাজ্জার শেষ না হবে ততদিন ওদের প্রয়োজনও ফুরোবে না।

লাল। তাহলে কোথাও কি কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে?

শা আলম। বিদ্রোহ কোথায় নেই? ঝড় উঠেছে—বাইরে অভ্যন্তরে সর্বত্রই আজ বিদ্রোহ।

জাহান্দার। যদি কোনদিন সত্যিই বিদ্রোহ হয় তবে কবি তুমি কোন পক্ষে যোগদান করবে? তুমিও কি আমার পরিত্যাগ করবে বন্ধু?

শা আলম। বান্দা সামান্ত কবি। তলোয়ার কোনদিকে ধরতে হয় তাই জানে না। যে হাতে কলম ধরি সে হাতে হাতিয়ার ধরতে গেলে উল্টে বিপত্তি হতে পারে জাঁহাপনা। আমার কাজ যে কবিতা লেখা, আর যিনি তাকে তাউসে বসে থাকবেন তাঁকেই কবিতা শোনান।

লাল। দরবারে যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে আপনি এখনি যান সম্রাট।

জাহান্দার। না। এ অস্তায়—

শা আলম। কি অস্তায় সম্রাট—আমার এখানে আসা না ওদের দেওয়ানী আমে আসা? কি অস্তায় খোদাবন্দ?

জাহান্দার। ওমরাহদের হঠাৎ দেওয়ানী আমে মিলিত হওয়া—  
লাল। কেন জাঁহাপনা ?

জাহান্দার। ওরা সম্রাটের আদেশ না নিয়ে এ কাজ করেছে।

শা আলম। কিন্তু সম্রাট যদি সূরা ও সাকীর মাঝে গা ঢেলে দেন  
ওরা কেমন করে তাঁর নাগাল পাবে ?

লাল। হয়ত কোন নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—

জাহান্দার। না, হঠাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জ্ঞান এমন হয়নি।  
এর মাঝে আমি বিরাট এক ঐক্যভেদ ইঙ্গিত পাচ্ছি। আবদুল্লা আর  
হুসেন খাঁ—সৈয়দ ভাইদের কাজ নিশ্চয়ই। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রুর  
সৈয়দ ভাইরা চায় যে দিল্লীর বাদশা ওদেরই তাঁবে থাকবে। তাই  
ওমরাহদের দিয়ে—কিন্তু জানে না যে জাহান্দার শা শুধু সূরা পানে মত্ত  
হয়ে নর্তকীর নাচগানেই অভ্যস্ত নয়। কবি, তুমি ওমরাহদের জানিয়ে  
দাও যে হিন্দুস্থানের দায়িত্ব সম্রাট জাহান্দার শার। আর সে দায়িত্ব-  
জ্ঞান তাঁর আছে। প্রয়োজন হলে সব ব্যবস্থাই তিনি করবেন, তার জ্ঞান  
বাদশার অহুমতি ভিন্ন মহামাণ্ড ওমরাহদের দরবারে মিলিত হবার  
কোন প্রয়োজন নেই। নিজের বাহুবলেই জাহান্দার শা তাকে তাউস  
অধিকার করেছেন, নিজের তরবারি দিয়েই তিনি তা রক্ষা করবেন।  
( শা আলম গমনোত্তম ) হ্যাঁ দাঁড়াও, ওরা চলে গেল কিনা সে খবরটা  
আমাকে দিয়ে যেও বন্ধু।

কুর্নিশ করিয়া শা আলমের প্রস্থান

লাল। আমার কিন্তু ভয় করছে জনাব।

জাহান্দার। তোমার ভয় ! হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার আবার  
ভয় কিসের, হিন্দুস্থানের বাদশা যখন তোমার করতলগত ?  
কিন্তু তুমি কি আজ সব কাজ ভুলে গেলে পিয়ারী ? আমার যে বড়  
তৃপ্তা পেয়েছে।

লাল। জল দেব জাঁহাপনা ?

জাহান্দার। জল—জল কেন ?

লাল। আজ আর সরাব পান নাই বা করলেন জাঁহাপনা !

জাহান্দার। কি ভয় তোমার ?

লাল। না না, আজ সরাব থাক। আমার বুক বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জাহান্দার। বেশ সরাব না হয় নাই দিলে কিন্তু আর—

লাল। ( হাসিয়া ) ও আমার নাচ ?

জাহান্দার। তুমি কি জান না প্রতিটি সন্ধ্যা আমি উন্মুখ হয়ে থাকি তোমার নাচ গানের জন্য ? সবাই আমাকে জানে আমি লম্পট, আমি সুরাপায়ী—আমি নর্তকীর চটুল নৃত্যগীতে মশগুল—কিন্তু তুমি, তুমি তো জান যে তোমার নাচের মাঝে আমি সারা দুনিয়াকে দেখতে পাই—তোমার নাচের মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। ভুলে যাই যে তব্লে তাউসের নীচেই ঘন অন্ধকার—ভুলে যাই যে মহামায়া ওমরাহরা আমাকে সেখান থেকে নামিয়ে অন্য একজন পুতুলকে সেখানে বসাতে চায়—হয়তো বা ভুলে যাই এই দীনদুনিয়ার মালিক খোদাকে।  
—নাচো, পিয়ারী নাচো।

( লালকুমারীর অপূর্ণ নৃত্যচন্দ্রের মাঝে জাহান্দার শা মশগুল হইয়া রহিলেন )



## তৃতীয় দৃশ্য

( পাটনার দরবার । সমর অপরাহ্ন । উচ্চাস'ন কারুকসিয়ার, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আমির-ওমরাহগণ । তাহাদের মধ্যে সৈয়দ শাইরাও আছে । দিল্লী হইতে ওমরাহ বক্তৃতাও আদিষাছেন দিল্লীর ওমরাহগণের প্রতিনিধিরূপে )

বক্তৃতা । জাঁহাপনা, মহামাণ্ড আজিম খাঁ আমাকে দিল্লী থেকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ।

ফারুক । মহামাণ্ড আজিম খাঁ কি মনে করেন যে দিল্লীর বাদশার সমূহ বিপদ ?

বক্তৃতা । সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই জনাব । জাহান্দার শাহ মোঘল বংশের কলঙ্ক । মসনদে বসে তিনি মদ আর নর্তকী নিয়ে ডুবে থাকেন ।

আবদুল্লা । শুনেছি লালকুমারী নামে—

বক্তৃতা । এ সত্য কথা । সম্রাট আজ লালকুমারীর রূপে উন্মাদ । সারাক্ষণ নর্তকী মহলেই পড়ে আছেন । রাজকার্যের কথা বললে তাঁর অত্যন্ত গোসা হয় । সেদিন দেওয়ানী আমে মহামাণ্ড ওমরাহগণ তাঁকে ডেকে পাঠাতে তিনি তাঁদের যাবপয় নাই অপমান করে বিতাড়িত করেন । অথচ 'রাজপুতানায় বিদ্রোহ হচ্ছে, এ সময়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্তু সম্রাট সেই প্রয়োজন মুহূর্ত্তে যদি এই ভাবে বিলাসে নিমগ্ন থাকেন, তবে মোঘল সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ, বিশেষ করে কাকেররা যে মুহূর্ত্তে স্বাধীন হবার চেষ্টা করছে । তাই এই বিপদের সময়ে জাহান্দার শাহ ব্যবহারে সকলেই উত্ত্যক্ত ।

হসেন। দিল্লীর ওমরাহরা তাহলে নিশ্চয় সকলেই অসন্তুষ্ট ?

বক্ত। সকলেই।

হসেন। এবার নিশ্চয়ই তারা লাহোরের যুদ্ধে আজিম উশ্শানের মৃত্যু ঘটানোর জন্য হুঁশিয়ার ?

বক্ত। হ্যাঁ, তারা সবাই তার জন্য লজ্জিত—কিন্তু এখন তো আর তার কোন উপায় নেই। আজিম উশ্শান আজ পরলোকে।

আবদুল্লা। উপায় এখনো আছে। আজিম উশ্শান নেই কিন্তু তাঁর উপযুক্ত পুত্র আজও বর্তমান। আর আজিম উশ্শানের সমস্ত গুণাবলীই রয়েছে তাঁর পুত্রের মধ্যে। দিল্লী যদি আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে তবে আমরাও দিল্লীর মসনদে একজন যোগ্য প্রার্থীকে দিতে পারি। সমগ্র এলাহাবাদ আমায় করতলগত আর আমার ভাইয়ের সঙ্গে আছে হায়দ্রাবাদ। শাহাজাদার সঙ্গে পাটনা প্রস্তুতই আছে।

বক্ত। দিল্লীও প্রস্তুত আছে।

আবদুল্লা। আমরা তবে প্রস্তুত। আমরা ঠিক করেছি দিল্লীর তক্তে তাউসে জাহান্দার শাব মত একজন কম্বন্ধকে আর বসতে দেব না। তাই শাহাজাদা ফারুকসিয়রকে আমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত করে চলেছি—তিনিও প্রস্তুত।

ফারুক। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে হিন্দুস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি রাজি। তাছাড়া আমি কোনদিন পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করতে পারিনি—পারবো না। পাটনাতে আমি স্বাধীন ভাবেই আছি। দিল্লী অভিযানের ইচ্ছা আমার বরাবরই আছে, সুযোগের অপেক্ষায় আছি। সৈয়দ ভাইদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—তাঁরা যে আমার পিতা আজিম উশ্শানের কথা স্মরণ রেখে তাঁর হতভাগ্য পুত্রকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন—

হসেন। এ আমাদের কর্তব্য শাহাজাদা। আজিম উশ্শানের নিমক

আমরা খেয়েছি। ঔরংজীবেরও নিমক খেয়েছি। তাই মোঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাক এ আমরা দেখতে পারব না তাই—

ফাকক। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর লজ্জা দিতে চাই না। তবে আপনাদের বলতে পারি যে আমি অকৃতজ্ঞ নই এবং আপনাদের আজকের সাহায্যের কথা কখনও বিস্মৃত হব না। আল্লাহ মর্জিতে যদি কখনও মসনদে বসতে পারি আপনাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি কিছুই করব না এ কথা আমি প্রতিজ্ঞা কবছি। ( আবদুল্লা ও হুসেনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল )

আবদুল্লা। ( বক্তৃতা থেকে ) আপনারা যদি মনে করেন তবে শীঘ্রই আমরা দিল্লী অভিযান শুরু করতে পারি—তবে আপনাদেরও সাহায্য আমাদের প্রয়োজন।

বক্তা। বলুন কি সাহায্য ?

আবদুল্লা। জাহান্দার শাকে এই সময় ব্যস্ত রাখতে হবে।

বক্তা। কি বকম ভাবে ?

হুসেন। কেন, দিল্লী গিয়েই এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করান, যাব ফলে জাহান্দার শা যেন পাটনার দিকে আর দৃষ্টি দেবার অবসব না পান। আর আপনারা দিল্লী থেকে একদল ওমরাহ পাটনায় পাঠিয়ে দেবেন।

বক্তা। তারপর ?

আবদুল্লা। তারপর আমরা আমাদের কাজ করব। কিন্তু মনে রাখবেন, দিল্লী থেকে ওমরাহরা না আসা পর্যন্ত আমরা দিল্লীর পথে যাত্রা করবো না।

বক্তা। বেশ সেইভাবেই কাজ হবে। কিন্তু দেখবেন যেন আমাদের বিপদে ফেলবেন না।

আবদুল্লা। জেব্বাতোবা, এখমো খোদা আছেন, আশ্রমানে চহ

সূর্য্য উঠছে—সৈয়দ ভায়েবা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। তবু যদি আমাদের বিশ্বাস করতে না পারেন, শাহাজাদা ফারুকসিয়রকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন।

বক্ত। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

হসেন। আপনি তাহলে আর দেরী করবেন না, এই মুহূর্তে দিল্লীর পথে যাত্রা করুন আর আমরাও প্রস্তুত হই।

কুনিশ করিয়া বক্ত ঝাঁ দরবার ত্যাগ করিল

আবদুল্লা। এইবার আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে শাহাজাদা।

ফারুক। বলুন কি করতে হবে?

হসেন। অস্ত্রের চেয়েও আমাদের এখন বেশী প্রয়োজন অর্থ। আপনাকে প্রথমেই অর্থ সংগ্রহে মনোযোগ দিতে হবে।

ফারুক। কি রকম ভাবে?

আবদুল্লা। বাংলা ধনশালিনী। বাংলার প্রেরিত অর্থই এখন দিল্লীর বাদশার একমাত্র সম্বল। সেই অর্থ দিল্লীতে পাঠানো বন্ধ করতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থ আপনাকে করায়ত্ত করতে হবে।

ফারুক। তা কি করে সম্ভব?

হসেন। এই মুহূর্তে আপনি িজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দিন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে আদেশ করে পাঠান অর্থ পাঠানোর জন্ত।

ফারুক। আর যদি তিনি না পাঠান?

আবদুল্লা। যাতে পাঠান তারই ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা আক্রমণ করব আমরা। মুর্শিদকুলি খাঁর সাধ্য নেই আমাদের বাধা দেন। যদি তিনি অর্থ দিয়ে বিনা যুদ্ধে আমাদের বশতা স্বীকার করেন

ভালই, আর তা না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। পেছনে শত্রু রেখে দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না জনাব।

ফারুক। বেশ সেই ব্যবস্থাই করুন।

হুসেন। তিমুর বেগকে বাংলায় পাঠান, কিছু সৈন্য নিয়ে সে কার্যোদ্ধার করে আসুক। আর একটা কাজ করতে হবে। নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করুন এই মুহূর্তে।

(একদিকে আবদুল্লা ও অন্যদিকে হুসেন আপন আপন তরবারি খুলিয়া মাণ র উপর দিকে দুই তরবারি স্পর্শ করিল। সেইরূপ অন্তান্ত ওমরাহগণ দুইদিকে সারিবদ্ধ ভাবে ঝাঁড়াইয়া তরবারিতে তরবারি স্পর্শ করিয়া ঝাঁড়াইল।)

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়, জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়।

## চতুর্থ দৃশ্য

( বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের ময়দান-কক্ষ। বৃদ্ধ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ উপবিষ্ট ও তাহার সিপাহ-খালার জনাবৎ খাঁ দণ্ডায়মান। সময় প্রত্যাত। )

মুর্শিদকুলি। কে কে বাদশা বলে নিজেকে জাহির করেছে ?

জনাবৎ। আজ্ঞে ফারুকসিয়র পাটনায় নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছেন আর বাংলায় তাঁর দূত রহমৎ খাঁকে পাঠিয়েছেন।

মুর্শিদ। দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে সময় দাও। কি সব বলছ ? ফারুকসিয়র বাদশা হয়েছে ? আমার চিরদুশমন আজিম উশ্শানের পুত্র বাদশা হয়েছে ? তাহলে সম্রাট জাহান্দার শাহ গত হয়েছে ?

জনাবৎ। আজ্ঞে না, জাহান্দার শাহ বহাল তবিয়েতেই দিল্লীতে আছেন।

মুর্শিদ। তুমি এই সকাল বেলাই কি সব যা তা বলছ জনাবৎ ? আমার বিশ্বাস তুমি প্রকৃত মুসলমান এবং স্বরাপানে অভ্যস্ত নও। এক তক্তে তাউসে দুজন বাদশা—হাঃ হাঃ হাঃ, কি সব ছেলেমানুষের মত বলছ জনাবৎ ?

জনাবৎ। আজ্ঞে আমি ঠিকই বলছি। ফারুকসিয়র এখনও দিল্লীর মসনদে আরোহণ করতে পারেননি সত্য কিন্তু তিনি সৈয়দ ভাইয়েদের সাহায্যে পাটনায় নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছেন—নিজের নামে খুত্বা পাঠ করেছেন।

মুর্শিদ। তাইতো—

জনাবৎ। তিনি বাংলার দূত পাঠিয়ে আদেশ করেছেন যে বাংলার রাজস্ব এখন থেকে তাঁকেই দিতে হবে।

মুর্শিদ। তা কেমন ক'বে সম্ভব ?

জনাবৎ। আমি গোপনে খবর পেয়েছি যে তিনি শুধু দূত পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি। দূতের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মহাবীর তিমুর বেগ ও তাঁর সহকারী রসিদ খাঁ। কাজেই এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে রাজস্ব না পেলে তারা বাংলা আক্রমণ করবে।

মুর্শিদ। বাংলা আক্রমণ করবে ? আমায় সাধের বাংলা—আমাব সাধের মুর্শিদাবাদ ? তাইতো—

জনাবৎ। আমার মনে হয় জনাব, ফারুকসিয়রের দূতকে কিছুদিন কোশলে আটক রেখে দ্রুতগামী অখারোহী পাঠিয়ে গোপনে সম্রাট জাহান্দার শাহ কাছে সংবাদ প্রেরণ করি।

মুর্শিদ। সম্রাট জাহান্দার শাহ ? সে কি করবে একটা হিন্দু নর্তকীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে তো রাজকার্য কিছুই দেখে না, কেবল সবাব ও নর্তকী। তাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি।

জনাবৎ। তবে জনাব, বাংলায় আপনি স্বাধীন নবাব হয়েও তাকে রাজস্ব দেন কেন ?

মুর্শিদ। রাজস্ব আমি তাকে দিই না, দিই তত্তে তাউসকে—দিই হিন্দুস্থানের বাদশাকে।

জনাবৎ। তাহলে ফারুকসিয়রকে রাজস্ব দিতে আপত্তি কি, আপনি যখন জাহান্দার শাহকে ঘৃণা করেন ?

মুর্শিদ। না, তা হয় না। যে শাহজাদাই দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন তাকেই মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশা বলে কুনিশ করবে। বাংলার রাজস্ব পেতে হলে দিল্লীর মসনদে গিয়ে বসুক আগে। ময়ূর-সিংহাসন যার নেই তাকে আমি বাদশা বলে মানি না। ফারুকসিয়র যদি দিল্লী অধিকার না করে এসে আমার কাছে রাজস্বের অল্প জববদত্তি করতে চায় তবে যুদ্ধ অপরিহার্য।

জনাবৎ । ফারুকসিয়রের বিরুদ্ধে, সৈয়দ ভায়ের বিরুদ্ধে আপনি কি বাংলাকে, আপনার মর্শিদাবাদকে রক্ষা করতে পারবেন ? তাববেন না যে আমি ভাসেন খাঁ বা তিমুর বেগ বা ইব্রাহিম খাঁর ভয়ে একথা বলছি । আপনি যদি চান আমি আমাব সৈন্ত নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে পারি কিন্তু এই সামান্য সৈন্ত নিয়ে এক বিঘাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা কি ঠিক হবে ?

মর্শিদ । তাইতো । কিন্তু—না থাক—কিন্তু না—তাই বা কি করে হয় ? তবে তুমি সন্ধিরই ব্যবস্থা কব—কিছু অর্থ উপঢৌকন দিয়ে না হয় এবারকার মত রেহাই পাওয়া যাক !

( মর্শিদকুলি খাঁর কণ্ঠা জিন্নৎউরিসার প্রবেশ । তাহার পরে শালোয়ার—অনেকটা পুরুষের বেশ । রূপার জরিতে মণ্ডিত তাহার বেণী, কোমর বন্ধে তীক্ষ্ণধার ছুরি )

জিন্নৎউরিসা । কখনই না । যে কেউ নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করবে আর আমাদের অমনি অর্থ দিয়ে—রাজস্ব দিয়ে তারই পদলেহন করে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রয় করতে হবে ? বাংলা আজ এতই হীনবীৰ্য্য হয়ে পড়েছে যে বিঘাট সৈন্ত বাহিনীর ভয়ে সে স্বাধীনতা হারাবে ? জনাবৎ তাই, আজ অর্থ দিয়ে ওদের হটিয়ে দিতে পার কিন্তু—তারপর কি আবার ঐ অর্থলালসায় ওরা হানা দেবে না বাংলার বুকে—হানবেনা তীব্র আঘাত ? সুজলা সুফলা বাংলার ধন-সম্পদের লোভে আবার তাদের রণদামামা বেজে উঠবে না ? তবে বাংলার যুবক যদি আজ হীন-বীৰ্য্য হয়ে থাকে—থাকুক তারা গৃহকোণে । নবাব বৃদ্ধ, স্ববির, অধর্ম—তাই বাংলার যুবকও আজ পছু অসহায় । কোন ক্ষতি নেই, থাকুক তারা গৃহে গৃহকোণে । বাংলার নারীর চক্ষে আজ নিভ্রা নেই । নিজে আমি যাব রণক্ষেত্রে—বাংলার স্বাধীনতাকে হুঁলিয়াৎ হস্তে দেব না । শিঙা, আশনি বাংলার স্বাধীন নবাব, এই স্বকল্পিত সম্রাট ফারুকসিয়রের



ঔদ্ধত্যের জবাব দিল। তারা জাহ্নক যে মুর্শিদকুলি খাঁ বৃদ্ধ, স্ববির কিস্ত তিনি বাংলার নবাব। ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে তিনি জানেন। স্বাধীনতা রক্ষা করতে তিনি পরাশ্রয় নন।

জনাবৎ। ঠিক। আমি এতক্ষণ এ কি করছিলাম! ভগ্নী, তুমি আমার ক্ষমা কর। বাংলার যুবক আজ হীনবীৰ্য্য হয়নি—স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য তারা প্রাণ দিতে পারে। ভগ্নী, তোমাদের স্থান আমাদের পরে। যদি বণক্ষেত্রে আমাদের মৃত্যু হয় তবেই—আদেশ করুন জনাব। ফারুকসিয়রের দূতকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দি।

মুর্শিদ। কিস্ত—

জিন্নৎ। ( পিতার নিকটে গিয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত সঞ্চালন কবিত্তে করিতে ) কিছু ভাববেন না পিতা। জনাবৎ খাঁ, করিম খাঁর মত দক্ষ সেনাপতি আমাদের সহায়—আর তাছাড়া আপনার আহ্বানে বাংলার প্রতিটি মানুষ বেরিয়ে আসবে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

মুর্শিদ। কিস্ত, আচ্ছা তাহলে আমার জামাতা বাবাজীবন স্ফাউ-দিনকে উড়িয়া থেকে আসতে বলি ?

জিন্নৎ। না।

মুর্শিদ। সে কি জিন্নৎ, সে তোমার স্বামী, আমার জামাই। আমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছি, আর ত আমার কেউ নেই। সে তোমার মর্যাদা রাখেনি, বাইজি আর জুরা নিয়ে মস্ত, তাই কি অভিমান করে—

জিন্নৎ। না পিতা, তার এখন উড়িয়া থেকে চলে আসবার প্রয়োজন নেই, সেখানে আলিবর্দী—

মুর্শিদ। ঠিক বলেছিল মা, ঠিক বলেছিল। উড়িয়াতে আলিবর্দীর ওপর দায়িত্ব ফেলে আসাটাও যুক্তিযুক্ত নয়। আলিবর্দীকে আমি ব্রিখাল করি না—বাংলার মলনদের দিকে তার লোভ—তার চোখে,

আমি লালসার দৃষ্টি দেখেছি। যে কোন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সে।

জনাবৎ। কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না জাঁহাপনা যতক্ষণ আমার আর করিম খাঁর দেহে প্রাণ আছে।

মুর্শিদ। তবে তাই হোক, কবিমাবাদের প্রাস্তরে তোমরা প্রস্তুত থাক। এই কে আছিস—পাটনাব দত্ত।

( সন্ধ্যাকাল কাপড়ে আবৃত, মাথায় পাগড়ী দ্বিতের প্রবেশ )

দত্ত। আর কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ? আমার প্রতি আদেশ আছে বাংলায় রাজস্ব নিয়ে যাবার।

মুর্শিদ। দিল্লীর সিংহাসনে না বসে পর্যাস্ত কাউকে হিন্দুস্থানের বাদশা বলে মুর্শিদকুলি খাঁ স্বীকার করেন না।

দত্ত। ( অবস্ফার হাসি ) কে কি স্বীকার করেন না করেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা স্বীকার করি ফারুকসিয়র হিন্দুস্থানের বাদশা, কাজেই রাজস্ব আমরা আদায় করবই।

জনাবৎ। মুর্শিদকুলি খাঁ যদি রাজস্ব না দেন ?

দত্ত। মুর্শিদকুলি খাঁকে গদিচাত করা হবে।

মুর্শিদ। কামবস্ত—

জিন্নৎ। তবে যে পাশও—( ছুরিকা বাহির করিলেন )।

জনাবৎ। ( তরবারি বাহির করিয়া ) আদেশ করুন জনাব—

মুর্শিদ। দত্ত অবধা, তাই আজ তুমি শির নিয়ে ফিরে যেতে পারছ।  
নইলে—

দত্ত। নইলে—(দত্ত তাহার কাল আবরণ ও পাগড়ী খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল সেনাপতি তিমুর বেগের বীর মুর্তি, তরবারি কোষযুক্ত করিয়া)

এই তরবারিই তাকে রক্ষা কবে জনাব। আমি দেখতে এসেছিলাম বাংলার বীরত্ব। ( অবজ্ঞা ভরে ) দেখলাম বাংলা বীরপ্রসবিনী—বাংলার নবাব বুদ্ধ—অর্থক—বাংলাব সেনাপতি চঞ্চলমতি এক বালক—আর বাংলার মন্ত্রী এক নাবী অবলা। বেশ মিলেছে—বালক আর নারী—বাঃ বাঃ ( হাস্ত ) দেখা যাবে জনাব এই বালক আব এই নাবী নিয়ে কেমন কবে গদি বক্ষা কবেন।

[ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য

(করিমাবাদর প্রান্তর, রণক্ষেত্র। বিবি। সময় অপরাহ্ন। সেনাপতি তিমুর বেগের শ্রালক এনায়েৎ খাঁ ও তাহার সহকারী সফদরজং। এনায়েৎ বেঁটে মোটা, তাহার বিশাল ভুঁড়ি তাহার আগে আগে চলে এবং সফদরজং রোগা, লম্বা তাহার একজোড়া গৌরব তাহার মস্তকের তুলনায় বড়। প্রথমে এনায়েৎ খাঁ এবং তাহার পিছনে সফদরজং মৃত্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল।)

এনায়েৎ। সফদরজং—

সফদর। আজ্ঞে হজুর—

এনায়েৎ। আজ্ঞে হজুর। কতদিন ধরে তোকে সহবৎ শেখাব ? আমি হুম মহাবীৰ তিমুর বেগের শালা মহম্মদ আক্রামুল্লা এনায়েৎ খাঁ। আমাকে জাঁহাপনা বলতে পারিস না ? আর কদিন পরেই মুর্শিদকুলি খাঁর গর্দানটা ক্যাচাং করে না কেটে দিয়ে তার মসনদে আমিই বসবো। তখন আমিই হব বাংলার নবাব।

সফদর। আর বে-বে-বেগম হবে কে ?

এনায়েৎ। কেন ? মুর্শিদকুলি খাঁর একটা খুপস্বরং মেয়ে আছে না—তাকে আমার চাই।

সফদর। কিন্তু জাঁহাপনা সে যদি আ-আপনাকে সা-সা-সাদি করতে না চায় ?

এনায়েৎ। কি বলি কামবস্ত ? ( তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত )

সফদর। আজ্ঞে, আ-আ-আমি নই, আমি আপনাকে সা-সা-সাদি করতে চাই না বলিনি। আ-আপনাকে আমার খুব প-প-পছন্দ।

এনায়েৎ। হাঁ তাই বল। আমার মত খুপস্বরং চেহার, আমার

মত নওজোয়ান আর দেখেছিল ? দেখবি ঐ মুর্শিদকুলি খাঁর বেটীটা আমার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ।

সফদর । কিন্তু হজুর সে খবর শুনে সা-সা-সাসারাম থেকে আ-আ-আপনার আর পঁচিশজন বিবি যদি ছুটে আসে ?

এনায়েৎ । কি বলি, তারা যদি আসে ? তবেই তো ভাবিয়ে তুলি । একেই তো এই বিবাট যুদ্ধের ভাবনা ভাবতে আমি রোগী হয়ে গেলুম ।

সফদর । আজ্ঞে হজুর, আপনি ন-ন-নবাব হলে—

এনায়েৎ । চূপ কর কামবক্ত, নবাব হলে কি রকম—নবাব তো আমি হয়েই গেছি । দয়া করে এখন গদিতে বসলেই হ'ল ।

সফদর । আজ্ঞে নবাব সাহেব, আমি তাহলে কি হব ?

এনায়েৎ । কেন তুই আমাব সেনাপতি হবি ।

সফদর । সে-সে-সেনাপতি ? না না সে আমি পাবব না । যুদ্ধ করা—

এনায়েৎ । সে কি রে বেয়াকুফ, যুদ্ধকে তোর এত ভয় ? আরে যুদ্ধ করা খুবই সোজা । সে আমি তোকে শিখিয়ে দোব এখন কেমন করে তিন তুড়িতে যুদ্ধ জয় করতে হয় । শোন, এদিকে আয়—আরও একটু কাছে আয়—

সফদর । আরও ? গ-গ-গর্দানটা নেবেন না তো ?

এনায়েৎ । না না, কাছে আয় তোকে একটা চুপি চুপি কথা বলি । এ যুদ্ধে বাদশা যদি তিমুর বেগকে সেনাপতি না করে আমাকে সেনাপতি করতেন তাহলে আমি বাংলাকে তিন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতুম ।

সফদর । তিন তুড়ি, তিন তুড়ি ( তরবারি নাচাইতে নাচাইতে ) বাঃ বাঃ সে বেশ হত ।

এনায়েৎ । আচ্ছা সফদরজং, তুই সব সময়ে তলোয়ার খুলে হাতে রাখিল কেন ?

সফদর। আজ্ঞে বাদশা—

এনায়েৎ। বাদশা, বাদশা, তা মন্দ বলিসনি, নবাব যখন হয়েই গেছি তখন বাদশা হওয়ার আর বেশী দেবী নেই। দেখ, তোকে আমি সেনাপতি করে দোব।

সফদর। আজ্ঞে হজুর, তা-তা-তার চেয়ে আমাকে বরং উ-উ- উজির করে দেবেন।

এনায়েৎ। বেশ, বেশ, তাই হবে, তোর যখন যুদ্ধের এত ভয়। তা হাঁবে সফদরজং, তুইতো বললি না কেন সব সময়ে তলোয়ার খুলে রাখিস ?

সফদর। আজ্ঞে হজুর এই বা-বা- বাঙ্গালী পল্টনগুলো লোক বড় স্থবিরের নয়—ওরা বড় বে-বে-বেয়াড়া। যদি আমার তলোয়ার কেড়ে নিয়ে থা-আমার গ-গ-গর্দানটা কাটাং করে কেটে নেয় তো আগার সাধের এই গৌ-গৌ-গৌফের কি হবে ?

এনায়েৎ। ( হাসিয়া ) হাঃ, হাঃ, আরে মুখা, গর্দানটা যদি চলে গেল তো গৌফের কি হবে ?

সফদর। তা বটে কিন্তু—

এনায়েৎ। কিন্তু-কিন্তু আর নয়। বড় ক্ষিধে পেয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ বোধ হয় আমাদের বাবুচি কচিমিঞা ভেড়ার কাবাব বানিয়েছে।

( নেপথ্যে কোলাহল—‘ আল্লা হো আকবর’, ‘জয় সোনার বাংলার জয়’, ‘জয় মুর্শিদকুলি খাঁর জয়’ প্রভৃতি নানা রকম আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল )

সফদর। আর গোল্ডের কাবাব ! একেবারে আমাদের না কা-কা-কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দেয়। হজুর গতিক বড় স্থবিধার নয়। ঐ ঐ আবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হজুর এলো বে ! ( সফদরজং এনায়েতের পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং এনায়েৎও

তাহার পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বেগে বাচ্চিখার প্রবেশ)

বাচ্চিখাঁ। হুজুর সর্বনাশ হয়েছে।

সফদর। হ হ-হযেছে? তখনই জানি বা-বা-বাক্সালী প-প-পন্টন বড সাংঘাতিক। কি হবে হুজুর। (পুনরায় লুকাইবার চেষ্টা করিল)

বাচ্চিখাঁ। হুজুর ভীষণ যুদ্ধ—

সফদর। ভী-ভী-ভীষণ। ওরে বাবাবে কোথায় যাব? বিভীষণেব বেটা ভীষণ কি সাজ্জাতিক ঘো-ঘো-ঘোদ্ধারে। হুজুর আ-আমার যে একটা মাত্র বি-বিবি, তাব কি হবে হুজুর?

এনায়েৎ। আরে মুখ্য নিজেকে কি করে বাচবি আগে তাই ভাব, বিবির ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে।

বাচ্চিখাঁ। হুজুর, বাক্সালীরা ভীষণ যুদ্ধ কবছে।

এনায়েৎ। আব আমাদের সৈন্তরা?

বাচ্চিখাঁ। তাদের তো একেক জনকে কচুপাতার মত কেটে কেটে ফেলছে—

সফদর। ক-ক-কচু কাটা। ওবে বাবাবে আমার ত-ত-তলোয়ার—

এনায়েৎ। তোর তলোয়ার হাতে থাকতে তোর আবার ভয় কি? আমার যে আবার হাতিয়ার সঙ্গে নেই।

সফদর। না হুজুর, এই তলোয়ারটাকেই তো ভয়। যদি এটা দিয়েই কচুকাটা করে? তার চেয়ে এটা—

(বেগে জনাবৎ ও তাহার সহকারী কহিল ষাঁর ১৩৩ তরবারি হস্তে প্রবেশ)

জনাবৎ। কোথায় সেই পাখণ্ড, কোথায় সেই পামর? বাক্সালীর বীরত্ব দেখতে চেয়েছিল? শত্রুিত ভীমবেগের উপযুক্ত জবাব দিতে এসেছি। (তাহাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চিখাঁ পলায়ন। করিবখাঁ

সফদরজংকে ধরিয়েছে এবং এনায়েংকে ধরিয়েছে স্বয়ং জনাবং ) ওহে উদরসর্বস্ব মহাপুরুষ, তুমি কে ?

এনায়েং । আমি এনায়েং—

জনাবং । ও তুমিই এনায়েং—সেই স্পদ্ধিত তিম্ব বেগের শালা ?

এনায়েং । দোহাই হজুর, তিম্ব বেগ আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ হয় না হজুর । আমি কারও শালাটাল । নই হজুর—না না আমি আপনার শালা হজুর—আমাকে প্রাণে মাঝবেন না হজুর । ( ভুঁড়ি লইয়া তাহার পদপ্রান্তে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল )

করিম । ( সফদরজংকে ) তুই বেটা কেবের ?

সফদর । আজ্ঞে—আ-আ-আমি—

করিম । আজ্ঞে আমি, আরে বেটা তোর নাম কি তাই বল না !

সফদর । আজ্ঞে আজ্ঞে—( কাঁপিতে কাঁপিতে ) তলোয়ার ।

করিম । দূর গাথা, তলোয়ার আবার নাম হয় নাকি ?

সফদর । আজ্ঞে আজ্ঞে এই ত-ত-তলোয়ার হজুর ! ( তাহার ঘাড়ে এক বন্দা মারিতে সে তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া হাউ মাউ করিয়া করিমখাঁর পদপ্রান্তে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল )

জনাবং । এই সব বীরপুরুষ এসেছে বাংলা জয় করতে ! নাঃ এদের ছেড়ে দাও । ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ বাঙালী করে না । চলো কোথায় সেই বর্কর তাতার তিম্ব বেগ, তার ছিন্নমুণ্ড আমার চাই-ই চাই ।

( জনাবং ও করিম খাঁর প্রস্থান )



## ষষ্ঠ দৃশ্য

( লাল কেনার দেওয়ানী আমার দরবার। ময়ূরসিংহাসনে সম্রাট জাহান্নার শা উপবিষ্ট। উত্তর, আমির ও ওমরাহরা যথাগানে উপবিষ্ট। তথাপি বহু ওমরাহ অসংস্থিত ]

জাহান্নার। বহুকাল পবে আমি দরবারে এসে বিন্মিত হচ্ছি, কারন বহু আমির ওমরাহকেই অসংস্থিত দেখছি। এর কারণ কি? ( বকত্-খাঁকে ) আপনি এব কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেন বকত্-খাঁ?

বকত্। ( স্বগতঃ ) সৰ্কনাশ, বেছে বেছে আমাকেই জিজ্ঞেস কবে কেন? তবে কি সব জানতে পেরেছে নাকি? নৰ্ত্তকীমহল থেকে হঠাৎ আজ দরবারেই বা এল কেন?

শা-আলম। মহামাণ্ড ওমবাহ হয়ত ঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না জাহাপনা। কিন্তু আমি এব উত্তর জানি।

জাহান্নার। বলো, তুমি বলো কবি।

শা-আলম। প্রদীপ যখন নিভে আসে তখন বুঝতে হবে তৈলের অভাব হয়েছে—আর তৈলের অভাব হলেই গৃহস্থকে তৈলের সন্ধানে ঘুরতে হবে।

জাহান্নার। বাঃ বাঃ বেশ বলেছ শা আলম, এতো কবির মতোই কথা। তবে কিনা আমাদের মত এই ছুনিয়ার বাসিন্দারা ঠিক তোমার হেঁয়ালীভণা কথা বুঝতে পারে না।

বকত্। ( স্বগতঃ ) আঃ ভাগো বুঝতে পারে নি। না হলে সৰ্কনাশ হয়েছিল আর কি। ব্যাটা কবিকে আমি দেখে নেব।

শা-আলম। জাহাপনা প্রদীপের কার্য হল অন্ধকার দূর করা—এটা ঠিক বোঝা যায়।

জাহান্দার। ইয়া তা বোঝা আর শক্ত কি ?

শা-আলম। কিন্তু জাহাপনা, প্রদীপের ঠিক নীচেই সর্বাধিক অন্ধকার।

( উজির বৃদ্ধ জুলফিকার খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইলেন )

জুলফিকার। জাহাপনা, প্রকাশ্য দরবার রহস্তের যোগ্য স্থান নয়। অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।

জাহান্দার। বলুন উজির সাহেব, কি করতে হবে ?

জুলফিকার। ( নিম্নস্বরে ) এই যুহুর্তে দরবারকে জানিয়ে দিন যে হারেমে থাকলেও একটা দিনও আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন না। সাম্রাজ্যের সমস্ত খবরই আপনি রাখেন এবং সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হলে নিষ্পত্তি ও কঠোর হতেও আশনি পারেন। আপনার প্রতি বিশ্বাসের অভাবে ওয়রাহদের মন এখন দোহুলামান। ওদের পূর্বেকার সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য এটুকু করতেই হবে আপনাকে।

জাহান্দার। বেশ তাই হবে। ( উচ্চস্বরে ) আমি জাহান্দার শা, আল্লার প্রতিনিধি। আমার মধ্যে রয়েছে তৈমুর আব চেঙ্গিসের রক্ত। মোঘল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত ষড়্ প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হুব না। আবার প্রয়োজন হলে শয়তানের মত নিষ্ঠুর হব। আজ আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে হারেমে বাস করলেও সাম্রাজ্যের সর্বদিকেই আমার দৃষ্টি ছিল। বিজ্রোহীকে ধ্বংস ও নির্ভরকারী প্রজাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। আর সে দায়িত্ব ন্যায্য হস্তেই গ্রহণ করেছে বাদশা জাহান্দার শা, আশা করি এ বিশ্বাস আপনাদের আছে। ( বাদশা আসনগ্রহণ করিলে জুলফিকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন )

জুলফিকার। সম্রাটের বাণীকে আমরা অক্ষাঘাত শিরে গ্রহণ

করলাম। এইবার দরবারের কার্য আরম্ভ করা যাক। আমীর ওমরাহগণ, আপনাবা আপনাদের বিচার্য বিষয় দব্বারে উপস্থিত করুন। মহামাণ্ড বাদশা যোগ্য বিচার করবেন।

শা-আলম। ( আপন মনে ) কে বিচার করবে, কার বিচার করবে ? (নেপথ্যে ঘোষক ঘোষণা কবিল—‘বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলিখাঁর দূত হাজির।’ জুলফিকার বাদশার দিকে তাকাইলে বাদশা মস্তক সঞ্চালন করিয়া অন্তিমোদন করিলেন।)

জুলফিকার। দূতকে পাঠিয়ে দে (মুর্শিদকুলিখাঁর দূত করিম খাঁ প্রবেশ কবিয়া কুর্নিশ করিয়া উজ্জিবের হস্তে পত্র প্রদান করিল।)

জাহান্দার। কি সংবাদ ?

জুলফিকার। ফারুকসিয়র আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন সম্রাট। তিনি নিজেব নামে খুত্বা পাঠ করেছেন। বাংলা আক্রমণ করেছিলেন রাজস্বের জন্য।

জাহান্দার। তারপর ?

জুলফিকার। কবিমাবাদের প্রাস্তরে তাঁর সৈন্তবাহিনী পরাজিত হয়েছে বাংলায় সৈন্তের নিকট।

জাহান্দার। তাৎপর্য ?

জুলফিকার। বাংলায় সুবেদার সন্দেহ করেন যে ফারুকসিয়র পুনরায় বাংলা আক্রমণ করবেন প্রচণ্ড বিক্রমে। তাই সম্রাটের নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

জাহান্দার। নিশ্চয়ই সাহায্য পাবেন। বাংলা আক্রমণ করবার দ্বিতীয় সুযোগ সেই কামবক্ত পাবে না। তার পূর্বেই আমরা পাটনা আক্রমণ করবো।

শা-আলম। একা বামে রক্ষা নাই তার স্ত্রীই দোসর।

জাহান্দার। কি বা তা আওড়াচ্ছ কবি ?

শা-আলম। আজ্ঞে জাঁহাপনা ও হিন্দুর কিতাবের একটা বয়েৎ।

জুলফিকার। সৈয়দ ভায়েরা, আবহুজা আর হুসেন খাঁ ফারুকসিয়রের পক্ষে যোগ দিয়েছেন—এ বিদ্রোহের মূলে তাঁরাই।

জাহান্দার। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) সভাসদগণ! মোঘল সাম্রাজ্যের বল ভরসা সবই আপনারা। আপনি জুলফিকার খাঁ, মিরজুমলা, বহমৎউল্লা,—আপনারা মোঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ। মহামতি আকবরশাহেব মত আমিও হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান ব্যবহার করে এসেছি। দিনের পর দিন হারেমে নৃত্যগীতে মশগুল হয়ে যদি অপরাধ করে থাকি তা মিলিত হিন্দু মুসলমানের কাছেই করেছি। তাই আমার বিশ্বাস আপনারা নিশ্চয়ই আমার বিপক্ষাচরণ করবেন না। এইমাত্র সংবাদ পেলাম পূর্কদিকে বিদ্রোহ হয়েছে। হুম্মনেরা মোঘল শক্তি অস্বীকার করবাব চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা জানে না যে হিন্দুস্থানে মোঘল শক্তি কত দুর্নিবার—গুধু হিন্দুস্থান নয়, সমগ্র দুনিয়া মোঘল ইচ্ছা করলে পদানত করে রাখতে পারে! আপনারদের অহুমতি নিয়ে আমি সম্রাট জাহান্দার শা এই মুহূর্তে ঘোষণা করছি যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হবে, তাদের শাস্তি বিধান করা হবে। তারা জাহুক যে জাহান্দার শা প্রেমিক কিন্তু সে সম্রাট।

(অহুমদের ভক্তিতে দরবারস্থ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিল। কেবল দূত করিম খাঁ দাঁড়াইয়া রহিল।)

জুলফিকার। (করিমকে) আপনার এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?

করিম। সম্রাটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলব এক্ষণে স্পর্ধা। আমার নেই। তবে—

জুলফিকার। বলুন কি বলতে চান।

করিম। আমার আরও একটা সংবাদ জানাবার আছে সম্রাট।

জাহান্দার। নির্ভয়ে বল বাংলার দূত!

করিম। আমি দিল্লী আসবার পথে দেখেছি একদল ওমরাহ দিল্লী ছেড়ে পাটনার পথে চলেছেন বোধহয় ফারুকসিয়রের সঙ্গে যোগদান করতে। তাঁরা যে বাদশাহ হিতাকাজ্ঞী নয় তা বেশ বোঝা যায়। আমার অনুরোধ সম্রাট আর কালবিলম্ব না করে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ( সম্রাট ও উজিরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল। )

বকত্। (স্বগতঃ) সর্বনাশ! এইবার ধনেপুত্রে মারা গেলাম।

জাহান্দার। ( উঠিয়া ) বন্ধুগণ, আমাব হিন্দু মুসলমান ভাইগণ। আজ দিল্লীর বাদশা বাংলার দূতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তার এই মূল্যবান সংবাদের জন্য (দূতের কুর্নিশ)। আমি স্থির করলাম যে পাটনার বিরুদ্ধে আমি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করবো—বিরোধকে সম্মুখীন করতে আমাকে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। তারা দেখুক জাহান্দার শা শুধু কোমল নন, প্রয়োজন হলে তিনি বজ্রের মত কঠোর হতে পাবেন। আর আপনারা চিরকাল আমাকে সাহায্য করে এসেছেন। তাই আপনারাও এই অভিযানে আমাব সঙ্গী হবেন। উজীর সাহেব, আজকের মত দরবার ভঙ্গ হোক।

(শা আলম ও জাহান্দার শা হাড়া সকলে এসে ন করিলে জাহান্দার শা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া )

জাহান্দার। সকলে চলে গেল, তুমি তো গেলে না বন্ধু ?

শা আলম। আমার যাবার সময় এখনও হয়নি জানাব।

জাহান্দার। সে কি কবি, তুমি কি আমাকে এমনি করে সকল

স্থানে সব সময়ে ঘিরে থাকবে! তুমি কি আমাকে কখনও ত্যাগ করে যাবে না?

শা-আলম। আমরা হলাম কবি—ভ্রমরের জাত জনাব। যেখানে মধু সেখানেই আমরা থাকি। আজ তক্তে তাউসে আপনি আছেন তাই আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি—আপনার গুণগান করি। আবার যখন মসনদে অল্প কোন শাহাজাদা আসবে—আপনার নিমক ভুলে গিয়ে আপনাকে বেমালুম ভুলে যাব। কবিকে বিশ্বাস করবেন না জনাব, তাহলে ঠকবেন।

জাহান্দার। মানুষকে বিশ্বাস করেই ঠকেছি। আজ না হয় কবিকে বিশ্বাস করেও ঠকবো।

শা-আলম। ঠিক বলেছেন জনাব। খোদাতালাব শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আর একটা নিকৃষ্ট জীব সাপ। কিন্তু মানুষ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, ছলনার আশ্রয়ে ক্রুর হয়ে ওঠে তখন সাপে আর মানুষের মধ্যে কিছুই তফাৎ থাকে না—এ কথাটাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি জাঁহাপনা।

জাহান্দার। বন্ধু, তুমি তো জান লালবাই আমাকে জোর করে দর-বাবে পাঠিয়ে দিলে। তাই আজ এতকাল পরে দরবারে এসে বুঝতে পাবলাম যে বাকুদের স্তূপের উপর আমি বসে আছি, এ ময়ূরসিংহাসন নয়—কণ্টকাসন। এসো বন্ধু, যুদ্ধযাত্রা করার আগে তোমার মত আমার অকৃত্রিম স্বজ্ঞকে একবার আলিঙ্গন করে নিই। হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা। (আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান)

শা-আলম। খোদা তোমায় সেলাম। বেহেস্ত থেকে এমন একটা মহৎ প্রাণ পাঠিয়েছিলে এই ছনিয়ায়! হায় রে ছনিয়া, তবু একে চিনতে পারলি না।

“হৃদয়ে আজ দেখছি তোমার ওগো পরাণ প্রিয়  
 জীবনমরণ মিলনভূমে দেখছি তোমার হাসি,  
 আমার মাটির দেহ তোমার ওষ্ঠে তুলে নিও  
 নিপুণ করে বাজিও তাহে হাজার সুরের বাঁশী ।  
 মৃত্যু যেদিন ডাকবে এসে ওগো জীবন-স্বামী  
 গানের ফুলে ফুটিয়ে দিয়ে গোপন প্রেমের ভাষা—  
 শেষের কুটার বাঁধবো গিয়ে তোমার দ্বারেই আমি  
 ধন্য হবে অঙ্গে মেখে তোমার ভালবাসা ।”

## সপ্তম দৃশ্য

(পাটিনার কানকসিংঘের মন্ত্রীকক। প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। কেবল তাঁদের আলোর পরিবর্তে অমাবস্তার অন্ধকার বাহিরে। বিছাৎ চমকাইতে ছ। বড়ললের পূর্বসংকল্প। মন্ত্রীককে প্রধান উল্লির অ বহুস্তা, প্রধান সেনাপতি হুসন ও সহকারী ইব্রাহিম খাঁর সহিত অরং কানকসিংঘ।)

হুসেন। সম্রাটকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

ফারুক। হ্যাঁ খাঁ সাহেব। বাংলার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না।

হুসেন। ভয়ের কিছুই নেই সম্রাট। মুর্শিদকুলি খাঁ নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

ফারুক। কেন?

হুসেন। তিনি প্রকৃত মুসলমান। জাহান্দার শাহ হিন্দুনারীর প্রেমে মশগুল তা কখনই তিনি সহ্য করতে পারবেন না। কাকেরকে কখনও তিনি ক্ষমা করেন না।

ফারুক। কিন্তু তিনি আমার পিতৃশত্রু ছিলেন। কাজেই আমার পক্ষাবলম্বন নীও করতে পারেন।

আবদুল্লা। তাতেই বা ভাববার কি আছে জনাব, রসিদ খাঁ আর তিমুর বেগ তো শুধু হাতে ঝাটনি।

ফারুক। কিন্তু আমি জানি মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে এক বিরাট শিক্ষিত সৈন্ত-বাহিনী আছে যার সাহায্যে তিনি স্বাধীন নবাবীর স্বপ্ন দেখেন।

আবদুল্লা। আমার কিন্তু মনে হয় না সম্রাট, যে তিনি আমাদের



বিরুদ্ধাচরণ করবেন। আপনার পক্ষে আমার এলাহাবাদী ফৌজ রয়েছে, আর তাছাড়া হুসেন খাঁ আর ইব্রাহিম খাঁর বণনীতিব কথা তাঁর অবিদিত নয়।

হুসেন। যদি তিমুর বেগ আর রসিদ খাঁ ব্যর্থও হন, রয়েছেন ইব্রাহিম খাঁ আর এই বান্দা। কেমন হে খাঁ সাহেব?

ইব্রাহিম। নিশ্চয়ই। বাদশাহ হুকুম তামিল করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

আবদুল্লা। তাছাড়া বাংলা এখন প্রস্তুত নয়। দিল্লী অধিকার করার প্রস্তুতি এখন প্রধান। দিল্লী একবার হাতে পেলে তখন বাংলা বহুদূর থাকবে না জাঁহাপনা।

( নেপথ্যে ঘোষক ঘোষণা করিল—‘সেনাপতি তিমুর বেগ।’ তিমুর বেগ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কেশ ও বেশবাস অবিগম্য। )

আবদুল্লা। বাংলার খবর কি?

তিমুর। ভাল নয় জনাব।

হুসেন। মুর্শিদকুলি খাঁ কি রাজস্ব দিতে প্রস্তুত নন?

তিমুর। না জনাব। তিনি বলেন দিল্লীর মসনদে যিনি বসেন নি তিনি বাদশা নন, কাজেই তাকে রাজস্ব দেবার প্রস্তুতি ওঠে না।

হুসেন। রাজস্ব না দিলে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের কথা বলেছিলাম তার কি করেছে?

( তিমুর বেগ নীরব, মস্তক আরও অবনত )

আবদুল্লা। কৈ উত্তর দাও।

তিমুর। মুর্শিদাবাদে আমরা যেতে পারিনি জনাব। করিমাবাদের প্রাস্তরেই তিনি আমাদের বাধা দেন।

হুসেন। তারপর?

তিমুর। আমরা পরাজিত।

( ফারুকসিয়র চঞ্চল হইয়া পদচারণা করিতে লাগিল )

হসেন। আপনি উত্তেজিত হবেন না জাঁহাপনা।

( ফারুক পুনরায় আসন গ্রহণ করিল )

আবদুল্লা। রসিদ খাঁ কোথায় ?

তিমুর। তিনি নিহত।

হসেন। খামোশ। এত দূর। যুদ্ধবিজ্ঞাবিশারদ বলে তুমি না গৰ্ব্ব কবতে ? এই কি তার পরিণাম ?

আবদুল্লা। তোমাব সহকাৰী রসিদ খাঁকে নিহত দেখেও তুমি শূণ্যের মত পালিয়ে আসতে পাবলে ?

হসেন। বাংলার নবাবকে পরাজিত করা দূরে থাকুক তার সামান্য সৈন্যের কাছে লাজিত হয়ে ফিরে আসতে পারলে ? নগণ্য দুৰ্বল বাঙ্গালীর কাছে—

তিমুর। ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা। এতদিন আমারও সন্দেহ ছিল—শত্ৰুকে চিরদিন অবজ্ঞাই কবে এসেছি। সমগ্র ভারতে আমার সমকক্ষ বীর কাউকেই ভাবতাম না। এই অসিমান্ত সহায় করে স্বদূর তাতার হতে ঝঞ্ঝাট মত ধেয়ে এসেছি হিন্দুস্থানে। পথের মাঝে কোন শক্তিই আমার দুৰ্জীর গতি বোধ করতে পারে নি। আমার অশ্বপদতলে নিশ্চেষ্ট হয়েচে কতশত শত্রুশির। বিদ্রোহের মত চমকে আমার অসি দ্বিগুণিত করেছে বহু রাজমন্তক। আমার এই দুৰ্জীর গতি প্রথম বাধা পেলে বাংলায়—যে বাংলাকে আমি চিরদিন দুৰ্বল মনে করে এসেছি—যে বাঙ্গালীকে আমি ভীৰু কাপুরুষ বলে ঘৃণা করেছি—যে বাংলার শাসনকর্তা একজন বুদ্ধ স্ববির—যে বাংলার সেনাপতি একজন কিশোর বালক—যে বাংলার মন্ত্রী একজন অবলা নারী। সেই বাংলার কাছেই আমি পেলাম আমার চরম লাজনা। আমার গোস্তাকি হাপ্ করবেন

জাঁহাপনা। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি সত্য। যুদ্ধে সহকারীকে নিহত হতে দেখেছি সত্য। কিন্তু জাঁহাপনা! তিমুর বেগ ভীক নয়— তিমুর বেগ—কাপুরুষ নয়! দেখুন জাঁহাপনা! প্রতি অঙ্ক আজ আমার সাক্ষা দেবে আমার সেই লাঞ্ছনার। আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো—বাঙ্গালী একটা জাত বটে। মহামাণ্ড উজির সাহেব! তিমুর বেগ যুদ্ধ করতে জানে কিন্তু সে আজ পরাজিত। (দুঃখে ক্ষোভে তাহার স্বর বন্ধ হইল। ফারুক পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে গেলে)

হসেন। বহ্নন সম্রাট্!

ফারুক। তাহলে এবার কি করা যায়?

আবদুল্লা। হতাশ হয়ে পড়লে তো চলবে না সম্রাট্। আবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফারুক। কি আর ব্যবস্থা করবেন? আমি এবার নিজেই মূর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হব পিতৃশত্রুকে বধ করতে। আর তার সঙ্গে আমি নিজে দেখতে চাই এই বাঙ্গালী জাতটাকে। কোন শক্তি বলে তারা মহাবীর তিমুর বেগকে পরাজিত করে, কোন মায়া বলে আমার অজ্ঞেয় সৈন্য পরাজিত হয় বাঙ্গালী সেনানীর কাছে।

আবদুল্লা। ওকে শাস্তি দিতে হবে ঠিকই কিন্তু তাই বলে সম্রাটের নিজের ষাবার প্রয়োজন নেই। এখনও বান্দারা বেঁচে রয়েছে জাঁহাপনার হুকুম তামিল করবার জ্ঞ।

ফারুক। কিন্তু আমি নিজে হাতে ওকে শাস্তি দিতে চাই।

আবদুল্লা। সম্রাটের যোগ্য কাজই বটে। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে দিল্লীর ডাক আসতে পারে, তার জ্ঞ আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

হসেন। মূর্শিদকুলি খাঁকে শাস্তি দেবার জ্ঞ আমরা অগ্ন ব্যবস্থা করছি জাঁহাপনা।

ফারুক। বলুন।

হসেন। ইব্রাহিম খাঁ অভিজ্ঞ সেনাপতি, ওঁকেই বাংলার পাঠান থাক।

ইব্রাহিম। ( কুর্নিশ করিয়া ) জাঁহাপনা, আপনার জন্ত আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তিমুর। জাঁহাপনা, ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে আমাকেও রণক্ষেত্রে যাবার আর একটা সুযোগ দিন যাতে অন্ততঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও প্রমাণ কবতে পারি যে তিমুর বেগ ভীক নয়, তিমুর বেগ কাপুরুষ নয়।

ফারুক। মুর্শিদকুলি খাঁকে শাস্তি দিতে পারবেন ইব্রাহিম খাঁ?

ইব্রাহিম। খোদা জানেন। তবে আপনাকে আমি কথা দিতে পারি, হয় বাংলার রাজস্ব না হয় মুর্শিদকুলি খাঁর শির আমি আপনাকে উপহার দেব।

ফারুক। বেশ তবে তাই হোক। বাংলা অভিযানে এবার আপনাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। তিমুর বেগও আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি এই মুহূর্তে বাংলার দিকে অগ্রসর হউন। মুর্শিদকুলি খাঁও ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হবে।

( ইব্রাহিম ও তিমুর বেগ কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান করিল )

হসেন। এইবার আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জনাব।

( নেপথ্যে ঘোষক ঘোষণা করিল—“দিল্লীর দূত।” দূত প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল )

আবদুল্লা। কি সংবাদ দূত?

( দূত একখানি পত্র প্রদান করিল। আবদুল্লা উহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিল। )

ফারুক। কি সংবাদ উজির সাহেব?

আবদুল্লা। সংবাদ খুবই খারাপ জনাব। আমাদের সমর্থক একদল

ওমরাহ যখন দিল্লী ত্যাগ করে পাটনার পথে আসছিলেন তাঁদের পথে আটক করেছেন জাহান্দার শাহ। বকত্ খাঁ জানিয়েছেন যে সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে।

ফারুক। তাহলে কি হবে ?

হুসেন। ভয় পাবেন না জাঁহাপনা। আমরা হুভাই যখন আপনার পক্ষে আছি জয় আপনার সুনিশ্চিত।

আবদুল্লা। এই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে দিল্লী যাত্রা করতে হবে।

ফারুক। তাহলে বাংলার ব্যবস্থা কি হবে ?

হুসেন। আপাততঃ বাংলার আশা ত্যাগ করতে হবে।

আবদুল্লা। আরও বড় প্রয়োজন আমাদের দিল্লীতে।

ফারুক। তাহলে কি করব আমরা ?

হুসেন। এই মুহূর্তে ইব্রাহিমকে পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আমাদের দিল্লী অভিযান করতে হবে।

ফারুক। বেশ, তবে সেই ব্যবস্থাই করুন। আর আমাদের সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই।

( কুনিশ করিয়া দুই ভারের প্রস্থান )

(ফারুকসিয়র বাহিরের অঙ্ককারের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিদ্রোহ আরও বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-জল আরম্ভ হইল। নানা রকম আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।)

দীর্ঘে দীর্ঘে ফারুক উরিসার প্রবেশ

উরিসা। এ শুধু জাহান্দার শাহ বিরুদ্ধে ফারুকসিয়রের অভিযান নয়—দুর্কলের বিরুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিযান।

ফারুক। কে ? ফারুক উল্লিসা তুমি ?

উল্লিসা। হ্যাঁ জাহাপনা আমি। কি দেখছেন ?

ফারুক। দেখছি কি দুর্যোগপূর্ণ রাত।

উল্লিসা। বাইরে ভিতরে আজ দুর্যোগ। এ দুর্যোগ হিন্দু-  
স্থানেব ভাগ্যাকাশে নয়—আমার হৃদয়েও। আর কি ভাবছেন  
জনাব ?

ফারুক। ভাবছি / কেমন কবে সফল হবে ? বাংলার অভিশান  
বার্ষ হবেছে। দিল্লীর চক্রান্ত ধরা পড়েছে। তাই এবার হয় এম্পাব  
নয় ওম্পাব—হয় দিল্লীর মসনদ, না হয় মৃত্যু।

উল্লিসা। আপনি এসব ত্যাগ ককন জনাব। চলুন আমবা জাহা-  
ন্দার শার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাতে আমাদের অপমান হবে না,  
তিনি আপনাব পিতৃব্য—আপনাকে স্নেহ কবেন।

ফারুক। অসম্ভব। পিতৃহন্তার কাছে ক্ষমা ? অসম্ভব। যা  
হবার তা হয়েছে। ভুল হলো এই ভুল নিয়েই চলতে হবে—তাছাড়া  
আব অগ্ন কোন উপায় নেই। কিন্তু তোমার হৃদয়ে কেন দুর্যোগ তা  
তো বুঝতে পাবলাম না। আমি দিল্লীর তক্তে তাউসে বসি তা কি  
তুমি চাও না ?

উল্লিসা। আচ্ছা জনাব, জাহান্দার শাকে আপনাবা ঘৃণা করেন  
ওধু সে লালকুমারীকে ভালবাসে বলে তো ?

ফারুক। সে চরিত্রহীন, সে লম্পট—

উল্লিসা। চরিত্রহীন ? ভালবাসাটা কি চরিত্রহীনতার চিহ্ন ?

ফারুক। বিধর্মীর প্রতি আসক্ত হওয়া অগ্নায়—অমার্জনীয়।

উল্লিসা। প্রেমের কি কোন ধর্ম আছে জনাব ?

ফারুক। তাছাড়া জাহান্দার শার এটা যদি প্রেম হত তাহলেও  
অগ্ন কথা হ'ত। লালকুমারীকে তিনি বেগমের মর্যাদা দেননি, ওধু

ভোগের সামগ্রী করে রেখেছেন। স্বরা ও নারীর বশবর্তী হওয়া মোঘল বাদশার উচিত নয়।

উন্নিসা। আচ্ছা জনাব, আপনি যদি সিংহাসনে বসেন, আমার সঙ্গে কি কোন সংশ্রবই রাখবেন না ?

ফারুক। সে কি কথা ? তুমি আমার বেগম, কোরাণ সাক্ষী করে তোমাকে বিবাহ করেছি।

উন্নিসা। আপনি যদি কখনও দিনের পর দিন আমার সঙ্গে হারেমে কাটান ?

ফারুক। নিশ্চয়ই কাটাব, তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি।

উন্নিসা। তখন যদি ওমরাহরা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপনাকে স্ত্রৈণ বলে ? যদি সেই কারণে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায় ?

ফারুক। এই দুটো বাহুই তার প্রতিবিধান করবে উন্নিসা।

উন্নিসা। তাহলে বলুন প্রেম অপ্রেমের কথা এখানে অবাস্তব। বাহুবলই মূলকথা। জাহান্দার শার অগ্নায়টা লালকুমারীর প্রতি ভালবাসা নয়—দুর্বলতা। কাজ নেই জনাব ! কিসের আমাদের অভাব ? আমাদের এই নীড় ভেঙ্গে দেবেন না জনাব।

ফারুক। দিল্লীর মসনদে বসলেই আমাদের প্রেমে ভাঁটা পড়বে একথা ভাবছ কেন ?

উন্নিসা। একথা ভুলবেন না জনাব, দিল্লীর তক্তে তাউসে বসলে জীবনকে, প্রেমকে উপভোগ করবার সময় থাকবে না। বাঁচবার জন্য তখন শুধু রাজনীতির মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে। তখন—

ফারুক। ( তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া )  
তখনও তুমি তুমিই থাকবে উন্নিসা।

উন্নিসা। তবু, তবু আমার বড় ভয় করে জনাব।

ফারুক। কোন ভয় নেই তোমার উন্নিসা যতক্ষণ আমি আছি।  
আব তাছাড়া এবারে যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যস্বাবী।

প্রস্থান

উন্নিসা। যুদ্ধ জয়ই তো আমার ভয়। সাম্রাজ্য যে প্রেমকে দূরে  
সবিয়ে দেবে স্বামী।

“মৃত্যু যেদিন নিদান কালে আসবে নিতে মোরে।

তোমার সাথে মিলন আশায় রাখবো হৃদয় ভরে।”

---



## অষ্টম দৃশ্য

[ লালকুমার নর্তকীমহল । সময় সন্ধ্যা । লালকুমারী গান গাহিতেছে । ]

### গান

লালকুমারী ।

পিথা বিন রত্না ন জাগি  
তনমন মেরো পিরা পর বার  
বারবার বলি জাগি ।  
নিখদিন জেঁউ বাট শিরাকো  
কব্জের মিলাগে আগি ।  
মীরাকে প্রভু আস তুমারী,  
লাজ্যো কঠে লগাঈ ।

( লালকুমারী গান গাহিতে গাহিতে রূপবিন্যাসে মন দিয়াছিল ।  
তাহার যৌবনপুষ্ট দেহটিকে প্রস্ফুটিত গোলাপের চেয়ে সুন্দর করিয়া  
সজ্জিত করিতেছিল । এমন সময় দর্পণে জাহান্দার শার মূর্তি ভাসিয়া  
উঠিল । বাদশার চোখে আজ আর লালসাব দৃষ্টি নাই—আছে এক  
বিষাদমাখা করুণাঘন দৃষ্টি )

জাহান্দাব । বাঃ লাল, চমৎকার !

লাল । কি চমৎকার সম্রাট ? আমার সৌন্দর্য্য না আমার গান ?

জাহান্দার । দুইই পিয়ারী । আমি মুসলমান—আলমগীরের বক্ত  
আমার মধ্যে প্রবাহিত । তবু তোমার মুখে এই হিন্দু গান আমার বড়  
ভাল লাগে । এই গানের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া  
যায় ।

লাল । আমার ওপর কি রাগ করেছেন জাহাপনা ?

জাহান্দার। কেন ?

লাল। আপনাকে আমি জোর করে দরবারে পাঠিয়েছি বলে ?

জাহান্দার। না লাল, আমি তোমার উপর সন্তুষ্টই হয়েছি। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। দেহস্থলের মধ্যে আমাকে ভুলিয়ে রাখলেই বরং অগ্নায় করতে। সেখানেই তুমি বাদীজীর পরিচয় দিতে ; আর এখন তুমি প্রেয়সীর কাজ করেছ।

লাল। সত্ৰাট—

জাহান্দার। ই্যা প্রেয়সী, উপযুক্ত মুহূর্তেই তুমি আমার চেতনা ফুটিয়ে তুলেছ। এরপর দরবারে না গেলে খুবই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। রাজকাৰ্য্যে অবহেলা—আমার খুবই অগ্নায় হয়েছিল। আমার অল্পপাশ্চিতিতে দেশ অরাজক হতে চলেছিল। চারিদিকে বিদ্রোহের সূচনা দেখা গেছে।

লাল। বিদ্রোহ ?

জাহান্দার। ভয় পেও না লালকুমারী। আমি নিজে যাব—বিদ্রোহী-দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব। তাদের দেখিয়ে দিতে চাই যে জাহান্দার শা প্রেমিক হলেও তুর্কি, আর মোঘল রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত। জাহান্দার শা সত্ৰাট—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সে জানে। এমন শাস্তি আমি ওদের দেব যে শয়তানও কল্পনা করতে শিউরে উঠবে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক প্রেমিক জাহান্দার শা—নারী-বিলাসী জাহান্দার শার মধ্যে এক নতুন রূপ দেখতে পাবে।

লাল। আজ গর্বে আমার বুক ভরে উঠছে জাঁহাপনা।

জাহান্দার। লাল—

লাল। আদেশ ককন সত্ৰাট !

জাহান্দার। তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে কয়েকদিন লাল।

লাল। কেন খোদাবন্দ ?

জাহান্দার। আমি যে নিজে যুদ্ধে যাব।

লাল। দূরে গেলেই কি ছেড়ে যাওয়া হয়? দূরই যে আরও নিকট করে। দেহের সান্নিধ্যের চেয়ে আকাজক্ষার পাওয়াই যে বড় জাঁহাপনা। আমি কি আপনার আকাজক্ষার জগৎ থেকে দূরে চলে যাব?

জাহান্দার। না লাল, তুমি আমার আজন্ম মানস-সঙ্গিনী।

লাল। তবে দূরে যেতে ভয় কেন? জেনে রাখুন সম্রাট লালকুমারী নর্তকী হলেও নারী। আপনি তাকে জগতের ঐশ্বর্য সম্পদ দিয়েছেন— সে সম্পদ ভালবাসা। সে ভালবাসার মর্যাদা দিতে সেও জানে। নিকটে দূরে, জীবনে মরণে, লালকুমারী চিরদিনই আপনার কাছে থাকবে।

জাহান্দার। ( লালকুমারীকে আলিঙ্গন করিয়া ) আজ আর আমার ভয় নেই লাল—মৃত্যুতেও আমার ভয় নেই। সামান্য তরবারিতে আমার কিসের ভয়?

কবি শা-আলমের প্রবেশ

শা-আলম। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা, তরবারিতে আপনার কিসের ভয়?

“স্বায়র করনা হ্যায় তো চমন কি কর

বাজার মে ক্যায় রাখ্যা হ্যায়।

কতল করনা হ্যায় তো আখসে কর

তলোয়ার মে ক্যায় রাখ্যা হ্যায়।

জাহান্দার। তুমি এ অসময়ে কেন কবি?

শা-আলম। অসময় নয় জাঁহাপনা, আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

জাহান্দার। বেশ! কাল প্রাতেই আমি যুদ্ধযাত্রা করছি। এস বন্ধু, আমায় বিদায় দাও।

শা-আলম। যুদ্ধ আর কার সঙ্গে করবেন জনাব? ফারুকসির, আবদুল্লা আর হুসেন আলীর সাহায্যে আপনার প্রাসাদ দুর্গ অবরোধ করেছে।

লাল। কি বলছ তুমি, কবি? তাহলে সম্রাটের দেহরক্ষীরা আর আমার খোজা গ্রহরীয়া—

শা-আলম। তারা সকলেই বন্দী। জাঁহাপনা, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে বেশ ও স্থান পরিবর্তন করবার জন্ত। এই সুন্দরী নর্তকী লালকুমারীর সঙ্গে আমাকে রেখে আপনি এই মুহূর্তে আমার বেশ গ্রহণ করে এই প্রাসাদ ত্যাগ করুন জনাব। রাতের অন্ধকারে কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না। আপনি অযোধ্যার পথে যাত্রা করুন। অযোধ্যার নবাব নিশ্চয়ই আপনাকে আশ্রয় দেবেন।

জাহান্দার। কি বলছ তুমি কবি? আমি এভাবে চলে গেলে হয়তো আমি বাঁচবো কিন্তু তোমার কি অবস্থা হবে?

শা-আলম। কেন জনাব! এই বিবির নাচগানে আমি মশগুল হয়ে থাকব। কি বিবি আমাকে পেয়ার করবে না?

জাহান্দার। বুঝেছি! তুমি আমার জন্ত প্রাণ দিতে চাও। না, তা হয় না বন্ধু। আমি সম্রাট জাহান্দার শা, এখনও তাকে তাউসের অধিকারী, আমি কবি আর নর্তকীর সাহায্যে পালিয়ে যাব।

[মৃত্ত গরবারি হস্তে ফারুকসির, আবদুল্লা ও হুসেন আলীর প্রবেশ।]

আবদুল্লা। আর পালিয়ে যেতে হবে না ভূতপূর্ব সম্রাট জাহান্দার শা!

ফারুক। কোথায় সেই কাফের—আমার পিতৃহত্যা?

(ফারুকসিরর কর্তৃক জাহান্দার শাকে হত্যা)

শা-আলাম । পারলাম না ! এতবড় একটা মহৎপ্রাণ—শিল্পিপ্রাণ রক্ষা করতে পারলাম না ।

আবদুল্লা । আয় কসবী তোকেও শেষ করি ( আবদুল্লার তরবারি লালকুমারীর বক্ষে উত্তত )

ফারুক । না না, নারীহত্যা নয় ।

( আবদুল্লা লালকুমারীকে ছাড়িয়া দিল )

লাল । নিজের প্রাণ দিয়েও যদি আপনাকে বাঁচাতে পারতাম সম্রাট ! বাঈজি শুধু নিতে জানে দিতে জানে না । কিছুই দিতে পারলাম না । হ্যা আমি নর্তকী—হিন্দু নারী—কিন্তু কসবী নই—যদি সত্যি হই তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—নির্মমভাবে আজ এই মহাত্মভবকে হত্যা করে যে তক্তে তাউসের পথ মুক্ত করলে—সেই তক্তে তাউস তোমার ভোগে আসবে না । যে চক্ষে তুমি এই নির্মম মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখলে সে চক্ষে আর বেশীদিন দুনিয়ার আলো দেখতে হবে না—অতি নির্মম ভাবেই তোমার মৃত্যু হবে ।

ফারুক । তক্তে তাউস, তোমার সেলাম !

( নেপথ্যে মাইকে ফারুকউল্লিয়ার কণ্ঠ ভাসিয়া উঠিবে—“তক্তে তাউস বড় অতিশয় । ওখানে লোভ আছে, ক্ষমতা আছে, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ, কান্না, রক্ত ।” )

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ দিল্লীর দেওয়ানী আছে তক্তে তড়িসে ফারুকসিয়র। আমির ওমরাহরা বখাষোণা আসনে আসীন ]

আবদুল্লা। বাদশার অমুমতি নিয়ে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে রাজপুতানায় আজ মুসলিম ধর্ম বিপন্ন। সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করবার জন্ত সম্রাট আজ আপনাদের স্মরণ করেছেন।

ফারুক। সে কথা ঠিক। কিন্তু তারও আগে আমার আরও একটু কাজ বাকী আছে। মহামাণ্ড ওমরাহগণ, আপনারা জানেন মহামতি আবদুল্লা ও তাঁর স্ত্রীযোগ্য ভ্রাতা হুসেন আলীর বীরত্ববৈভব ও বাদশার প্রতি আন্তরিকতার কথা। সেই সব স্মরণ করেই আমি আবদুল্লা খাঁকে আজ “কুতুব-উল-মূলুক” উপাধিতে ভূষিত করছি।

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়।

আবদুল্লা। ( কুর্নিশ করিয়া ) বান্দা জাঁহাপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।  
ফারুক। আর বীরবর হুসেন আলীকে “আমির-উল-উমরা” উপাধি দিলাম।

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়।

হুসেন। ( তরবারি বাহির করিয়া ) এই তরবারি চিরদিনই জাঁহাপনার সেবার নিয়োজিত হবে।

ফারুক। সম্রাট আলমগীরের দক্ষিণহস্ত জনাব বীরভূমলা বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু আজও তিনি দরবারে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর মহামূল্য উপদেশের

প্রয়োজন আজও মোঘল সাম্রাজ্যের আছে। তাই তাকে আমি উজ্জ্বল নিযুক্ত করলাম। আর বুদ্ধ ভকী খাঁ, বাদশা আওরংজেবের পার্শ্বচরকে আমি দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলাম। (এইবার কিন্তু সকলে জয়-ধ্বনি করিল না—হয়তো সকলের মনোমত হয় নাই। সৈয়দ ভাতারা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করিল)

মীরজুমলা। বড়ই বুদ্ধ হয়েছি। কিন্তু সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য। এখনও আমার যা কিছু শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি আছে সবই সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিয়োজিত হবে।

ভকী খাঁ। সম্রাটের আদেশ আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করলাম।

শা-আলম। বাঃ বাঃ চমৎকার। যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্য স্থানে স্থান পেয়েছে।

ফারুক। তোমার পরিচয় কি যুবক ?

শা-আলম। আজ্ঞে আমি একজন—অতি নগণ্য—অতি ক্ষুদ্র দীন-হীন প্রজা। পেশা কবিতা লেখা—আর তক্তে তাউসে যিনি বসেন তাঁরই গুণপনা করা। ভূতপূর্ব সম্রাট বান্দাকে খুবই ভালবাসতেন।

ফারুক। বুঝেছি। যদি মোঘল সাম্রাজ্যকে ভালবেসে থাকো, যদি মোঘলকে ভাই বলে গ্রহণ করে থাকো তাহলে তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করে যেও না—তুমি আমার সভাকবি হয়েই বিরাজ কর।

শা-আলম। আব্রু গর আবে জেন্দগী বারদ

হরগেজ্, আজ্ শাখে বেদ বর্ না যুরি

বা ফেরোমায়্যাহ রোজ্ গার মবর

কাজ নায়ে বুরিয়া শক্ বর্ না যুরি।

মীরজুমলা। এর অর্থটাও বলে দাও কবিবর।

শা-আলম। মহাকবি শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ নিশ্চয়ই খাঁ সাহেবের অজানা নয়। তবু আমি এর অর্থ বলছি—

জীবনের বারি যদি করে মেঘ বরিষণ  
ফলহীন বেদশাখে তবু ফল ধরে না—  
নীচজন সহবাস করিও না কদাচন  
নিমগাছে মিঠাফল কেহ খোঁজ করে না।

আবদুল্লা। মুখ, তোমার কবিতা শোনার এ উপযুক্ত স্থান নয়।  
আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা  
করবার জন্ত।

ফারুক। হ্যাঁ উজির সাহেব, এবার আপনি আপনার বক্তব্য  
পেশ করুন।

আবদুল্লা। রাজপুতানায় আজ মুসলিম ধর্ম বিপন্ন। তিনজন  
কাফের রাজপুত মিলিত হয়ে সেখানে মসজিদ ভাঙছে, মোঘল সম্রাটের  
বিচার-প্রতিনিধি কাজীকে হত্যা করেছে। হিন্দুস্থানের শাসনকর্তা হয়ে  
এ বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। ইসলামের এই বিপদের  
কথা শ্রবণ করে আমি বলছি মহামাঞ্জ বাদশা অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা  
গ্রহণ করুন।

হসেন। রাজপুত রাজারা সম্রাট বাহাদুর শাকে যুদ্ধ করে অপমান  
করেছিলেন। দীর্ঘদিন মুসলিম প্রাধিকার স্বীকার করবার পর স্বাধীন হবার  
স্পষ্টতাই চেষ্টা করছেন। উদয়পুরের রাণা অমরসিংহের সঙ্গে মিলিত  
হয়েছেন অর্থাৎ অধিপতি আর মারবার-রাজ অজিতসিংহ।

বকত্। স্পষ্টই তাঁরা ঘোষণা করলেন মোঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আর  
কোন সম্বন্ধই রাখবেন না। এমন কি মহামতি সম্রাট আকবর  
বে বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও তাঁরা স্বীকার  
করছেন।

ফারুক। (মীরজুমলাকে) জনাব মীরজুমলা, রাজনীতিতে আপনি  
অতিজ্ঞ নোক, আপনিই বলুন এই মুহুর্তে আমাদের কি করা কর্তব্য।



(মীরজুমলা উঠিয়া দাঁড়াইলে সৈয়দভাতারা তাঁহার প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করিল।)

মীরজুমলা। সম্রাট ইসলামের জন্ত যে কোন যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ একথা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা দেখেছি সব সময় উন্মাদনায় লাভ হয় না। আলমগীর সারা জীবন যুদ্ধ করেও হিন্দুস্থান থেকে কাম্বেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি। সুতরাং আমার অভিমত—যুদ্ধ করবার পূর্বে যদি অগ্রভাবে কার্যসিদ্ধি হয় সেটা ভেবে দেখা উচিত। আর সে বিচারের তার অয়ং জাঁহাপনার।

আবদুল্লা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কিন্তু আমি মনে করি—

তকী খাঁ। কুতুব-উল-মূলক কিন্তু সৌজন্ত বোধটুকু হারিয়ে ফেলেছেন। সম্রাটের অহমতির প্রয়োজন হয় দরবারে আবেদন পেশ করতে হলে—একথা কি উজির সাহেব ভুলে গেছেন?

আবদুল্লা। (অবজ্ঞাভরে) ও আমি দুঃখিত, (ততোধিক অবজ্ঞাভরে) মহামাঙ্গ বাদশা, (মীরজুমলা ক্রুদ্ধকৃত করিল)—মহামাঙ্গ বাদশা, ইসলাম যখন বিপন্ন তখন ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। সম্রাট আলমগীরের সঙ্গে থেকেও একথা কি বুদ্ধ মীরজুমলাকে আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? আমরা যদি এ মুহূর্তে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করি তবে বিদ্রোহীরা মনে করবে মোঘল শক্তি দুর্বল। ফলে নানা স্থানে আরও বিদ্রোহ দেখা দেবে।

হুসেন। তখন সকলেই মনে করবেন বাদশার শক্তির অভাবেই আজ মোঘল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল।

আবদুল্লা। শিখরাও আজ দিল্লীর ক্ষমতাকে মেনে নিতে চাচ্ছে না। তাই এই মুহূর্তে আমাদের দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে আমরাও দুর্বল নই—মোঘল সম্রাট শক্তিশালী নন।

ফাকক। আপনি কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন?

আবদুল্লা। অবিলম্বে রাধাপুতানার বিরুদ্ধে সৈন্তবাহিনী পাঠানো দরকার—আর হুসেন আলীকে সে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হোক। যুদ্ধবিজ্ঞান পারদর্শী হুসেন আলীর মত বোধহয় দ্বিতীয় সেনাপতি বাদশার আর নেই।

ফারুক। এই সামান্য কাজে আমির-উল-উমরার মত মানী ব্যক্তিকে পাঠাতে চাই না। আমার মনে হয় এটা ঠিক তাঁর যোগ্য কাজ নয়। তার চেয়ে বরং জনাব মীরজুমলাকে পাঠানো হ'ক।

আবদুল্লা। (প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া পরে বুঝিতে পারিল) বেশ, জাঁহাপনার ধারণা অভিরুচি, কিন্তু এর জন্য কোন বিপর্য্যয় হলে বাদশা যেন আমাকে দোষী সাব্যস্ত না করেন।

ফারুক। বেশ, কুতুব-উল-মূলুক যদি মনে করেন যে আমির-উল-উমরাকে পাঠানই যুক্তি সঙ্গত তবে তাই হ'ক। আপনাদের হস্তেই মোঘল সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের ভার।

আবদুল্লা। (তুর্নিশ করিয়া) এ বান্দাকে বাদশা সব সময়েই বিশ্বাস করতে পারেন। আমাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

ফারুক। বেশ তবে আমির-উল-উমরাকেই পাঠান।

শা-আলম। চিরদিন যিনি নানা উপকার

করিলেন তব মতনে

তিনি যদি কতু করেন জুলুম

যেথ না তা কতু মরণে।

আবদুল্লা। সম্রাটের আদেশ হলে হুসেন আলী নিশ্চয়ই বাবে কাকেরদের শান্তিবিধান করতে। তবে অভিযানের পূর্বে জাঁহাপনাকে মেহেরবানী করে একটি কাজ করতে হবে।

ফারুক। বলুন।

আবহুলা। আমি-উল-উমরা কে সেনাবিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে।

ফারুক। পূর্ণ দায়িত্ব—পূর্ণ দায়িত্ব—(মনে মনে চিন্তা করিয়া) বেশ তাই হোক। আজ থেকে আমি-উল-উমরা মোঘল সম্রাটের প্রধান সেনাপতি। সেনাপতি, আপনি এই মুহূর্তে রাজপুতানা অভিযানে অগ্রসর হোন। বিজ্রোহীদের সমুচিত শাস্তিবিধান করুন। তারা জাহ্নুক ঘে মোঘল শক্তি আজও বীৰ্য্যহীন নয়। তৈমুর বাবরের বংশধর আজও তক্তে তাউসে আসীন।

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়। জয় সম্রাট ফারুক-সিয়রের জয়।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ লাল কেনার আশিষমূল। সময় সন্ধ্যা। কারক উদ্ভিসা আপন মনে গান গাহিতেছে ]

গান

উদ্ভিসা।—

“ওগো ঘারী খোল ঘার  
খোলো খোলো একবার  
দেখাও আমারে পথ  
পূর্ণ করো মনোরথ।  
ওগো ঘারা চলে গেছ আগে  
গেছিল তারা হাতে  
বা টনি তাদের সাথে  
মানুষের করুণা কে মাপে ?  
আমি চাই ওগো মাথ  
তোমার অভয় হাত  
এলয়ের এবল ঘাবনে  
জগৎ ভুবিয়া গেলে  
বে হাত রাখিবে মেলে  
ভালবেসে জীবনে মরণে।  
জীবনে মরণে থরো হাত সবাকার।”

( গাম শেষ হইলে কারকসিররের দীয়ে দীয়ে প্রবেশ )

কারক। . সময় প্রাণাদে একটুকু শক্তি নেই—চারিদিকে বেল

কিসের বড়বড়—কিসের ইকিত। তাই পালিয়ে এলাম এই নিভৃত প্রকোষ্ঠে। কে—কে ওখানে? লালকুমারী? একি তুমি—

উর্রিসা। বাদশা!

ফারুক। তুমি এখানে?

উর্রিসা। জেনানা মহলের গভীর পরিবেশে চারিদিকে ঔজ্জ্বল্যের সুরে, অভিনন্দনে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠল জনাব, তাই পালিয়ে এসেছি জাহান্দার শার এই প্রমোদ কক্ষে। এখানে এসে দেখলাম সমস্ত মহলটাই যেন জাগ্রত শিল্প—জীবনের উন্মাদ কোলাহলের বাইরে কবির ধ্যানের জগৎ। এ মহল জাহান্দার আর লালকুমারীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া। কিন্তু আপনি এখানে কেন সত্রাট?

ফারুক। প্রায়শ্চিত্ত করতে এলাম।

উর্রিসা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত জাঁহাপনা?

ফারুক। হত্যার—ভালবাসা হত্যার প্রায়শ্চিত্ত। কি রকম মনে হচ্ছে এই শিশমহল তোমার?

উর্রিসা। ঠিক পাখীর নীড়ের মতই জাঁহাপনা।

ফারুক। ঠিক বলেছ উর্রিসা। মাহুঘের নীড়ে এত শান্তির স্পর্শ থাকতে পারে না। কিন্তু কি আছে বলা তো এখানে যা এমন দ্বিষ্ট করে গড়ে তুলেছে এই শিশমহলকে?

উর্রিসা। প্রেম।

ফারুক। ( স্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া ) উর্রিসা—

উর্রিসা। আদেশ করুন সত্রাট।

ফারুক। এস আমরা এখানেই থাকি। (ফারুক উর্রিসা আশ্চর্য্য হইয়া ভাকাইয়াছিল) কেন ভাল লাগল না আমার প্রস্তাব? এসো আমরা এখানে থেকে জাহান্দার শার আর লালকুমারীর প্রেমকে সার্থক পরিণতি দিই। (নিকটে আসিয়া তাঁহার 'একটি হৃৎকায়ন করিয়া')।

আমরা এখান থেকে লেই প্রণয়ী শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো আর বলবো—  
কমা করো, কমা করো আমাদের।

উরিসা। (দৃঢ়ভাবে) না। না—তা হয় না।

ফারুক। সে কি? তুমিই তো পাটনা প্রাসাদে কতদিন আমায়  
বলেছো সাম্রাজ্য প্রেমকে ছোট করে। এসো আমরা সে ভুল ভেঙ্গে  
দিই।

উরিসা। না না জাঁহাপনা, তা হয় না—প্রেম সম্রাটের শত্রু।

ফারুক। কি বলছ তুমি?

উরিসা। ঠিকই বলছি জাঁহাপনা। চলুন আমরা এখুনি প্রাসাদে  
ফিরে যাই।

ফারুক। কেন?

উরিসা। লালকুমারী এ প্রাসাদে অভিষেক আপনাকে স্মরণ  
করবে। আপনি চলুন। প্রেমের জন্ত আমি আমার স্বামীকে  
হারাতে পারব না। না, না, তা কিছুতেই হবে না—চলে আসুন  
জাঁহাপনা।

ফারুক। তুমি যাও উরিসা, আমি বড়ই ক্লান্ত। আমি চাই  
বিশ্রাম।

উরিসা। কি হয়েছে জাঁহাপনা?

ফারুক। এখন বুঝতে পারছি সিংহাসন গ্রহণ করে ভুল  
করেছি।

উরিসা। সে কি জাঁহাপনা?

ফারুক। সাম্রাজ্য একটা কয়েদখানা, সম্রাট তার মাঝে কয়েদী  
ছাড়া আর কিছুই নয়। পাটনার আদালত বেটুকু স্বাধীনতা ছিল,  
দিল্লীতে আমার আজ সেটুকুও নেই। সৈরদ' তাঁয়েদের হাতেই জীভনকে  
পরিণত হয়েছে।

উম্মিসা। ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না সম্রাট। সম্রাট বখন হয়ে-  
ছেন তখন সম্রাটের মতই হতে হবে।

ফারুক। আমি কিন্তু কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না।

উম্মিসা। দরবারের কি সকলকেই সৈয়দ ভায়েদের দলে বলে মনে  
হয় ?

ফারুক। জনাব মীরজুমলা ও তকী খাঁকে ওদের দলের বলে মনে  
হয় না।

উম্মিসা। ওদের প্রতিপত্তি কি রকম ?

ফারুক। সম্রাট ঔরংজীবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ওরা, কাজেই  
প্রচুর প্রভাব ওদের আছে বৈকি।

উম্মিসা। তবে আর হতাশ হবার কি আছে ?

ফারুক। আছে। আজই হসেন আলীকে মোঘল সৈন্য বাহিনীর  
সর্বাধিনায়ক করতে বাধ্য হলাম আমি। রাজপুতানায় তাকেই পাঠাতে  
হল।

উম্মিসা। তবে তো ভালই হল—খোদাতালা বোধ হয় মুখ তুলে  
চেয়েছেন।

ফারুক। কি বলছ তুমি ?

উম্মিসা। ঠিকই বলছি খোদাবন্দ, হসেন আলীর অস্থপস্থিতির  
স্থযোগ নিন।

( বাদশার খাস জুতা বুজ রাখিকের এবণ )

রফিক। ( কুর্নিশ করিয়া ) খোদাবন্দ, দ্বারে জনাব মীরজুমলা ও  
তকী খাঁ সম্রাটের দর্শন প্রার্থী।

ফারুক। ওদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করবো বলেই ভেঙে পাঠিয়ে-

ডিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ। সেই মতই পরামর্শ করা যাবে। তুমি এখন মহলে যাও। ( ফারুক উম্মিসার প্রস্থান ও মীরজুমলা ও তকী খাঁ প্রবেশ করিয়া সত্ৰাটকে কুর্নিশ করিল ) আহ্নন আহ্নন, আপনাদের আমি বিশেষ প্রয়োজনেই ডেকেছি।

মীরজুমলা। আদেশ করুন সত্ৰাট। এ বান্দারা আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

ফারুক। দরবাবের ব্যাপারটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন ?

তকী। কোন ব্যাপারটা জাঁহাপনা ?

ফারুক। রাজপুতানা অভিযানে আবদুল্লাহর কোন অভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় আপনাদের ?

মীরজুমলা। এ তো খুবই স্পষ্ট। সামরিক শক্তি হাত করতে চাফ সৈয়দ ভায়েরা, আর আপনাকে দিয়ে তা করিয়েও নিয়েছে। আপনি ভুল কবেছেন জাঁহাপনা।

তকী খাঁ। না না, আপনি ঠিকই করেছেন জাঁহাপনা। আপনার অবস্থা উপলব্ধি করতে পাবছি। সেই মুহূর্তে চাপ দিতে গেলে বিপরীত ফল হতো।

ফারুক। কিন্তু এখন কি করা যায় বলুন ?

মীরজুমলা। আমাব মনে হয় খুব ভয়েব কারণ নেই সত্ৰাট। হুসেন আলীব রাজপুতানা অভিযান আমাদের পক্ষে মঙ্গলই হবে।

ফারুক। কি রকমে ?

মীরজুমলা। তার অল্পপস্থিতিতে আমরা নিজেদের শক্তিশালী করতে পারবো।

তকী খাঁ। কি করে ?

মীরজুমলা। আমার আর তকী খাঁর শক্তি নিয়ে যদি আমরা আপনার পিছনে দাঁড়াই তাহলে জাঁহাপনা খুব দুর্বল থাকবেন না। তাছাড়া



এই মুহূর্তে আপনি গোপনে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করুন। ওরাই সৈয়দ ভায়ের জয় করতে পারবে। আর রাজপুতানায়ও এই মুহূর্তে বিশেষ দূত পাঠানো দরকার।

ফারুক। কার কাছে?

মীরজুমলা। রাজা অজিতসিংহের কাছে।

তকী খাঁ। কেন?

মীরজুমলা। আপনারা অজিতসিংহকে চেনেন না কিন্তু আমি তাকে খুব ভাল করেই চিনি। এত শঠ—এত কুচক্রী—এত স্বার্থপর রাজপুত সমগ্র মারবারে আর দ্বিতীয় হয়নি, হবেও না। আপনি তার সঙ্গে গোপনে মিত্রতা করুন। তাকে জানিয়ে দিন যেন হুসেন আলীকে তিনি আর ফিরতে না দেন। অজিতসিংহ যদি হুসেন আলীকে আটকে রাখতে পারেন তো আবদুল্লাকে আর ভয় করি না।

তকী খাঁ। ঠিক বলেছেন জনাব মীরজুমলা। আবদুল্লার অবস্থা হবে তখন বিষহীন সাপের মত।

ফারুক। তবে তাই হ'ক। আমার ভৃত্য রফিক্ বৃদ্ধ বটে কিন্তু খুবই বিশ্বাসী। ওকেই পাঠাই অজিতসিংহের কাছে। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি, কারণ ও ছোটবেলা থেকে আমার মাতৃষ করেছে। ওরে কে আছিল, রফিক্কে পাঠিয়ে দে।

[ রফিকের প্রবেশ ও কুনির্দ ]

রফিক্। আমাকে ডাকছেন খোদাবন্দ?

ফারুক। হাঁ রে। তুই তো বৃদ্ধ হয়েছিল, আমার একটা কাজ খুব গোপনে করতে পারবি? খুব বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে কিন্তু।

রফিক্। জনাব, আজ আমাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন? কে

কোথায় ছিল সেদিন যখন শাহাজাদা আজিম উদ্দীন নিহত হল তখন চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত পুরীর মাঝখান থেকে কে জাঁহাপনাকে বৃকের আড়ালে রেখেছিল? কে বৃকের রক্ত জল করে জাঁহাপনাকে এত বড়টা করেছে? আর আজ—আজ তুমি আমাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছ? বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি—তাই—(ক্রন্দনে ভাবিয়া পড়িল)

ফারুক। ঠিক বলেছিস রফিক, তাই বোধ হয় দিল্লীর মসনদে বসে জুলে যাই যে আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হতে পারি কিন্তু তোর কাছে যে আমি আজও ফারুক—তোর আদরের ফারুক। রফিক, না জেনে তোর মনে আঘাত দিয়েছি, তুই আমাকে ক্ষমা কর (আলিঙ্গন)। তোর মত স্বহৃদ আর আমার কে আছে।

রফিক্। তুমি তো আমার কাছে শুধু হিন্দুস্থানের বাদশা নও—এই ছুনিয়ার বাদশা (কুনিশ)।

## তৃতীয় দৃশ্য

(মারবারে মহারাজ অজিত সিংহের মন্ত্রণাকক্ষ। সময় প্রভাত। সমবেত রঠোর সর্দারগণের সহিত মহারাজ চিন্তিতভাবে বসিয়া আছেন এবং কখনও পদচারণা করিতেছেন।)

অজিতসিংহ। মেবার, অম্বর, মারবার—রাজপুতানার এই তিন শক্তি মিলে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মোঘলের বশতা স্বীকার করবো না। মোঘলের সঙ্গে আত্মীয়তা করবো না—রাজপুতানা থেকে মোঘল-শক্তি বিতাড়িত করে এক স্বাধীন রাজস্থানের সৃষ্টি করবো। কিন্তু বুঝতে পারছি না যে এই তিন বিদ্রোহশক্তির মধ্যে কেবল মারবারের ওপর মোঘলের আক্রোশের কারণ কি? দিল্লীর সৈন্যবাহিনী একমাত্র মারবারের বিরুদ্ধেই বা ধেয়ে আসছে কেন?

বসন্তসিংহ। তাইতো মহারাজ! এ ভাবনার কথা বই কি। তিন শক্তির মধ্যে মারবারের ওপরই বা নেকনজর পড়লো কেন? এটা তো বড় সুবিধাজনক ঠেকেছে না।

সমরসিংহ। তবে রাজপুতের এই ত্রয়ীর মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তবে মেবার—

অজিতসিংহ। না না, মেবার আর যাই করুক বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করবে না কোনদিন। মহারাণা সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহের বংশধররা বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না।

বসন্তসিংহ। কিন্তু মহারাজ, তাহলে মারবারের বিরুদ্ধেই বা দিল্লীর কোঁজ ধেয়ে আসছে কেন? এটা তো একটা ভাববার কথা। আমাদের

এই রাঠোর জাতিকে একেবারে শেষ করে দেবে না তো ? এ বড়ই ভাববার কথা মহারাজ ।

অমরসিংহ । তুলে যেও না বুদ্ধ, বীরসিংহ রাঠোর কয় যায় না । সম্রাট্ আলমগীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাঠোর বীর দুর্গাদাস সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন ।

বনস্তসিংহ । তা না হয় হলো, কিন্তু এ বড়ই ভাববার কথা মহারাজ, পঞ্চপালের মত সৈন্য নিয়ে ঐ হুসেন আলীই বা মারবারের দিকে ধেয়ে আসছে কেন ?

সমরসিংহ । কিন্তু মহারাজ, শত্রু যখন দ্বারদেশে তখন তো আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না । আহ্নন মহারাজ, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাঠোর শক্তি নিয়ে পববাজ্যলোভী হৌন মোঘলকে জানিয়ে দিই যে মারবার ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি তুচ্ছ নয়—তার শক্তি হয় নয় ।

অমরসিংহ । আপনার আস্থানে মহারাজ, এখনই সমগ্র মারবার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতই জলে উঠবে । আর বৃথা কালক্ষেপ করবার মত সময় আমাদের নেই ।

অজিতসিংহ । ফারুকসিয়ব সিংহাসনে বসেই দ্বিতীয় আলমগীর হবার চেষ্টা করছেন । হিন্দুস্থানকে মুসলমান রাষ্ট্র করতে চান তিনি । রাজপুতদের মধ্যে মারবারই এখন শ্রেষ্ঠ । আমার মনে হয় আমিব-উল-উমরাহকে তাই পাঠানো হয়েছে মারবাবের বিরুদ্ধে—মারবাবকে দমন করে সমগ্র রাজপুতনাকে পদানত করতে চায় মোঘল । মোঘল এর আগেও বহুবার মারবাবকে মুসলমান কবলিত করবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পারে নি । আর আমি আশা করি এবারও পারবে না । মারবার জয় করবার হুসেন আলীব স্বপ্ন আমরা ভেঙ্গে দেব । মারবাব আজও বীরশূন্য নয় । মারবার প্রদেশে প্রবেশ করবার পূর্বে আমরাই আক্রমণ করবো মোঘলকে । একটি মুসলমান সৈন্যও যেন প্রাণ নিয়ে দিল্লী ফিরে যেতে না পারে ।

সমরসিংহ। জয় মহারাজ অজিতসিংহের জয়।

বসন্তসিংহ। কিন্তু মহারাজ! একথা সত্য যে দিল্লীবাহিনী এসেছে মারবারের বিরুদ্ধে কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের সন্ধিভঙ্গ করে মেবার ও অম্বরকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানানো না? এটাও ভাববার কথা মহারাজ।

সমরসিংহ। মারবারের রাঠোরই হুসেন আলীর পক্ষে যথেষ্ট। তা না হলে মোঘল ভাববে মারবার ভয় পেয়েছে।

অজিতসিংহ। না সর্দার, তা হয় না। আমিও প্রথমে সন্দেহ করেছিলাম যে রাজপুতনার মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। মেবার ও অম্বরকে সংবাদ দিতেই হবে, কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি যে একা রাঠোরই মোঘলের পক্ষে যথেষ্ট।

সমরসিংহ। তাহলে এই স্থির রইলো যে কোনক্রমেই মোঘলের বশতা আমরা স্বীকার করবো না এবং মোঘলের এই ঔদ্ধত্যের জবাবে আমরা তাদের আক্রমণ করবো মারবার প্রবেশের পূর্বেই।

(দৌবারিক ভগ্নসিংহ প্রবেশ করিল)

অজিতসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক?

ভগ্নসিংহ। বাদশা ফারুকসিয়রের দূত অপেক্ষা করছে।

বসন্তসিংহ। বাদশার দূত? এখানে? ব্যাপারটা তো বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না। এটা তো ভাববার কথা মহারাজ।

সমরসিংহ। এক দিকে অভিযান প্রেরণ করে অন্যদিকে দূত প্রেরণ!

বসন্তসিংহ। মহারাজের কি মনে হয়?

অজিতসিংহ। নিতান্ত ঘোরালো ব্যাপার সন্দেহ নেই। আলোচনার দ্বারা আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করতে পারে মোঘল। আবার এও হতে পারে—

সমরসিংহ। আলোচনার পূর্বে বাদশার দূতের সঙ্গে দেখা করে নেওয়াই ভাল।

অজিতসিংহ। দূতকে নিয়ে এসো। ( দৌবারিকের প্রস্থান ও দূত রক্ষিককে লইয়া আসিয়া পুনরায় প্রস্থান। মহারাজ অজিতসিংহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া ) কি সংবাদ দূত ?

রক্ষিক। বাদশা ফারুকসিয়রের ব্যক্তিগত কার্ধ্যোই আমি এসেছি আপনার কাছে।

অজিতসিংহ। আমার ধারণা তাৎপ্র জ্ঞাত তো আগির-উল্-উমরাকেই পাঠানো হয়েছে।

রক্ষিক। মহারাজের ধারণার ওপর আমাদের কোনই হাত নেই। তবে বাদশার বক্তব্য শোনবার পরই ধারণাটা করলে ভাল হয়।

অজিতসিংহ। বেশ। বলুন বাদশার কি বক্তব্য।

রক্ষিক। বক্তব্য খুবই গোপনীয়, ব্যক্তিগতভাবে শুধু আপনাকেই জানাতে বলেছেন বাদশা।

অজিতসিংহ। ( জ্বকুটি করিয়া ) সন্দারগণ, আপনারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন। ( সকলে প্রস্থান করিলে ) এইবার বলুন বাদশার কি বক্তব্য।

রক্ষিক। মহারাজ, সম্রাট আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, এ অভিযান সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় হয় নি। সৈন্যদভায়েবা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মারবারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছেন।

অজিতসিংহ। ( চিন্তিতভাবে ) হঁ। তারপর ?

রক্ষিক। বাদশার ইচ্ছা আপনি হুসেন আলীকে এখানে

যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখুন—তার বিনিময়ে সম্রাট আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

অজিত। হঁ, কি রকম পুরস্কার ?

রফিক। মোঘল দরবারে আপনি উচ্চ আসন পাবেন। আপনাকে দশহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করা হবে।

অজিত। কিন্তু আপনি জানেন কি যে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দিল্লীর দরবারের সঙ্গে আর কোনই সঙ্ঘর্ষ রাখবো না ?

রফিক। স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে বাদশার সঙ্গে মিত্রতা করিতে বাধা কি ?

অজিত। হঁ। আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। আপনাকে পরে জানাবো।

রফিক। সময়ের নিত্যান্ত অভাব। সিদ্ধান্ত একটু দ্রুতই নিতে হবে মহারাজ। যদি আপনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, আপনি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হবেন।

অজিত। আচ্ছা।

রফিক। তাহলে আমি বাদশাকে কি জানাবো ?

অজিত। আমার স্বার্থরক্ষা হলে আমিও তাঁর বিপক্ষে যাব না।

রফিক। ধন্যবাদ মহারাজ। আপনার মঙ্গল হক।

প্রস্থান করিলে সর্দারগণের পুনঃ প্রবেশ

সম্বরসিংহ। তাহলে মহারাজ কি সিদ্ধান্ত করলেন ?

অজিত। আমি—উল্-উমরার সঙ্গে সসৈন্তেই সাক্ষাৎ করবো।

বসন্ত। ব্যাস্ ব্যাস্ সব লেঁটা মিটে গেল। চল হে সব আমরাও প্রস্তুত হইগে।

( অজিত সিংহ ব্যতীত সকলের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান )

অজিত। একদিকে মোঘলের বিপুলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ, আর এক দিকে মোঘল বাদশার ক্রোধতা। পাল্লায় কোন দিক ভারী তা কি অজিত সিংহকে বলে দিতে হবে? (দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ) আবার কি সংবাদ?

ভয়সিংহ। মোঘল সেনাপতি হলেন আলী—

অজিত। কি বললে? মোঘল সেনাপতি—স্বয়ং আমির-উল্-উমরা? তাঁকে সসন্মানে নিয়ে এসো। না না চলো আমি নিজেই যাচ্ছি। (ছত্ৰনেরই প্রস্থান এবং হুসেন আলীকে লইয়া অজিত সিংহের পুনঃ প্রবেশ) আহ্নন আহ্নন, আমির-উল্-উমরা। আহ্নন জনাব। আপনার শারীরিক কুশল তো? কি সংবাদ বলুন? আপনি স্বয়ং—

হুসেন। আপনাদের সঙ্গে দিল্লীর সম্বন্ধটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তাই এলাম আর কি।

অজিত। এর জন্য আওরংজেবই দায়ী ছিলেন। তিনি যদি আমাকে গদিচ্যুত করে ধর্মাস্ত্রবিত্ত করবার চেষ্টা না করতেন তাহলে হয়তো এরকমটা হতো না।

হুসেন। সে বা হবার হয়েছে। সে সব অতীতকে আর টেনে এনে লাভ কি? বরং আহ্নন বর্তমানে আমরা নতুন করে আবার দোষ্টি করি।

অজিত। কি স্মৃতি?

হুসেন। স্মৃতি আর এমন কি? এই আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতিপত্তির ভাগ পাবেন। তাতে আপনার প্রতিপত্তি আরও বাড়বে বই কল্পে না। (সহায়াজ নীহব) কেমন তাহলে আমার প্রভাবে রাজী তো? হাঁ, নতুন দোষ্টি বাতে পাকা হয় তার জন্য কিন্তু একটা কাল কল্পেত করে সহায়াজ।



অজিত। কি কাজ ?

হুসেন। না, সে এমন কিছু কাজ নয়—এই একটা আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে।

অজিত। কি রকম আত্মীয়তা ?

হুসেন। এই আকবর বাদশা যে রকম করেছিলেন সেই রকম আর কি।

অজিত। অর্থাৎ, বৈবাহিক সম্বন্ধ ?

হুসেন। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক তাই। আপনার একটি অবিবাহিতা স্ত্রীর কণ্ঠা আছে শুনেছি। আর হিন্দুস্থানের বাদশা রূপে গুণে নিশ্চয়ই পাত্র হিসাবে কিছু খারাপ নয় ?

অজিত। কিন্তু—

হুসেন। এতে আর কিস্তর কি আছে ? একবার ভাবুন অম্বরপতি মানসিংহের কথা। বাদশার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে তিনি কি প্রচুর লাভবান হন নি ? অতীতকে ভাবুন রাণা প্রতাপসিংহের কথা। কি জঘন্য দরিদ্র জীবন যাপন করতে হয়েছে তাঁকে। কে বলতে পারে মানসিংহ যা পারেন নি অজিতসিংহ হয়তো তা পারবেন। হয়তো একদিন মোঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতাও হওয়া আশ্চর্য্য নয়। (মহারাজ নীরব) কি, আমার প্রস্তাব কি মনোমত হয় নি মহারাজের ?

অজিত। না, হাঁ, তা না হবার মত কিছু নয়, তবে—

হুসেন। বলুন তবে কি ?

অজিত। আপনি তো জানেন যে আমি মেবার ও অম্বরের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি মোঘলের সঙ্গে কোন প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করবো না।

হুসেন। হাঃ হাঃ, মহারাজকে ধুবছর রাজনৈতিক বলেই জানি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার ক্ষমতা কতদূর আশা করি সেটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

অজিত। তবে কি জানেন, মারবার বড় ক্ষুদ্র রাজ্য, এতে ঠিক—

হসেন। ঠিক আছে। এর জন্য চিন্তার কি ? অগ্ন্যন্ত ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলি বাদশার শত্রুরাজ্য মারবারের তাবেদাবভুক্ত হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়ই বাদশার ফারমান জারি হবে।

অজিত। তাহলে, তাহলে অবশ্য বাদশার সঙ্গে এ ঐতিহাসিক বিবাহে আমাদের ধন্য মনে করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

হসেন। ( হাস্ত করিয়া ) বেশ বেশ। আহ্নন মহারাজ, আজ আমাদের নতুন দোস্তির স্বরূপ আমাদের মধ্যে শিরজ্ঞাণ বিনিময় করি। ( হসেন মহারাজের শিরজ্ঞাণ পরিধান করিল এবং মহারাজ হসেন আলীর টুপি পরিধান করিল )

## চতুর্থ দৃশ্য

(অগ্রার পথ। দূরে ভাজমহল দেখা যাইতেছে। সময় পূর্ণাহ্ন। মলিন ও হিন্ন-বেশভূষার সজ্জিত এনায়েৎ খাঁ ও সফদরজং-এর প্রবেশ।)

সফদরজং। হজুর!

এনায়েৎ। আরে চুপ্ বেয়াকুফ্, গাধা, গিধোড়। আমি হজুর টুজুর নট।

সফদরজং। সে কি হজুর? আপনি হজুর যদি না হবেন তো বেয়াকুফ্, গাধা, গিধোড়—এমন চমৎকার চমৎকার শব্দ কেমন করে বলবেন? আপনি হলেন কিনা ম-ম-মহাবীর তিমুরবেগের শাক্কাৎ শা-শা-শালা।

এনায়েৎ। কি বললি বেয়াকুফ্? আমি কারও শালা টালা নই। আমি বলে পেটের জালায় মরছি আর উনি এলেন মসকরা করতে। পাজী, বদমাইন্স, গাধা, গিধোড়।

সফদরজং। বাঃ বাঃ, এদিকে সেনাপতি তিমুরবেগের শা-শালাও নন, আমার ম-ম-মহামান্ন হজুরও নন্ অথচ অমন চ-চ-চমৎকার বোল্—গাধা, গি-গি-গিধোড়। আবার তার সঙ্গে ফাউ—পাজী, ব-ব-বদ-মাইন্স। বাঃ বাঃ।

এনায়েৎ। দেখ্ সফদরজং, বাঙ্গালী লোকগুলো খুব খারাপ নয় কি বল্? আমাদের বন্দী করেও প্রাণে মারলে না।

সফদরজং। তা হজুর, মা-মারগেই হল। আপনি হলেন কিনা ছোট হজুর। কিন্তু হজুর—

এনায়েৎ। কি বলবি বল্ না, তা নয় কেবল—হজুর হজুর।

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর । ওরা লোক ভাল, তবে মোটেই ঝে-  
থেতে জানে না ।

এনায়েৎ । আরে মুখ, না খেয়ে কি বেঁচে থাকে যায় ?

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর, ওরা গো-গো-গোস্বকৃষ্টিও খেতে জানে  
না, আর কাবাব কাকে বলে তাও জানে না । মো-মোরগা মশলাস্  
কাকে বলে তা শোনেই নি । কে-কেবল উরদাকা ভাল, ঘাসকা চচ্চড়ী  
আর কাঁ—কাঁ—কাঁঠাল বাচ্চার তরকারী ।

এনায়েৎ । আরে মুখ, কাঁঠাল বাচ্চা আবার কি জিনিস রে ?

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর, কাঁঠাল বাচ্চা জানেন না ? থাকে  
বান্ধালীরা বলে—এঁ-এঁ-এঁচোড়, এঁচোড় ।

এনায়েৎ । এঁচোড়, এঁচোড় ( হাসিতে হাসিতে ) তা বেশ  
বলেছি ।

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর, ওরা আবার ঠাট্টা করে বলে—এঁচোড়ে  
পাকা ।

এনায়েৎ । আরে বেয়াকুফ্, এঁচোড় পাকলে তো কাঁঠাল হয়ে  
গেল, তবে আর এঁচোড় রইল কি করে ? এটাও বুঝতে পারলি না  
মুখ ?

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর, তা বটে । তবে কি জানেন ওরা এই  
ছো-ছো-ছোট্ট জিনিস, মানে এই আপনার আহার মত লোক পে-পে-  
পেকে গেলেই ঠা-ঠা-ঠাট্টা করে বলে এঁচোড়ে-পাকা ।

এনায়েৎ । রাখ্ স্তোর খাবার গল্প—রাখ্ । আজ এত বেলা হয়ে  
গেল এখনও পর্যন্ত পেটে কিছু পড়লো না । ব্যাটারা আমাদের তরে  
ছেড়ে দিলে কিন্তু কোথায় বা ভিমুরবেগ, কোথায় বা কি ?

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর, ভিমি তো ক্যাচাং ।

এনায়েৎ । আজ আমাদের প্রাণেরই নেই—পরশে কানক নেই—

সুখায় খাবার নেই। কি যে হবে? সেই বাংলা মুল্লুক থেকে হাঁটছি তো হাঁটছি। শেষে একেবারে আগ্রায় এসে পড়েছি।

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, এটা যে আগ্রা তা বুঝতে পেরেছি আপনার ঐ ছেঁড়া না-না-নাগরা দেখেই।

এনায়েৎ। দেখ্‌ মুর্খ, আমার তবু তো একটা নাগরা আছে—তোর তো তাও নেই। আর তোর চেহারা যা বীরপুরুষের মত দেখতে হয়েছে, কে আর আমাদের সৈন্ত বাহিনীতে চাকরী দেবে বল?

সফদরজং। কি ঠাট্টা করছেন? আমি বী-বী-বীরপুরুষ নই? এখনও যদি ত-ত-তলোয়ার ধরি তো সব ক্যাচা—একেবারে তু-তু-তুমুল করে দেব ই।

এনায়েৎ। ওরে ও সফদরজং, ওটা এদিকে কি আসছে রে?

সফদরজং। কৈ—কৈ—

এনায়েৎ। ঐ যে সাদা মতন, এদিক পানেই তো আসছে।

সফদরজং। ওরে বাবা রে, এ যে একটা ডা-ডা-ডাইনী। ওরে বাবারে—(এনায়েতের পিছনে লুকাইবার চেষ্টা)

এনায়েৎ। ডাইনী না পেত্নী রে, কোন কবর থেকে বেরিয়ে এল বুদ্ধি? (সফদরজং-এর পিছনে লুকাইবার চেষ্টা) ওরে বাবারে। (এমন সময় নেপথ্যে গান শোনা গেল)

সফদরজং। ও হুজুর, ঐ যে গান শোনা যাচ্ছে। পে-পে-পেত্নীতে তো আর গান গায় না। ও বোধহয় তাহলে ডাইনী।

এনায়েৎ। ওরে এই কোণটার আর, আমরা এখান থেকে দেখি ডাইনীটা কি করে।

(গান গাহিতে গাহিতে এক রমণীর প্রবেশ। তাহার বেশভূষা বিস্ময়, চুলে জড় পড়িয়াছে। দেখিলে পাগলিনী বলিয়া মনে হয়। পরশে হিন্দু রমণীর মত সাড়ী, তাহার ছিন্ন অকল পথে লুটাইতেছে,

তাহাতে তাহার জ্ঞান নাই। সে আপন মনে গান গাহিতেছে আর মধ্যে মধ্যে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া তাকাইতেছে। তাহার চক্ষুতে যেন অগ্নিকুলিক—তাহা ধক্ ধক্ করিয়া জলিতেছে। তাহার মুখে স্পট্-লাইট পড়ায় আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। এনায়েৎ ও সফদরজং-এর ভয়ে জড়াজড়ি করিয়া নীরবে একপাশে অবস্থান )

লালকুমারী।

গান

আমি কেঁদে কেঁদে গাই  
হেসে হেসে যাই,  
আমার নাইকো ঠিকানা।  
আমি ঘরে ঘরে ঘুরি, পথে পথে ফিরি  
আমাব নাইকো নিশানা।  
আমার যা কিছু ছিল  
সকলি হারিয়ে গেল  
আখি হতে জল সবই মুছে নিল  
আমার না আছে ঘর না আছে পথ না আছে নিশানা।

তোমরা ওদিক পানে ছুজনে কি করছো ? এসো, এদিকে এসো।

এনায়েৎ। ওরে ও সফদরজং, কি হবে ?

সফদরজং। দোহাই ডাইনী হজুর, তোমার জোড়া মুরগী দেব, আমাদের ছে-ছে-ছেড়ে দাও হজুর।

লাল। ( উচ্চ হাস্য করিয়া ) জোড়া মুরগী ? ডাইনী ? হাঃ হাঃ !

সফদরজং। দোহাই ডাইনী হজুর, অমন করে হেসোনা হজুর, আমার বুক ধ-ধ-ধড়কড় করছে হজুর।

এনায়েৎ। এর চেয়ে যে না খেতে পেয়ে মরা চের ভাল ছিল রে ! শেষকালে কি ডাইনীর পেটে যেতে হবে ? কি হবে ওরে সফদরজং !

( সফদরজং ধীরে ধীরে পলায়ন করিতে উত্তত ) ওরে সফদরজং, আমাকে একলা ফেলে বাস্ নি রে ।

লাল । দাঁড়াও, পালাবার চেষ্টা কোর না । তাহলে সর্বনাশ হবে । তোমাদের মত পুরুষজাতকে ধংস করবার জগুই আজও আমি বেঁচে আছি, না হলে সে যে আমাকে ডাকে, রোজই ডাকে—কেউ স্তনতে পায় না ।

সফদরজং । দোহাই ডাইনী বাবা, আমাকে খেয়ে ফেল না বাবা, আমি আর পা-পা-পালিয়ে যাব না ।

লাল । তোমরা না খেয়ে মরবার কথা বলছিলে কেন ?

এনায়েৎ । ( ঢোক গিলিয়া ) মানে, মানে, কদিন আমাদের খাবার জোটে নি কি না—আমাদের চাকরী বাকরী নেই, একেবারে বেকার ।

লাল । তা বেশ, তোমরা চাকরী করবে ?

সফদরজং । আজ্ঞে হজুর, ছেলেধরার কাজ কি ? তা-তা আমি খু-খুব পারবো ।

লাল । ( হাসিয়া ) না, ছেলে ধরার কাজ নয় । ( এনায়েৎকে ) তোমাকে দেখে তো মনে হয় খুব খানদানী বংশের ছেলে । এমনি এক খানদানী বংশের ছেলের মোসাছেবী করতে হবে । তাকে একেবারে মদে চুর করে রাখতে হবে । পারবে ?

এনায়েৎ । কি যে বলেন, তা আর পারবো না তবে পেসাদী সরাপ একটু আধটু আমিও পাব তো ?

লাল । ( হাসিয়া ) পুরুষজাতটাই এমনি লোভী ।

সফদরজং । আর আমি কি করবো ডাইনী হজুর ?

লাল । তোমাকে দেখে তো বেশ বীরপুরুষ বলেই মনে হয় । ( সফদরজং লোকে তা দিল ) দরকার হলে তুমি লোকের কুকে ছুরি বসাতে পারবে জো ?

সফদরজং । পায়ের ধুলো দাও, পায়ের ধুলো দাও ডা-ডাইনী বাবা ।  
এইতো ঠিক কাজ পেয়েছি—একেবারে ক্যাচাং—বাছাধন টে-টে-টেরও  
পাবে না ।

এনায়েৎ । আরে মুখ', পায়ের ধুলো কিবে ? তুই না মুসলমান ?

সফদরজং । ঠিকই তো । এই বাংলাদেশে থেকে ঐ বদ্ অভ্যাসটা  
শিখে ফেলেছি । কিছু মনে কোর না ডা-ডা-ডাইনী ছদ্ম । বহুত  
বহুত সেলাম্ ।

লাল । দেখো, ঐ যে কবরখানা দেখছো—ঐ তাজমহল ।  
ওরই পাহারাদারের বেটা আমি । ওখানে তোমরা অপেক্ষা করো—ওখানে  
থাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করো । আমি এখনই যাচ্ছি । তারপর  
তোমাদের চাকরীস্থলে পাঠাব । ঐ দিক থেকে কে একজন আসছে ।  
তোমরা সরে পড় । ( তাহার চালায় গেলে আপন মনে কবিতা আবৃত্তি  
করিতে করিতে শা-আলমের প্রবেশ । )

শা-আলম ।

“পুণ্যে আমাব নাইবা যদি

ঘটেই সখি স্বর্গবাস,

না হয় হবো নরকপুরে

আজ্ঞাবহ পাপের দাস ।

ভাগ্যে যদি যশ না জোটে

কলংকটাই কিনবো আমি,

আসতে না চায় স্বথ যদি লো

দুঃখটাবেই করবো দামী ।”

লাল । একি কবি শা-আলম, তুমি এখানে ?

শা-আলম্ । কে, কে, কে তুমি ? লালকুমারী—তুমি ?

লাল । কে লালকুমারী ? লালকুমারী মরে গেছে । তুমি যাকে  
দেখছো সে তার প্রেতাত্মা ।



শা-আলম্। লাল, তুমি আজও বেঁচে আছ ? আমি যে তোমার খোঁজেই চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। লাল, তোমার এ রকম চেহারা কেন ? চোখতুটো যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। শাস্ত হও লাল। চলো আমরা ফিরে যাই।

লাল। ফিরে গেলে তুমি আমার প্রতিশোধে সহায় হবে ? আমি চাই শয়তান ফারুকসিয়রের মৃত্যু। তার মৃত্যুতেই আমার আত্মা শান্তি লাভ করবে। আমি জানি কবি, একদিন তুমি আমাকে খুবই স্নেহ করতে—ভালবাসতে। আজও যদি তার কিছুমাত্র অবশেষ থাকে তো তুমি আমার সহায় হও।

শা-আলম্। হিঃ লাল, হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় হয় না। প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তার অগ্র উপায় আছে।

লাল। কি সে উপায় ?

শা-আলম্। ওদিকে কি দেখতে পাচ্ছ ?

লাল। ও তো তাজমহল।

শা-আলম্। হাঁ। ঐ তাজমহল আমাদের কি শিক্ষা দেয় জান ? প্রেম। হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নয়—প্রেমে। ভালবাসো, সকলকে ভালবাসো, জগৎকে ভালবাসো। নিজেকে ভালবাসো। জাহান্দার শাহ মৃত্যুর পর আমিও ভেবেছিলাম দিল্লী ছেড়ে ছনিয়ার পথে বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু পারলাম না। বড়ই হতভাগ্য এই ফারুকসিয়র। লন্ডাট্ হয়েছে কিন্তু সে তো লৈয়দ-ভায়েদের ক্রীড়নক। এমন কি তারা তার রাজত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করেই কান্ত হয় নি, তার ব্যক্তিত্বের ওপরও কুঠাঝাঘাত করেছে। তার প্রেমনীড়ে আঘাত হেনেছে।

লাল। কি বললে—তার প্রেমের নীড়ে আঘাত হেনেছে ? তবে ফারুকউল্লাহ আজ তিথারী ?

শা-আলম্। শোন লাল। যা বলছিলাম। তারা স্থির করেছে

রাঠোর নন্দিনী, মহারাজ অজিতসিংহের কন্যা রায় ইন্দর কুনয়ারকে বিবাহ করতে হবে বাদশা ফারুকসিয়রকে। ভেবে ভেবে আর যোগে আক্রান্ত হয়ে সম্রাট্ আজ একেবারে শয্যাশায়ী—প্রাণ আজ তার সঙ্কীর্ণে।

লাল। না না যোগে মরলে তো তার চলবে না। তাকে আমি তিলে তিলে হত্যা করবো। অসহ্য যন্ত্রণায় দিনের পব দিন অতিবাহিত হবে—তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে সে চলে পড়বে। লালকুমারীরও প্রাণ আছে—লালকুমারী কসবী নয়—লালকুমারী সতী। সেও প্রতি-শোধ নিতে জানে। ( বেগে প্রস্থান )

---

## পঞ্চম দৃশ্য

(লাগকেন্নার দেওয়ানীখান। আশির ওয়রাহরা বখা-খোণা আসনে উপবিষ্ট। তক্তে ডাউন্স শুল্ক। সময় অপরাহ্ন।)

আবহুজা। আচ্ছা সাহেব, তোমাদের দেশে সবাই কি চিকিৎসা শাস্ত্র জানে ?

উইলিয়ম্ হ্যামিণ্টন্। Oh no, no, হামরা সবাই ফিসিসিয়ান না আছে। তবে হামার মতো আরও বহুত্ ফিসিসিয়ান আছে।

হসেন। তা সাহেব, তারা ক্রিস্চিয়ান তোমার মত বড় হকিম্ ?

হ্যামিণ্টন্। Sure, yes, হামরা এটাকে সাধনা বলিয়া মনে করি, কিন্তু হামি দেখিয়াছে কিতাব না পড়িয়া এদেশে বহুত ডাংদার বনিয়াছে।

শা-আলম। আমরা শুনেছি সন্ন্যাস্ আপনার চিকিৎসার গুণে কাল-রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন। বহুকাল তো তিনি দরবারে আসতে পারেন নি।

হ্যামিণ্টন্। Yes, His Majesty is completely cured now He is free from piles. তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আজ প্রভাতেই আমি পরীক্ষা করিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে আজই দরবারে আসিতে পারেন।

(নেপথ্যে নকিব ঘোষণা করিল—দিল্লীখরো জগদীশ্বরো বা। ফারুকসিয়ারের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন। বাদশা সিংহাসনে বসিলে সকলে পুনরায় উপবেশন করিল।)

ফারুক। বহুদিন অসুস্থ থাকায় আমি দরবারে উপস্থিত থাকতে পারি নি, আশা করি আপনারা সকলেই সুস্থ আছেন।

শা-আলম্। আজ্ঞে আমরা সবাই ভাল আছি, তবে উজির সাহেব কিঞ্চিৎ চিন্তাগ্রস্ত।

আবদুল্লা। (ভীকু দৃষ্টিতে শাআলমকে নিরীক্ষণ করিয়া) তা না, হাঁ, মানে সম্রাট্ অসুস্থ হাওয়ায় আমরা চিন্তিত তো বটেই। তাছাড়া অসুস্থ থাকায় সম্রাটের বিবাহ স্থগিত রাখতে হয়েছে। বাদশার মাতুল শায়েরস্তা খাঁ নিজে গিয়ে যোধপুর থেকে মহাবাজ অজিতসিংহের কন্যাকে—আমাদের ভাবী বেগমসাহেবাকে নিয়ে এসেছেন দিল্লীতে। আজ মহাবাজ অজিতসিংহও এই দববাবে উপস্থিত আছেন।

হুসেন। মহারাজের নিকট আমরা ঋণী। মহাবাজকে পুষ্পত কথা কর্তব্য।

অজিতসিংহ। দিল্লীরেব সঙ্গে আত্মীয়তা হওয়ায় আমি নিজেকে গোঁববান্নিত মনে কবি। সমগ্র মাঝবাব সম্রাটের পতাকাতলে সমবেত হবে। আশা কবি রাজপুতদেব বীরত্বের কথা সম্রাট্ সম্যক অবগত আছেন।

ফাকক। হাঁ মহাবাজ। রাজপুতজাত বীরের জাত। তারা জনে জনে প্রকৃত যোদ্ধা—দেশভক্ত। আমরা আজ থেকে মহারাজকে দশহাজার মনসব্দাররূপে গ্রহণ করলাম। শুধু মনসব্দারই নয় আমরা মহারাজকে আজ থেকে মোঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বলেই মনে করবো।

অজিতসিংহ। (কুনিশ করিয়া) আমার এই তরবারি আজ হতে মোঘল সাম্রাজ্যের অস্ত্র নিযুক্ত থাকবে।

আবদুল্লা। আমি সম্রাটের অহুমতি নিয়ে সানন্দে ঘোষণা করছি যে আগামী জুম্মাবারে সম্রাট্ বাঠোর নন্দিনী রায় ইন্দর কুনয়ারকে বিবাহ করে লালকেল্লার নিয়ে আসবেন।

ফাকক। আমার আর একটা কাজ বাকী আছে। আপনারা জানেন আমাকে হুঁহ করবার জন্য জামাম্ হিন্দুস্থানের চিকিৎসকগণ

এগিয়ে আসেন কিন্তু কারও সাধ্য হয় না আমাকে রোগমুক্ত করতে। আর এই সাহেব নিজে থেকে আমার চিকিৎসার ভার নিয়ে অতি অল্প সময়েই আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলতে সক্ষম হন। বলুন সাহেব, আপনি আমার নিকট কি পুরস্কার প্রার্থনা করেন?

হ্যামিল্টন্। Your Majesty, যদি আপনি হামার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনি হামাদের—ইংরেজদের প্রার্থনা পূরণ করুন।

ফারুক। আবে, সে তো হবেই। তোমার ব্যক্তিগত কি চাই বল।

হ্যামিল্টন্। Your Majesty, জাতির প্রক্ষে ইংরেজের কোন ব্যক্তিগত প্রসন্ন থাকিতে পারেনা। আপনি হামাদের—ইংরেজদের প্রার্থনা পূরণ করিলেই হামি সুখী হইব।

ফারুক। বেশ, বল তোমরা কি চাও।

হ্যামিল্টন্। হামরা, ইংরেজরা সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে আপনার সাম্রাজ্যে। লেকেন পা রাখিবাব মত হামাদের কোন স্থান নাই। তাই হামার প্রার্থনা ইংরেজদের জন্ম কিছু জায়গা দিন যেখানে হামরা কুঠি নির্মাণ করিতে পারে।

ফারুক। বেশ, আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে যে কোনও স্থান তুমি বেছে নাও।

শা-আলম্। বেগর তক্ত আউর্ জাফ্রান্।

মিরজুমলা। তার অর্থ কি হল কবি?

শা-আলম্। তার অর্থ—দুটি স্থান বাদ দিলে যেখানে খুলী নিতে পার। প্রথমে, যেখানে তক্ত অর্থাৎ ঐ ময়ূর সিংহাসন আছে সেই স্থান ছাড়া, কারণ তাহলে ময়ূর সিংহাসন হারাতে হয় সম্রাটকে। আর দ্বিতীয়তঃ, যেখানে জাকরান্ হয় অর্থাৎ কাশ্মীর। আপনারা জানেন

আফরানের জন্তু কাশ্মীর থেকে সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ রাজস্ব আসে। সেটা বন্ধ হলে মোঘল সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙ্গে যাবে।

ফারুক। ঠিক বলেছেন কবি, তোমায় ধন্যবাদ।

হ্যামিল্টন। Your Majesty, আপনি আদেশ করুন যাতে সুলতানটি, গোবিন্দপুর আর সাম্রাজ্যের কাছে কিছু স্থান হামরা কিনে নিয়ে বাস করতে পারি। আব আপনার সাম্রাজ্যে যে কোন স্থানে I mean হিন্দুস্থানে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে পারি। আর যদি Your Majesty ইচ্ছা করেন তবে বাংলায় হামাদের বিনা শুক্রে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিন। We shall ever pray for Your Majesty. প্রতিবৎসর হামাদের কোম্পানী আপনাকে তার জন্তু তিনহাজার টাকা দিবে। আর স্মার্ট থেকেও হামাদের Custom duty উঠাইয়া লইতে হইবে—হামরা তার জন্তু আপনার দেওয়ানীতে বছরে দশহাজার টাকা দিবে। আউর হামাদের কোনই প্রার্থনা নাই।

আযতুল্লা। সম্রাট এই সঙ্গে বাংলার মুর্শিদকুলি খাঁর কথাটাও স্মরণ রাখবেন। করিমাবাদের প্রতিশোধ—

ফারুক। (উঠিয়া) সাহেব, সত্যই তুমি মহাত্মা—নিজের জন্তু কোন কিছু না চেয়ে তোমার স্বজাতির জন্তু প্রার্থনা করছেন। কে জানে ভারতবাসী কবে এমনি করে স্বজাতির জন্তু চিন্তা করবে। বেশ, তোমার সর্ব প্রার্থনাই আমি পূর্ণ করবো। এখনি ফরমান জারী করছি—আজ থেকে ইংরেজ আমার সাম্রাজ্যে—সমগ্র হিন্দুস্থানে বাণিজ্য করতে পারবে আর বাংলায় বিনাশুক্রে বাণিজ্য করতে পারবে। (হ্যামিল্টনের ইঙ্গিতে নেপথ্যে ইংরেজদের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সম্রাট সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে) জানি না ভুল করলাম কি ঠিক করলাম বিদেশীকে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিয়ে। কিন্তু আমি সম্রাট ফারুকসিয়র—যে আমার প্রাণ দিয়েছে তাকে আমার

অলেন্ন কিছুই নেই। আস্সা, তুমি দেখো—আমাব হিন্দুস্থান, হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত বাসভূমি যেন কখনও বিদেশী হস্তে না যায়—কখনও যেন স্বাধীনতা না হারায়। যদি আমাব ভুলের জগৎ মা, কোন-দিন তোমার শৃঙ্খলিত হস্তে হয় তবে আবার আমি জন্মগ্রহণ করবো—আবার আমি তোমার কোলে ফিবে আসবো—নিজের প্রাণ দিয়ে ও জন্ম-জন্মান্তরের সাধন দিয়ে তোমার শৃঙ্খল খোঁচন করবো।

---

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ল'লকেল্লার অন্তরমহলের একটি সুসজ্জিত কক্ষ। সময় সন্ধ্যা। ক.কক-  
উল্লিসা কুনি'শ করিয়া বাদশা ফারুকসিয়রকে আনয়ন করিল নিজ কক্ষে।]

উল্লিসা। আহ্নন আহ্নন সম্রাট্। আপনাকে আজ এত স্রিয়মান দেখাচ্ছে কেন জনাব? নতুন সাদী করেছেন, এ সময়ে কি এত বিষণ্ণ থাকতে আছে?

ফারুক। তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

উল্লিসা। না জাঁহাপনা।

ফারুক। তবে নতুন সাদী করে আমি যে খুব সুখী হয়েছি এ ধারণাই বা তোমার হ'ল কেমন করে?

উল্লিসা। আমি ঠিক সে অর্থে বলিনি। আপনার কর্তব্যের কথাই শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। রাঠোর নন্দিনী তো কোন দোষ করেনি, কাজেই তাকে অবজ্ঞা করার কোন অর্থই হয় না। এখানে না এসে আপনার এখন তার মহলেই যাওয়া উচিত ছিল।

ফারুক। জানি উল্লিসা, রায় ইন্দর কুনয়ার এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী—বাদশার বেগম। কিন্তু তিনি ফারুকসিয়রের কেউ নন। মোঘলহায়েমে তাঁর অমর্যাদা হবে না। বাদশা যেমন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন তিনিও ভেয়ানি রাজনৈতিক কারণে নিজেকে বলি দিয়েছেন। স্মরণ—

উল্লিসা। তবু বলবো জাঁহাপনা, আপনার এখন তার মহলেই যাওয়া উচিত।



ফারুক। কেন ?

উম্মিসা। রাষ্ট্রের স্বার্থে।

ফারুক। রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করে নিজেকে শক্তিশালী করতে—এই তো ?

উম্মিসা। হাঁ। সেই মিত্রতাকে দৃঢ় করতে হলে রাঠোর নন্দিনীকে সম্ভ্রষ্ট রাখতে হবে বৈকি। মনের দিক দিয়ে না হলেও মানের দিক দিয়েও তার প্রয়োজন আছে।

ফারুক। হয়তো আছে। তুমি হয়তো মহারাজ অজিতসিংহের কথা ভেবেই এ কথা বলছো। মাহুষ চেনবার যদি এতটুকুও আমার ক্ষমতা থাকে তবে আমার ধারণা একমাত্র নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কারও স্বার্থের প্রতি তাঁর নজর নেই। কন্যার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র মমতা আছে কিনা সন্দেহ। ইন্দের কুনয়ারের জন্ত দুঃখ হয়। তাকে আমি যোগ্য মর্যাদা দিলেও তার পিতার মনস্তষ্টি হবে কি না সন্দেহ।

উম্মিসা। সে দিক দিয়ে বিচার করতে বলছি না। তাঁর কন্যাকে আপনি ভালবাসছেন এটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাকে মর্যাদা দিয়ে যোধপুরকেই মর্যাদা দিচ্ছেন কি না এটা নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

ফারুক। তুমি শুধু আমার বেগম নও উম্মিসা, তুমি আমার মন্ত্রীও। বেশ, তোমার পরামর্শ মতই চলবো। কিন্তু আজ আমি বড়ই ক্লান্ত।

উম্মিসা। কেন, কি হয়েছে ?

ফারুক। তোমার কথাই ঠিক উম্মিসা। তাকে তাউসের নীচে বড়বস্ত্র, হীন চক্রান্ত আর হিংসা—শক্তির স্থান নেই ওখানে। তাই আমি ক্লান্ত—বড়ই ক্লান্ত। এবার আমি বিজ্রাম চাই, তুলে থাকতে চাই এই জঘন্য রাজকার্য। তুমি—তুমি আমার বিজ্রাম দাও উম্মিসা।

উম্মিসা। আজ আর তা সম্ভব নয় জাঁহাপনা।

ফারুক। ভুল করেছি বলে তুমিও শাস্তি দেবে ?

উম্মিসা। না না, সে জন্ত নয়। এখন আপনার ফিরে আসা চলে না। জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে কিন্তু পিছনে ফিরে যাওয়া যায় না।

ফারুক। কেন ?

উম্মিসা। মানুষ প্রথমে ক্ষমতার লোভেই রাজকার্য্য গ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পরই দেখা যায় ক্ষমতা রক্ষা করা খুবই কঠিন। তাকে রক্ষা করতে হলে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর সে দায়িত্ব পালন করতে হলে নিজের সুখ শান্তি বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছেন ক্লান্ত হলেও বিশ্রাম নেওয়া চলবে না।

ফারুক। এমন কোন দাসত্ব লিখে দিই নি।

উম্মিসা। ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা, আপনাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু হুখে দুঃখে যখন আমাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেছেন তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন না করা অত্যাচার। সেটা শুধু রাষ্ট্রের নয়, শাসকেরও সর্ব্বনাশ ডেকে আনে। যুগে যুগে এরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বেশী দিনের কথা নয়—জাহান্দার শাহ নিজের জীবন দিয়ে কি দেখিয়ে যান নি যে দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন না করার কি পরিণাম ?

ফারুক। জাহান্দার শাহ দুর্ব্বল ছিলেন।

উম্মিসা। দায়িত্ব পালন না করলে দুর্ব্বলতা যে আপনিই আসে জাঁহাপনা।

ফারুক। তুমি বুঝতে পারছেন না, আমি বড়ই ক্লান্ত।

উম্মিসা। ক্লান্তির কাছে নতি স্বীকার করলে চলবে না জাঁহাপনা।

ফারুক। না, না আমি আব পারছি না। তুমি আমাকে সিরাজী দাও। কিছুক্ষণেব জন্তু আমাকে সব ভুলে থাকতে দাও।

উন্নিসা। কি হয়েছে এবার বলুন জাঁহাপনা।

ফারুক। ( দৃঢ়তার সঙ্গে ) অন্দর মহল বিলাসের স্থান, রাজ-কার্যের নয়।

উন্নিসা। কিন্তু স্বী তো শুধু নরসহচরী নয়—সে অর্দ্ধাঙ্গিনী, দায়িত্বের ভাগ তাবও।

ফারুক। ( বিদ্রোপেব সুরে ) স্বী অর্দ্ধাঙ্গিনী খৃষ্টানদের—হিন্দু বা মুসলমানদের নয়—কারণ তাবা বহুবিবাহ করে।

গমনোত্তত

উন্নিসা। যাবেন না সম্রাট্।

ফারুক। আগার বিশ্রামেব প্রয়োজন। তোমার এখানে যখন সে প্রয়োজন মিটেবে না তখন আমি নর্ত্তকীমহলে চললাম। সেখানে সুখা আর নারী আমাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

উন্নিসা। কিন্তু পাটনাব প্রাসাদে আপনি আমাকে কি কথা দিয়েছিলেন?

ফারুক। কি?

উন্নিসা। আমাকে অস্বীকার করবেন না।

ফারুক। অস্বীকার তোমাকে আমি করি নি, তুমি আজ আমাকে কহলে। ( পুনরায় গমনোত্তত )

উন্নিসা। একটু অপেক্ষা ককন জাঁহাপনা, আমি আপনাব বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। ( প্রস্থান )

ফারুক। “শিয় পবিচিত যত চাকমুখগুলি

বলো আজ লুকানো কোথায় ?

বলো কোথা কোন দেশে গেল বুলবুলি—

গোলাপ সে ঝরে কোথা যায় ?

জিজ্ঞাসিহু এই প্রশ্ন জ্ঞানীয়ে যে দিন

কহিল সে দিখালজ্জাহীন

সুখ পানে চিন্তা করো দূর,

তারে যেথা চলে যায়—চিরদিন অজ্ঞাত সে পুর।”

( রায় ইন্দর কনরারের হস্তধারণ করিয়া কারকউরিন্সার প্রবেশ )

উরিন্সা । জাঁহাপনা, আমার ভগ্নী ইন্দর আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে । আসি ভগ্নী ।

( প্রস্থান ।

ফারুক । ইন্দর, ( ইন্দর নীরবে বাদশার দিকে চাহিল ) আমাকে তোমার ভাল লেগেছে ইন্দর ? ( ইন্দর লজ্জায় মাথা নত করিয়া হাসিল ) মোঘল বাদশা বহুপত্নীক জেনে তোমার দুঃখ হয় না ?

ইন্দর । রাজপুতরাও বহুদাব জাঁহাপনা ।

ফারুক । তোমার কাছে আমি যাইনি বলে অভিমান হয়েছে ?

ইন্দর । আমি জানি সম্রাট ।

ফারুক । জান—কি জান ?

ইন্দর । আপনি সম্রাট । আপনার বহু কাজ । বেগমদের মনো-রঞ্জন করা সম্রাটের পক্ষে সব সময়ে সম্ভবপর নয় আর অভিপ্রেতও নয় । আর আমাদের জীবনও যে বিলাসের জন্ত নয় এ শিক্ষাও আমরা পেয়েছি ।

ফারুক । আচ্ছা ইন্দর, একটা প্রশ্ন করবো ?

ইন্দর । আদেশ করুন জাঁহাপনা ।

ফারুক। এই মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে আপনার কে ?

ইন্দর। এ প্রশ্ন কেন খোদাবন্দ ?

ফারুক। ধরো এমনিই।

ইন্দর। আপনি কি রাজপুত রমণীদের কথা শোনেন নি ? আপনি কি জানেন না যে স্বামী ছাড়া তাদের অণু কোন ধারণা নেই ? জীবনে মরণে তাদের সমস্তই কেবল স্বামী ?

ফারুক। ধরো, যদি কখনও আমি তোমাকে অনাদর করি ?

ইন্দর। অনাদর কবলেও স্বামী স্বামীই। অণু কোন কথা রাজপুত রমণী শেখে নি জাঁহাপনা। যতো অনাদরই পাক্ তবু রাজপুত রমণী হাসতে হাসতে তাব স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। বিবাহিতা রাজপুত নারী যে স্বামী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না জাঁহাপনা।

ফারুক। আচ্ছা ইন্দর, আমার জ্ঞান প্রয়োজন হলে তুমি কি করতে পার ?

ইন্দর। আপনার জ্ঞান প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে পারি—আবার প্রয়োজন হলে আত্মবিসর্জনও দিতে পারি।

ফারুক। ( তাহাকে আরও নিকটে আকর্ষণ করিয়া ) আচ্ছা ইন্দর—

ইন্দর। বলুন সম্রাট্।

ফারুক। তোমার পিতাকে তোমার কিরূপ মনে হয় ?

ইন্দর। এ প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা ?

ফারুক। তোমার পিতা কি প্রয়োজন হলে তোমার জ্ঞান সব কিছুই করতে পারেন ?

ইন্দর। জাঁহাপনা, আপনি আমার স্বামী—হুতরাং আপনার

কাছে কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। আমার পিতা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছে সেদিনই— আমি পর হয়ে গেছি। (বাদশা নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল) জাঁহাপনা—

ফারুক। বলো।

ইন্দর। সম্রাট, আমার পিতা যাই হন আমি তো আপনার। প্রয়োজন হলে পিতার বিরুদ্ধেও আমি আপনার জন্ত অস্ত্র ধারণ করতে পারি।

ফারুক। আমি তা জানি ইন্দর, আমি তা জানি। এইটুকুই আমার সাধনা। চারিদিকে শঠতা, হীনচক্রান্ত আর নানা পঙ্কিলতার মধ্যেও তুমি আর ফারুকউল্লিঙ্গ—দুটি নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ কমল চেয়ে আছে আমারই দিকে—এটাই আমার একমাত্র সাধনা।

(দীর্ঘ দীর্ঘে প্রশ্বাস)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাংলার নবাবের অন্তঃপুরের একটি কক্ষ। গ্লিষ্টউন্নিয়া আপন সৌন্দর্য বিকাশ করিতে প্রসাধনে মগ্ন। সময় সন্ধ্যা]

জিন্নৎ। বাংলার নবাবের একমাত্র কন্যা হয়েও আজ আমি স্ত্রী নই। রূপ, যৌবন—কোনটাই বা আমার অভাব? আমার কৃপাকটাক্ষ লাভ করতে বাংলার যুব সম্প্রদায় আজ ব্যাকুল। অথচ নিজের স্বামী—সুজাউদ্দৌলা একবার ফিরেও চাইলে না। উড়িষ্যায় সুরা আর নক্তকী নিয়ে সে মশ্গল। যাক্—যাক্ সে নরকের পথে—তার কথা আর ভাববো না। তালুক সে দেয় না কেন—কেন? বোধহয়—বোধহয় কেন নিশ্চয়ই বাংলার মসনদের দিকে তার নজর। যাক্ তার কথা আর ভাববো না। কিন্তু সেনাপতি শোভনলাল এখনও এলো না কেন? জনাবৎ খাঁর মৃত্যুর পর করিম খাঁ আজ বাংলার সিপাহশলার আর তাবই সহকারী এই শোভনলাল। কি বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা—কিন্তু কি উদার। আমারই কৃপায় সাধারণ সৈনিক থেকে আজ সে একজন সেনাপতি, কিন্তু তবুও তাকে আমার কৃপাভিখারী বলে মনে হয় না—আমার কথাটাও সে উপেক্ষা করে। আমি দেখতে চাই কত সাহস এই হিন্দু যুবকের—বাংলার নবাব-নন্দিনী সুন্দরী জিন্নৎউন্নিয়ার প্রেম সে উপেক্ষা করে।

[দীর্ঘে ধীরে শোভনলালের প্রবেশ]

শোভনলাল। সাহাজাদী, আমার স্মরণ করেছেন?

জিন্নৎ। এসো এসো শোভনলাল—তোমার জগুই অপেক্ষা করে আছি।

শোভনলাল। আদেশ করুন—

জিন্না। আদেশ না করলে কি আসতে নেই ?

শোভনলাল। তা কেমন করে সম্ভব ? আপনি বাংলার নবাবের আদরিণা কন্যা—বাংলাব ভাবী উত্তরাধিকারিণী। নবাবের পুত্র নেই—তাব ওপব বৃদ্ধ হইয়েছেন। তাই তো তিনি বুদ্ধিমতী কন্যাব পরামর্শেই রাজকার্য্য নির্বাহ করেন। আব নবাবনন্দিনীও রাজকার্য্যে অন্তঃপুর পবিত্যাগ করে সর্বজন সমক্ষে আসতে পেরেছেন। কাজেই আমার মত একজন সাগাণ সৈনিকের পক্ষে কেমন করে নবাবনন্দিনীর পবিত্র হারেন্দ্রে প্রবেশ করা সম্ভব ? আব সে স্পর্ধাও আমার নেই।

জিন্না। সে কি শোভনলাল ? তুমি তো আজ সাগাণ সৈনিক নও ?

শোভনলাল। তা জানি সাহাজাদী। আপনারই কৃপায় আজ আমি বাংলাব সেনাপতি। তাব জন্ত আমি আপনাব প্রতি কৃতজ্ঞ।

জিন্না। কৃতজ্ঞ—কৃতজ্ঞ—কে চেয়েছে তোমার কৃতজ্ঞতা ? শোভনলাল, তুমি এত ছেনেমানুষ নও যে বাংলার নবাবনন্দিনীর রূপাকটাক্ষেব পবিতর্কে দেবে কেবল কৃতজ্ঞতা। আমার রূপ—আমার যৌবন কি তোমাকে মুগ্ধ করতে পাবে না ? শোভন, (তাহাব নিকটে আসিয়া) শোভন, আর আমাকে দূরে রেখ না। তোমার জন্ত—(শোভনলাল মস্তক অবনত কবিল) একি তথাপি নীরব ? এসো শোভন—(তাহার হস্ত ধারণ কবিল)।

শোভনলাল। ক্ষমা করুন সাহাজাদী, তা হয় না। আমি হিন্দু, যবন কন্যা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জিন্না। সে কি শোভনলাল, প্রেমের কাছে কি জাত তুচ্ছ নয় ? তাছাড়া এ কথা ভুলো না আমার রূপায় তুমি আজ বাংলার সেনাপতি। বাংলার নবাব বৃদ্ধ হইয়েছেন, তাঁর পুত্র নেই। জামাতা স্বরাসক্ত—কে বলতে পারে একদিন বাংলার মসনদ তোমার হবে না ?



শোভনলাল। না, তা হয় না। যখনকাল গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব। আমাকে আর লোভ দেখাবেন না।

( গমনোচ্ছত )

জিন্নৎ। দাঁড়াও, তোমাকে মাথায় রাখতে চেয়েছিলুম কিন্তু তুমি তার উপযুক্ত নও—তোমাকে পদদলিত করাই কর্তব্য। এই মুহূর্তে যদি তোমায় পদদলিত করি কে তোমাকে রক্ষা করবে ?

শোভনলাল। ভয় দেখাচ্ছেন ? আমি বাঙ্গালী—আমি হিন্দু—ভয় কাকে বলে তা আমরা শিক্ষা করিনি। এই তরবারি সর্বক্ষেত্রে আমার সহায়—বহু যুদ্ধক্ষেত্রে এই তরবারিই আমাকে রক্ষা করেছে—এই তরবারিই আমাকে রক্ষা করবে নবাবনন্দিনী—

( দ্রুত প্রগমন )

জিন্নৎ। এতো স্পর্ধা এই কাকের কুন্তার ! জানে না যে জিন্নৎ-উল্লিসার বিরুদ্ধভাজন হয়ে একদিনও এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না ! মূর্খ জানে না যে সাপের লেজ পা দিলেই সেই দলিতভুজঙ্গিনী ফণা বিস্তার করে ওঠে। আর তার সেই দংশনের তীব্র জ্বালা কোন মানুষের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। এই কে আছিস ? ( বৃদ্ধ নবাবের উত্তেজিতভাবে একটি করমান্ লইয়া প্রবেশ ) একি, আকাজান, আপনি—আপনি এতো উত্তেজিত কেন ? বহু পিতা—

মুর্শিদকুলি। বসবো ? বসবে—হাঁ এবার আমাকে বসতেই হবে।

জিন্নৎ। কি হয়েছে পিতা

মুর্শিদকুলি। গেল, গেল—সব গেল। আমার সাধের বাংলা—সাধের মুর্শিদাবাদ আর রক্ষা করা গেল না।

জিন্নৎ। সে কি ? কে আক্রমণ করেছে বাংলা ?

মুর্শিদ। আক্রমণ, আক্রমণ তো কেউ করেনি জিন্নৎ। কিন্তু এ যে আক্রমণের চেয়েও ভীষণ। আর তো বাংলাকে রক্ষা করা গেল না। আমার সাধের বাংলা—আমার সোনার বাংলা—

জিন্নৎ। উত্তেজিত হবেন না পিতা। বলুন কি হয়েছে ?

মুর্শিদ। ও, তোকে এখনও বলা হয়নি। আমার চিরশত্রু ফারুকসির সম্রাট হয়েই ফরমান জারী করেছে—ইংরেজ বেনিয়া বিনাশ্বে বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে। আর—

জিন্নৎ। আর কি পিতা ?

মুর্শিদ। গঙ্গার ধারে স্মতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামে তারা কুঠি নির্মাণ করতে পারবে।

জিন্নৎ। ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানী আমাদের বিনা অহুমতিতে বাংলার বুকে কুঠি নির্মাণ করবে ?

মুর্শিদ। তাই তো, বড়ই বিপদ জিন্নৎ। তারা এখনও আসছে না কেন ? ( করিম খাঁ ও শোভনলাল প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল। জিন্নৎউন্নিসা শোভনলালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তম্ভভরে মুখ ফিরাইল। শোভনলাল নতমস্তকে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ) এসো, এসো, তোমরা এমেছো—তোমাদের জন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

করিম। আদেশ করুন নবাব সাহেব।

মুর্শিদ। আদেশ করবো ? আদেশ করবার দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। তুমি শুনেছো তো করিম খাঁ, বাদশা ফারুকসিয়র, আমার চিরশত্রু ফারুক আবার নতুন এক ফরমান জারী করেছে। তুমি শুনেছো শোভনলাল ?

শোভনলাল। এইমাত্র সৈন্যাধ্যক্ষ করিম সাহেবের নিকট অবগত হলাম জনাব।

মুর্শিদ। ফারুকসিয়র পাটনা থেকে একবার আদেশ করে পাঠায় যে বাংলার রাজস্ব বাদশা জাহান্দার শাকে না দিয়ে ওকেই দিতে হবে।

করিম। তার জবাব তো সে করিমাবাদের প্রাস্তরেই পেয়ে গেছে।

মুর্শিদ। হাঁ, সে কথা সে ভোলেনি। তাই তক্তে তাউসে বসেই সে এই ফরমান্ জারী কবেছে। এই ফরমান্ মেনে নিলে—

জিন্নাং। কি বলছেন পিতা, এতবড় অপমান বাংলার নবাব মেনে নেবেন? বাংলার নবাব মোঘলকে রাজস্ব দেন বটে কিন্তু তিনি স্বাধীন—বাংলা আজ স্বাধীন স্রবা—দিল্লীর অন্তর্গত নয়। তার সেই স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে—বাংলার নবাবেব সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজ বেনিয়াকে বাংলায় বিনাশুদ্ধে বাণিজ্য করবার অধিকার দিয়ে সম্রাট অভ্যস্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য করেছেন।

করিম। আমার মনে হয় নবাব কখনও এই অগ্রাঙ্গ আদেশ মাথা পেতে নেবেন না।

শোভনলাল। তাতে যদি বাদশার বিরুদ্ধে—ফারুকসিয়রের বিরুদ্ধে আর একবার যুদ্ধ করতে হয় বাংলার নবাব সিধা করবেন না।

জিন্নাং। শুধু তাই নয়। আপনি কি মনে করেন পিতা যে ইংরেজ বেনিয়া শুধু অবাধ বাণিজ্য করে আর বাংলার বুকে কুঠি নির্মাণ করে নীরবে বসে থাকবে? পররাজ্যলোভী এ বেনিয়া যে একদিন বাংলাকে গ্রাস করবে না কে বলতে পারে?

মুর্শিদ। তাহলে কি আমরা এই ফরমান্ মেনে নেব না?

জিন্নাং। কিছুতেই নয়। এই ফরমান্ মেনে নেওয়া মানেই

বাংলাব সৰ্কানাশ করা। এই ফরমানের জবাবে আজ থেকে আমরাও মোঘল বাদশাকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করবো।

মুর্শিদ। তাব অর্থ আমরা বিদ্রোহ কববো ?

জিন্নৎ। বিদ্রোহ। এর নাম কি বিদ্রোহ করা ? সম্রাট যদি মতিচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুস্থানের একেকটা সুরা বিলিয়ে দেন তাহলে কি সেই সুরেদার তাঁব সেই আদেশ মেনে নিতে বাধ্য ? আর তাছাড়া দিল্লীব বাদশা এখন একদিকে মারাঠা, একদিকে রাজপুত আব এক দিকে শিখ—এই তিন শত্রু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এই সুযোগে—

করিম। ঠিক কথা নবাবসাহেব, বাদশা আজ মতিচ্ছন্ন, কাজেই তাঁব এই অণ্ডায় জুলুম আমরা মেনে নিতে পারি না।

মুর্শিদ। বেশ, তবে তাই হক। দিল্লীব বাদশাকে, আমার চিরশত্রু ফারুকসিয়রকে জানিয়ে দি, আমরা তোমার আদেশ, তোমার ফরমান মানি না—আমরা বিদ্রোহী।

শোভনলাল। স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জবাব আমি নিজে দিল্লী গিয়ে দিয়ে আসতে চাই জনাব। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন নবাবসাহেব।

মুর্শিদ। সে কি যুবক, তোমায় যে আমি পুত্রতুল্য স্নেহ করি। দিল্লীতে এই বার্তা নিয়ে যাওয়া যে কিরূপ বিপদের কার্য তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ? না না, তা হয় না শোভনলাল। দিল্লীতে অল্প কোন দূত পাঠালেই চলবে।

জিন্নৎ। সে কি পিতা ? হিন্দু শোভনলাল বীর—সে যখন নিজেই এই কার্য করতে উৎসুক তখন তাকেই পাঠান হক। দাঁড়ান পিতা, আমি আপনার পত্র লিখে নিয়ে আসি, আপনি শুধু দস্তখৎ করে দেবেন।  
( প্রস্থান )

করিম। ( স্বগত ) তাইতো, শোভনলাল এই কার্য কেন করতে

চায় আর নবাবনর্দিনীই বা তাকে এই লাক্ষাৎ মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে ব্যস্ত কেন ? অথচ এই জিন্নৎউল্লিসাই একদিন—তবে কি, না, তাই বা কি করে সম্ভব । জনাব, আমারও মনে হয় এই কার্বে অন্ত কাউকে পাঠালে ভাল হয় । এ যে মৃত্যুর হাতে শোভনলালকে ঠেলে দেওয়া । তার চেয়ে—

( জিন্নৎউল্লিসার পত্র লইয়া প্রবেশ )

জিন্নৎ । এই নিন পিতা, এইখানে দস্তখৎ করুন ।

মুর্শিদ । দস্তখৎ করছি । কিন্তু এই বিপদের কাছে শোভনলালকে না পাঠালে কি চলতো না ?

শোভনলাল । দিন্ দিন্, আমি এখনই দিল্লী যাত্রা করছি । ( পত্র লইয়া দ্রুত প্রস্থান )

মুর্শিদ । চলে গেল । কি জানি, ভাল করলাম কি মন্দ করলাম । খোদা তুমি দেখো ।

করিম । আমি তাহলে আসি জনাব । ( কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান )

জিন্নৎ । আহুন পিতা, এইবার বিশ্রাম গ্রহণ করবেন চলুন ।  
[ প্রথমে জিন্নৎ, পিছনে মুর্শিদকুলি খাঁ অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে ]

মুর্শিদ । একদিকে চিরশত্রু ফারুকসিয়র, আর একদিকে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানী । জানি না খোদা, আমার সোনার বাংলার স্বাধীনতা থাকবে কি না । ) ]

---

## তৃতীয় দৃশ্য

(লালকেন্দ্রার শিস্মহল। লালকুমারী নাই কিন্তু শিস্মহল টিক পূর্বের মতই সজ্জিত। সেখানে হান পাইরাছে প্রধান বাইজী রোসেনারা। সৌন্দর্যে লালকুমারীর চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, হয় তো আরও একটু উজ্জ্বল। সম্রাট কাককসিরর তাহার নতুন মোসাহেব কাবলেশখাঁ সহিত প্রবেশ করিল। কাবলেশ খাঁ আর এনায়েৎ খাঁ একই ব্যক্তি। সময়—সন্ধ্যা।)

কাবলেশ। আহুন সম্রাট্, আহুন। আজ এমন আমোদের ব্যবস্থা করেছি—

ফারুক। চমৎকার। তোমার কথাবার্তায় আমার বেশ আমোদ হয়।

কাবলেশ। আজ্ঞে সে তো নিরামিশ।

ফারুক। নিরামিশ—নিরামিশ কি বকম?

কাবলেশ। আজ্ঞে জাঁহাপনা, সে অনেকটা এই হিঁদুদের মাংস খাওয়া। তারা মাংস খাবে তবু পেঁয়াজ খাবে না। বলে নিরামিশ মাংস।

ফারুক। বেশ বলেছ, হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ—নিরামিশ মাংস।

কাবলেশ। আজ্ঞে জাঁহাপনা, তাই বলছিলাম আমার কথায় যদি খোদাবন্দ আমোদ পান সে তো ঐ নিরামিশ মাংস। তার সঙ্গে যদি টাকনা না দেওয়া হয়—মানে তার সঙ্গে যদি হুন্দরীর নাচ আর সরাপ না থাকে তো সে ঐ নিরামিশ মাংস। তাইতো জাঁহাপনাকে নিয়ে এলাম এই শিস্মহলে। এখানে হুজুর এমন আমোদের ব্যবস্থা করে রেখেছি যে জাঁহাপনার আর কিছুতেই মন বলবে না।

ফারুক। বসো, বসো। তোমার নামটা এখনও আমার ঠিক রপ্ত হয়নি। কি যেন বললে—কাবুল থা—

কাবলেশ। আজ্ঞে না হজুর, এই বান্দার নাম কাবলেশ থা, আমার পিতার নাম মবলেশ থা, আর আমার পিতামহ কমলেশ—

ফারুক। সে কি কাবলেশ থা, তোমার পিতামহের নাম কমলেশ? ও নামটায় যেন হিঁহু হিঁহু গন্ধ রয়েছে।

কাবলেশ। ঠিক ধরেছেন জাঁহাপনা। আমার নানা হিঁহু ছিলেন। তাইতো আমি ঐ হিঁহুদের দেখতে পারি না। আমি যদি বাদশা হতাম তো ঐ হিঁহুদের একেবারে কাবাব বানিয়ে ফেলতাম।

রোসেনারা। সত্ৰাটের জয় হ'ক (কুর্গিশ করিয়া)—জাঁহাপনা কি পথ ভুলে এই নর্তকীমহলে?

ফারুক। কেন বাদ্গী, মোঘল বাদশারা কি কখনও নর্তকীমহলে আসেন নি?

রোসেনারা। আসবেন না কেন? অনেকেই এসেছেন। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও ছিল। সত্ৰাট্ আলমগীর ছিলেন সেই ব্যতিক্রম। তিনি কখনও স্ত্রী স্পর্শ করেন নি, আর নর্তকীমহলের পথেও পা বাড়ান নি। জাঁহাপনাকেও আমরা সেই রকম ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিয়েছিলাম কারণ আলমগীরের মতই জাঁহাপনাও গোড়া মুসলমান। তাঁর মতো আপনিও জিজিয়া—

ফারুক। জিজিয়া, জিজিয়া, এখানেও জিজিয়া? কি বলতে চাও বাদ্গী?

কাবলেশ। কিছু না, কিছু না। ও সব বাজে বুট্ কামেলায় কাদ দেবেন না হজুর। আমি এখনই আপনার জগ্ন সিরাজী নিয়ে আসছি।

ফারুক। বলো বাদ্গী, তুমি কি ক্লাতে চাইছিলে?

রোসেনারা। গোস্তাফি মাপ্ করবেন খোদাবন্দ্। আমি ভেবে-  
ছিলাম আপনি যখন আবার জিজিয়া কর স্থাপন করেছেন তখন আপনিও  
আলমগীরের মত গোঁড়া মুসলমান। কাজেই আপনিও নর্তকীমহলে  
আসবেন না।

ফারুক। আমি মুসলমান, কিন্তু আলমগীরের মত চির বৃদ্ধ নই।  
আমি যৌবনকে উপভোগ করতে চাই। শাকী আর সিবাজী আমি  
অবহেলা করি না। দাও বাজীজী, আমাকে সিরাজী দাও।

কাবলেশ্। এই যে জাঁহাপনা, আমি দিচ্ছি।

বোসেনাবা। (কাবলেশের হস্ত হইতে সিরাজীর পাত্র লইয়া)  
আস্থন সম্রাট্। (সম্রাট পানপাত্র গ্রহণ করিয়া সবটুকু এক সঙ্গে পান  
কবিল।)

ফারুক। আঃ, চমৎকাব। চাবিদিকে চক্রান্ত আব বডবস্ত্রের  
মাঝে আমি ইঁপিয়ে উঠেছি। দাও দাও, আবও সিরাজী দাও—আমায়  
ভুলে থাকতে দাও যে আমি হিন্দুস্থানের বাদশা।

রোসেনারা। এই নিন জাঁহাপনা।

ফারুক। আঃ, বড স্তন্দর তোমাব সিবাজী আর তাব চেয়েও  
স্তন্দর তুমি। তুমি কি বেহস্তের হরী?

রোসেনারা। না জাঁহাপনা। আমি সামান্ত নর্তকী। নাম  
রোসেনারা।

ফারুক। রো-সে-না-রা?

কাবলেশ্। আন্তে হাঁ জাঁহাপনা। দেখছেন না সমস্ত শিস্মহলটাই  
একেবারে রোসনাই করে রেখেছে।

ফারুক। কাবলেশ্, খাঁ ঠিকই বলেছে রোসেনারা। দেখো এই  
রোসনাই যেন কোনদিন আমার জীবন থেকে মুছে না যায়। আমি বড  
ক্লান্ত রোসেনারা—আমার শান্তি দাও, বিজাম দাও।



কাবলেশ। বাস, আর বাজে কথা নয়। নাও বাদ্গী, এইবার তোমার মনমোহিনী নৃত্য শুরু কর।

রোসেনারা। জাঁহাপনাকে আনন্দ দিতে এই বাদী কিছুমাত্র কস্বর করবে না। (নৃত্য আরম্ভ হইল। কাবলেশ খাঁ তারই মাঝে মাঝে সরাপের পাত্র হস্তে লইয়া বাদ্গীর নকল করিয়া নাচের নানা ঢং করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বাদশাকে সরাপ্ পরিবেশন করিতে লাগিল। নৃত্য শেষ হইলে)

ফারুক। চমৎকার, চমৎকার। এই ছনিয়াতে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। দাঁও আরও সিরাজী দাঁও। তুমি আমার সহায় থাকলে আর আমার ভয় কি? (এই সময়ে কবি শা-আলমের প্রবেশ। তাহার পরণে দরবেশ বা ফকিরের বেশ।)

শা-আলম। দশমন্ চে কুনাদ্, চু মেহেরবান্ বাশদ্ দোস্ত—ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা। বন্ধু সহায় থাকলে শত্রু কি করতে পারে?

ফারুক। কে কে তুমি?

কাবলেশ। তুমি আবার কোন বেহস্ত থেকে নেমে এলে চাঁদ, সরে পড় সোনার চাঁদ—এখানে ভিক্ষে টিক্ষে হবে না।

শা-আলম। আমি শা-আলম।

ফারুক। কবি শা-আলম?

শা-আলম্। ছিলাম কবি। আজ আমি দরবেশ। বড় দুঃখে আজ আমি সাধের দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ফারুক। সে কি কবি, তুমি দিল্লী ছেড়ে—আমাদের ছেড়ে দরবেশ হয়ে চলে যাবে? তোমার কাব্যসুধা আর আমরা পান করতে পাবো না?

শা-আলম। জাঁহাপনার অহুগ্রহছায়ায় থেকে সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছি—হয়তো সফলও হয়েছে। কিন্তু খল ও হিংস্রকে সন্তুষ্ট করার কোন উপায়ই দেখলাম না। তারা আপনার ক্ষতি বা

কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। জাঁহাপনার সম্পদ ও সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হউক্।

“কারো মনে যদি ব্যথা নাহি দেই একেবার

হিংস্রক তবু কল্যাণ মম চাবে না ;

আপনার মনে জলিয়া মরে সে অনিবার,

মরণ ব্যতীত এ জ্বলন তার যাবে না।

হতভাগাগণ সতত করে এ কামনা

বিভব গৌরব অপরের যেন নাহি রয় ;

মহান উজল সুরুজের বল কি গোন।

তার কর যদি চামচিকা-চোখে নাহি সয় ?

শত চামচিকা হউক অন্ধ ভাল তা

ববির কিরণ কখন না যেন হয় লয়।”

বিদায় জাঁহাপনা, বিদায়—খোদা হাফিজ্। ( প্রস্থান। শা-আলম প্রস্থান করিলে কাবলেশ খাঁ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহার গমন পথের দিকে দেখিয়া )

কাবলেশ । আঃ, বাঁচা গেল। ব্যাটা আমাদের এমন আমোদটা মাটি করে দিলে। নাও, রোসেনারাবাদ্দি, আর একবার তোমার রোস-নাই দেখিয়ে সম্রাটকে খুস করে দাও।

রোসেনারা । খোদাবন্দ—

ফারুক । বলো রোসেনকুমারী ।

রোসেনারা । একটা কথা বলতে চাই ।

কাবলেশ্ । আবার কথা কেন ?

ফারুক । বলো, কি বলতে চাও বলো, এতো ধিধা কেন ?

রোসেনারা । সম্রাট্, নর্তকীমহলে আপনি আর আসবেন না, এ স্থান আপনার জন্ত নয় জাঁহাপনা ।

ফারুক । কেন ?

রোসেনারা । আমার মনে হচ্ছে এতে আপনার কোনই আকর্ষণ নেই, কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা ।

ফারুক । কেন, আমি কি তোমাকে অবজ্ঞা করছি ?

রোসেনারা । না জাঁহাপনা । তথাপি আমি নারী । পুরুষের দৃষ্টি দেখলেই বুঝতে পারি সে কি চায়—কোন দৃষ্টি কামনামাথা আর কোন দৃষ্টিতে তা নেই সেটা বুঝতে আমার বেগ পেতে হয় না । আপনি আর মিছে নিজেকে বঞ্চনা করবেন না জাঁহাপনা । আপনি বেগম মহলেই ফিরে যান । আমরা বাদ্গী, আমরা কামনার ইন্ধন যোগাতে পারি—কিন্তু ভালবাসা—না না, ভালবাসা আমরা দিতে পারি না । আপনি যান—আপনি যান ( ক্রন্দনের আবেগে ভাঙিয়া পড়িল । )

কাবলেশ্ । এ আবার কি প্যান্ প্যান্ আরম্ভ হল ? জাঁহাপনা, আপনি কিছু ভাববেন না । এই সিরাজীটা খেয়ে ফেলুন ।

ফারুক । তাই দাও দোস্ত্ । ( পান করিয়া ) আঃ, আঃ, যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা ( ঢলিয়া পড়িল । )

রোসেনারা । কি হল, কি হল ?

ফারুক । যা হবার তাই হয়েছে । সেই পুরানো ব্যাথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে । আঃ—আঃ—( মুচ্ছা )

কাবলেশ্ । যদি আখের গোছাতে চাপ্ত তো এই বেলা সরে পড় । এ মুচ্ছা আর ভাঙবে না । ( প্রস্থান )

রোসেনারা । না না, তা হতে পারে না । বাদশাহ এই বিপদে তাঁকে ফেলে আমি কিছুতেই যেতে পারি না । যেমন করে হ'ক এঁকে বেগম মহলে পৌঁছে দিতেই হবে । বড় জালায় জলে যে উনি এখানে জুড়োতে এসেছিলেন ।

## চতুর্থ দৃশ্য

[ লালকেল্লার অন্দরমহলের একটি কক্ষ। প্রার্থনারত অবস্কার রফিউশানের বিধবা গঙ্গী জুবুদা। তাহার বেশভূষা মলিন। ]

জুবুদা। মোঘলহারেমের আজ কি অবস্থা। সম্রাট আওরংজীবের বংশধবদেব আজ কি শোচনীয় পরিণাম। জাহান্দার শা একে একে তাঁর ভাইদেব আজিম্ উশশান্, জাহানশা এমন কি আমার স্বামী রফিউশশানকেও হত্যা কবলেন। কিন্তু এত করেও তিনি নিষ্ফলক হতে পারলেন কৈ ? ভ্রাতৃপুত্র ফারুকসিয়রের হস্তে তাঁকেও নিহত হতে হল—এমনিই ভাগ্যের খেলা। ফারুকসিয়র তন্ত্রে তাউসে বসেই সমস্ত সাহাজাদাকে বন্দী করেছেন। কেন জানি না আমার দুই শিশু রফিউদ্-দরাজাত ও রফিউদ্ দৌলোকে কারাগারের বাইরে রেখেছেন। সবদাই আমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়—কখন বা জল্লাদের হস্তে তুলে দিতে হয় আমার দুই পুত্রকে। তাই তো বেগম ফারুকউল্লিসাকে সর্বদা খোসামুদ করি। খোদা, যার কেউ নেই তার তো তুমি আছ। দুঃখিনীর নয়ননিধি দুটিকে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছি, তুমিই তাদের দেখো। আজ কদিন ধরে লালকেল্লার চারিধারেই কেবল যেন কিসের একটা স্নান ছায়া লক্ষ্য করছি। শোনা যাচ্ছে উজির সাহেব নাকি সম্রাট আলমগীরের পৌত্র সাহাজাদা বিদার দিল্লীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর তাকে নাকি বেগম মহলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে সাহাজাদাকেও হত্যা করা হবে ? খোদা, খোদা, তুমি দেখো, ভয়ে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

[ বালক রফিউদ্ দরাজাতের প্রবেশ ]

রফি। মা মা, তুমি এখানে আর আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। জান মা, আমি আজ বাদশা হওয়া খেলা খেলছিলাম। আমি যেন বাদশা—

জুবেদা। চূপ্ চূপ্, একি কথা বলছি বাপ্। দেওয়ালেরও কান আছে। কে কখন শুনে ফেলবে—সর্বনাশ হবে। ওরে আমার যে তোরা দুভাই ছাড়া আর কেউ নেই রে!

রফি। কেন মা তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি তো বাদশা হতে চাই নি। আমার বন্ধুরা যে খেলবার সময় বললে—তুই আমাদের বাদশা হ, তাই তো, নইলে আমি বুঝি বাদশা হতে চাই? (অভিমানের ক্রন্দনোত্তত)

জুবেদা। ওরে না না। ও কথা বলতে নেই। কে কোথায় শুনে পাবে। ঐ যেন কার পায়ের শব্দ। (পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল)

রফি। কেন মা শুধু শুধু তুমি ভয় পাচ্ছ? আমার ভাগ্যে যদি বাদশা হওয়া থাকে তা কি তুমি এড়াতে পারবে? (আবহুন্নার প্রবেশ)

আবহুন্না। ঠিক বলেছে। সাহাজাদা, বাদশা হওয়া কার ভাগ্যে আছে কে জানে? (জুবেদা ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রকে আরও নিবিড় করিয়া ধরিল) ভয় পাবেন না বেগম সাহেবা। আজ দুদিন ধরে আমি সাহাজাদা বিদার দিলকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সারা লালকেলা উন্নত করি খুঁজেও সাহাজাদার হদিস পেলাম না। বেগম মহলে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বেগমরা মনে করেছেন আমরা বুঝি তাকে হত্যা করবো। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে আমরা সম্রাট আলমগীরের একজন যোগ্য বংশধরের খোঁজ করছি। তাকেই আমরা দিল্লীর মসনদে বসাতে চাই কাককসিরকে নামিয়ে এনে।

সাহাজাদা ঠিকই বলেছে—কার ভাগ্যে মসনদ আছে কে বলতে পারে ? এসো সাহাজাদা, তোমাকেই আমরা তক্তে ভাউসে বসাবো ।

( রফিকে ধরিল )

রফি । না না উজির সাহেব, আমি বাদশা হতে চাই না । আমি মার কাজেই থাকতে চাই—আমি সিংহাসনে বসতে চাই না । মা, মা—  
জুবেদা । রফি, রফি—( রফি মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলে আবদুল্লা  
কিছুক্ষণ ভীকৃদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল । )

আবদুল্লা । কোন ভয় নেই বেগমসাহেবা । আমি আল্লার নামে শপথ করছি আপনার পুত্রকে দিল্লীর মসনদে বসাবো । আপনার পুত্রকে বাদশার মর্যাদাধোগ্য বেশে সজ্জিত করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন । আমি কুতব-উল-মুলক্, আমি আপনাকে আবার বলছি, আপনার কোন ভয় নেই । আপনি হবেন বাদশাজননী ।

( পুত্রের হস্ত ধরিয়া জুবেদা প্রস্থান করিলে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া আবদুল্লা দুইবার হাততালি দিলে কাবলেশ খাঁর প্রবেশ । )

কাবলেশ । আদেশ করুন জনাব ।

আবদুল্লা । কেল্লার দক্ষিণদিকের ঘরে হারত্ৰাবাদের নিজাম বাহাদুর অপেক্ষা করছেন, তাঁকে সম্মানে নিয়ে এসো । ( কাবলেশ খাঁর প্রস্থান ) নিজামকে বাজিয়ে দেখতে হবে । নিজামের চোখে একটা স্বাধীনতার স্বপ্নের ঘোর লেগে থাকতে দেখেছি—সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে । ( নিজামের প্রবেশ ) আসুন আসুন নিজাম বাহাদুর, আপনার শারীরিক কুশল তো ?

নিজাম । আপনাদের দয়ায় আমি ভালই আছি । এদিককার কি খবর ?

আবদুল্লা । ( চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া ) এবার ফারুকসিয়ার সম্রাট হতে যাচ্ছেন ।

নিজাম । তাই না কি ? ( বিদ্রূপের হাস্য করিয়া ) আর আপ-  
নাদের কথামত চলছেন না বুঝি ?

আবদুল্লা । আশ্চে হাঁ জনাব । এই দেখুন না, জিজিয়া  
কর—

নিজাম । তা জিজিয়া কর স্থাপনের পরামর্শটা দিলেন কে ?

আবদুল্লা । পেয়ারের মিরজুমলা ।

নিজাম । তা ভাল কথা । তা জিজিয়া আদায় কবতে পারবেন  
কি ?

আবদুল্লা । তিনিই জানেন ।

নিজাম । আপনার কি মনে হয় ?

আবদুল্লা । আমার মনে হয় এ ব্যবস্থা মুসলমানদের ধ্বংসের পথে  
নিয়োগ হবে ।

নিজাম । তাহলে কি করবেন ঠিক করেছেন ?

আবদুল্লা । সেই পরামর্শের জগুই তো জনাবকে আমন্ত্রণ করা ।

নিজাম । আমার মনে হয় এ কর উঠিয়ে দেওয়া উচিত ।

আবদুল্লা । বাদশা যদি না চান ?

নিজাম । বাদশাকে বাধ্য করতে হবে ।

আবদুল্লা । বাদশা কিন্তু অগ্ৰ ব্যবস্থা করেছেন ।

নিজাম । কি রকম ?

আবদুল্লা । তিনি মেবারের রাণার সঙ্গে সন্ধি করেছেন ।

নিজাম । মেবার হিন্দু হয়ে জিজিয়া মেনে নিল ?

আবদুল্লা । না, মেবারের ক্ষেত্রে জিজিয়া মুকুব ।

নিজাম । তাহলে কেমনধারা কর ধার্য্য হল ?

আবদুল্লা । ব্যাপারটা আসলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, আগনাদের  
বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে ।

নিজাম। হাঁ, ব্যাপারটার তাই মনে হচ্ছে। তা আপনারা কি ঠিক করেছেন?

আবদুল্লা। আমাদের মতে (চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া) কাককসিয়রকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা কবতে হবে—আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

নিজাম। কি রকম?

আবদুল্লা। আপনার উদ্দেশ্য আমাদের অজানা নয়। আমরা জানি দাক্ষিণাত্যে আপনি স্বাধীন হতে চান। আমরা তাতে বাধা দেব না। আর তাছাড়া আপনাকে মালবের স্ববেদার করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। তার পরিবর্তে আমরা চাই শুধু আপনার সাহায্য।

নিজাম। বেশ, আমিও প্রস্তুত।

আবদুল্লা। আপনার অধীনে দশহাজার মারাঠা সৈন্য রয়েছে। তাছাড়া আপনাব নিজের সৈন্যও কম নয়। আপনি প্রয়োজন মত আমাদের সাহায্য করবেন। আর যদি সেরূপ প্রয়োজন নাই হয়—আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন এই আমাদের প্রার্থনা—বিনিময়ে হায়দ্রাবাদ আর তার সঙ্গে মালব।

নিজাম। বেশ, আমি শপথ করছি—আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকবো। আজ তাহলে আসি। (গমনোচ্ছত) কিন্তু দেখবেন, আমার মালব—(প্রস্থান)

আবদুল্লা। হাঃ হাঃ মালব, মালব। শুধু মালব কেন প্রয়োজন হলে আবদুল্লা সমগ্র হিন্দুস্থানও তোমায় দিতে পারে। আমি শুধু দেখতে চাই এই কাককসিয়রকে—আবদুল্লাকে অবজ্ঞা!]



## পঞ্চম দৃশ্য

(লালকেলার মন্ত্রণাকক্ষ। দুই বেগম কানকউল্লিসা ও রায় ইন্দর কুনরার পরামর্শ-রত। সময়—প্রভাত)

ইন্দর। একি বেগমসাহেবা, আমাকে এই মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এলেন কেন?

উল্লিসা। একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় আসে যখন পৃথিবী আঁধার করে দেয় তখন অসুখ্যাম্পশ্যা নারীও চলে আসতে বাধ্য হয় অন্তঃপুরের নিভৃতলোক ছেড়ে। আজ আমাদের সেই দশা। সম্রাটের বড়ই বিপদ।

ইন্দর। কি হবে বহিন্?

উল্লিসা। খোদার যা মর্জি তা হবেই। তবুও মাহুকের যা সাধ্য তা আমাদের করতেই হবে। সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী জনাব মিরজুমলা ও জনাব তকি খাঁ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তাই আজ আমিই তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছি পরামর্শ করবার জন্ত।

ইন্দর। কি হবে বহিন্? স্বামীকে কি করে রক্ষা করা যায়? সুনছি ঘরে বাইরে শত্রু।

উল্লিসা। ঠিকই শুনেছ বহিন্। তারা আজ সম্রাটকে সিংহাসন-চ্যুত করেই ক্ষান্ত হবে না, হয়তো—হয়তো কেন, তাঁর প্রাণেরও আশঙ্কা আছে। (ইন্দর তাহাকে জড়াইয়া ধরিল) কিন্তু তোমার তো ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তুমি রাজপুত—রাঠোর নন্দিনী। স্বামীর

বিপদে যে তোমাকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই বিপদে তোমার কর্তব্য বড় কম নয়।

ইন্দর। বলো, বলো বহিন্, আমাকে কি করতে হবে?

উম্মিসা। তোমার পিতা মহারাজ অজিত সিংহ এখন দুর্গের মধ্যেই রয়েছেন—কিন্তু তিনি রয়েছেন নির্বিচার দর্শকরূপে। মনে হয় তিনি বোধহয় শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এ বিপদে তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা হতে পারেন। কোন রকমে তাঁকে যদি সৈয়দভায়েদের বাধা দিতে রাজী করান যেতে পারে তাহলেই বাদশা এখনকার মত বিপদমুক্ত হতে পারেন। উপযুপরি যোগাক্রান্ত হয়ে আর দিনরাত স্থাপান করে বাদশা আজ শুধু শক্তি ও পৌরুষই হারাননি—তার সঙ্গে হারিয়েছেন তাঁর বুদ্ধি। কে শত্রু, আর কে মিত্র সেটুকু বোঝবার ক্ষমতাও তিনি হারিয়েছেন।

ইন্দর। বলো বলো আমি কি করবো?

উম্মিসা। তুমি নিজে যাও—এখনি তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আমার বিশ্বাস, তোমার চোখের জল তিনি কখনও উপেক্ষা করতে পারবেন না।

ইন্দর। কিন্তু কোথায় তাঁর দেখা পাব?

উম্মিসা। দেওয়ানী আমে তাঁর দেখা পাবে। এই মুহূর্তে তুমি যাও, আর দেবী করলে সমূহ বিপদ।

ইন্দর। বেশ, আমি তাই যাচ্ছি। যেমন করে হ'ক পিতাকে সম্মত করাবো। আর যদি তিনি রাজী না হন, রাজপুত রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে—স্বামীর জন্ত পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হব না।

( দ্রুত প্রস্থান। কিছুক্ষণ পরে মিরজুমলা ও তকি খাঁর প্রবেশ। উভয়ে বেহুর্গিগমকে শ করিল। )

মিরজুমলা । আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন বেগম সাহেবা ?

তকি । আমরাও কদিন ধরে আপনার দর্শনপ্রার্থী কারণ সম্রাটের দর্শন প্রার্থনা করেও আমরা পাই না । তাই আমরা ভাবছিলাম আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন ।

উর্রিসা । আমি জানি আপনাদের মত হিঁতৈষী বন্ধু বাদশার আর কেউ নেই । আপনারাষ্ট পারেন তাঁকে রক্ষা করতে ।

মিরজুমলা । জাঁহাপনা আমাদের বিপদে ফেলেছেন । প্রয়োজনের সময়ে তিনি রাজকার্য্য থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ।

উর্রিসা । এটা খুবই অশ্রায় ।

তকি । জাঁহাপনা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ।

উর্রিসা । রাজকার্য্যের গুরুদায়িত্বের কথা জেনেই তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন । এখন তো পিছিয়ে যাওয়া অশ্রায় ।

তকি । হয়তো দুদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন ।

উর্রিসা । বিশ্রামের অবসর বাদশার থাকে না । সিংহাসন বিলাসের স্থান নয় । সিংহাসন একটা দায়িত্ব—সেখানে বসতে হলে তার বহুতর কর্তব্য ভুললে চলবে না । নিজের স্বথকে বিসর্জন দিয়েই তত্ত্বে তাউসে বসতে হয় । যারা তা করে না তাদের মৃত্যু অবধারিত । ঠিক এমনি ভাবেই জাহান্দার শা প্রাণ হারিয়েছেন । কিন্তু কে বোঝাবে তাঁকে ? কে তাঁকে নর্ত্তকীমহল থেকে ফিরিয়ে আনবে ?

মিরজুমলা । যদি কেউ পারে তো সে আপনি বেগমসাহেবা । আপনাকে তিনি যথেষ্ট—

উর্রিসা । জানি জনাবজালী, তিনি আমাকে ভালবাসতেন । কিন্তু আজ তিনি বুদ্ধিব্রংশ—আমার কোন কথায়, কর্ণপাত করেন না !

তকি । তাইতো—

উল্লিসা। তাঁর আশায় বসে না থেকে এখন আমাদেরই বতদূর সম্ভব সব করতে হবে।

মিরজুমলা। ঠিক বলেছো মা, আমিও বসে নেই। অম্বর, বুঁদি ও মেবারকে খবর পাঠিয়েছি তাদের সৈন্য সাহায্য চেয়ে।

তকি। আর জাঁহাপনার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি বাছা বাছা রাজপুত সৈন্য দিয়ে।

উল্লিসা। উপযুক্ত কার্যই করেছেন আপনারা। বলুন আর কি করা যায় ?

মিরজুমলা। আমি খবর পেয়েছি হায়দ্রাবাদের নিজাম এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে। আপনি সম্রাটের নামে হুকুমনামা বার করুন যাতে এই মুহূর্তে দুর্গদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তকি। অম্বর, বুঁদি আর মেবারের রাজপুত বাহিনী এসে গেলে দেখা যাবে সৈয়দভায়েরা কত শক্তি ধরে।

উল্লিসা। বেশ, আমি এই মুহূর্তেই দুর্গদ্বার বন্ধ করবার ব্যবস্থা করছি।

মিরজুমলা। আরও একটা কাজ করতে হবে।

উল্লিসা। বলুন।

মিরজুমলা। চূড়ান্ত নিশ্চিন্তি না হওয়া পর্যন্ত সৈয়দভায়েরা আর মহারাজ অজিতসিংহ যেন দুর্গের বাহিরে যেতে না পারেন।

তকি। আমরাও আমাদের ইরাণী সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রেখেছি। ইরাণীর সঙ্গে যদি রাজপুতবাহিনী মিলিত হতে পারে তাহলে সৈয়দভায়েরদের তুরাণী সৈন্য আর নিজামী সৈন্য বিশেষ হুবিধা করতে পারবে না।

উল্লিসা। বেশ, আপনাদের পরামর্শ মতই সব কাজ হবে। এই বিপদে আপনারাই ভরসা।

মিরজুমলা। তরমা কেবল সেই খোদাতালা। তাঁকেই ডাকুন বেগমসাহেবা, তিনিই সব বিপদ দূর করে দেবেন। আমরা তাহলে আসি বেগমসাহেবা। ( একদিক দিয়া মিরজুমলা ও তকি খাঁ ও অন্যদিক দিয়া বেগম প্রস্থান করিলে মঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্ত অন্ধকার থাকিবে এবং পরে আবার আলো জলিলে আবদুল্লা ও হুসেন আলীর প্রবেশ । )

আবদুল্লা। বৃদ্ধ মিরজুমলা খুব কৌশল করেছে। সম্রাটের জন্ত রাজপুত দেহরক্ষী রেখেছে আর অস্ত্র, বুদ্ধি, মেবারের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। রাজপুত মৈত্র বাহিনীও এসে পড়লো বলে। তার পূর্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।

হুসেন। কিন্তু রাজপুত দেহরক্ষীরা যে সর্বদা বাদশাকে ঘিরে আছে।

আবদুল্লা। আছে না ছিল—হাঃ হাঃ হাঃ।

হুসেন। সে কি, তা কেমন করে সম্ভব হল ?

আবদুল্লা। আমি বাদশাকে বুঝিয়েছি—

হুসেন। সে কি বাদশার দর্শন পেলেন কেমন করে ?

আবদুল্লা। আমি নিজে পাইনি। লালকুমারীর সাহায্য গ্রহণ করেছি।

হুসেন। লালকুমারী ? সে আজও জীবিত আছে ?

আবদুল্লা। হ্যাঁ, সে সশরীরে বহালতবিস্তেই আছে। মাঝে অবশ্য সে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার জন্ত আজও সে জীবিত এবং ফারুকসিয়রের মৃত্যুর জন্ত সে সবকিছুই করতে পারে। সেই নর্তকীমহলে প্রবেশ করে বাদশাকে বুঝিয়েছে যে জিজিয়া-করের জন্ত সমগ্র রাজপুতানা আজ ক্ষিপ্ত। তাই তারা মিত্রতার ছল করে দিল্লীতে খেয়ে আসছে—তাকে তাউস অধিকার করতে। সঙ্গে সঙ্গে

বাদশা রাজপুত দেহরক্ষীদের বিদায় করেছেন। এখন বিনা রক্তপাতে  
আমরা লালকেলা অধিকার করবো।

হসেন। তবে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এই মুহূর্তে—  
( দুইজনের তরবারি খুলিয়া দ্রুত প্রস্থান । )

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ লালকেনার কারাগার। চারিদিকে শুধু দেওয়াল। খুব উচুতে একটি ছোট গবাক। মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার। নেপথ্যে মাইকে লালকুমারীর গান ভাসিবে। বতক্ৰণ গান হইবে ভক্তকণ অন্ধকারে মঞ্চ কয়েকবার ঘুরিতে থাকিবে। গান শেষ হইলে মঞ্চে দেখা যাইবে হিন্নভিন্নবেশে বাদশা কালকসিরার অন্ধের মত অন্ধকারে একদিক হইতে আর একদিকে ছুটিয়া বাইতেছে। ধীরে ধীরে ভোর হইতেছে এবং গবাকপথে অতি ক্রীণ আলোর রেখা দেখা যাইবে। ]

গান—( নেপথ্যে )

প্যারে দবসণ দীজ্যো আয়,  
তুম্ বিন রহ্যো ন জায়।  
জল বিন কঁবল, চন্দ বিন রজনী  
ঐসেঁ তুম্ দেখ্যা বিন সজনী।  
আকুল ব্যাকুল কিরুঁ রৈণ দিন,  
বিবহ কলেজো খায়।  
দিবস ন ভুথ নীদি নহি রৈণা,  
মুখ স্মুঁ কখন ন আরৈ বৈণা।  
কঁহা কঁহু কুচ কহত ন আরৈ  
মিল কর তপত বুঝা।  
কুঁ তরসাবো অংতরজামী  
অয়মিলো কিরপা কর স্বামী।  
মীরাদাসী জনম জনম কী  
পরী তুম্হায়ে পার।

---

ফারুক। কি সুন্দর সঙ্গীত ! কি অপূর্ণ ! আমার সমস্ত জালা  
 যন্ত্রণা যেন জুড়িয়ে দিলে । কিন্তু কে গায় ? কার এ অপূর্ণ কণ্ঠস্বর ।  
 খোদা, খোদা, আমাকে আর এই অন্ধকারের মাঝে ফেলে রেখ না ।  
 আলো, আলো—আলো দেখাও । আজ কতদিন আমি আলোর মুখ  
 দেখি নি । এতবড় মোঘল সাম্রাজ্যে আমার জন্ম এতটুকু স্থান  
 হবে না ? খোদাতালার দান অফুরন্ত আলো, তাও আমার কাছ থেকে  
 ছিনিয়ে নেওয়া হল ? আবদুল্লা—হুসেন আলী, বড় বিশ্বাস করেছিলাম  
 তোমাদের—তার ষোগ্য প্রতিফলই দিয়েছে—আমাকে সর্বহারা করেও  
 ক্ষান্ত নও—আমাকে করেছে অন্ধ । খোদা—খোদা । নাঃ—এমনি  
 করে নিঃবীৰ্য্যের মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না । ওঠো জাগো,  
 ফারুকসিয়র, তুমি না মোঘল, তোমার শিরায় না তৈমুর রক্ত আজও  
 প্রবাহিত ? আলমগীরের বংশধরের কি নিফস ক্রন্দন সাজে ? এই  
 কে আছিস ? আমায় মুক্ত করে দে । ঐ ঐ তো আলোর রেখা আমি  
 দেখতে পাচ্ছি । গবাক্ষপথে খোদাতালার আশীর্বাদে মত ঐ তো  
 আলোর বর্ণাধারা । তবে, তবে কি আমি দেখতে পাচ্ছি—তাহলে আমি  
 তো একেবারে দৃষ্টিহীন নই । তাহলে—তাহলে এখনও যদি একবার কারা-  
 গারের বাইরে যেতে পারি—একবার শুধু একবার—আমি দেখে নিতে  
 চাই কত শক্তি ধরে এই বিশ্বাসঘাতক সৈয়দভায়েরা । এই কে আছিস ?  
 ( গবাক্ষপথে একটি বীভৎস মুখ দেখা গেল ) এই কে তুই ?

হুরমহম্মদ । আমি হুরমহম্মদ জনাব ।

ফারুক । হুরমহম্মদ, ভাই, একবার কারাগারের দ্বার খুলে দাও—  
 একবার আমায় মুক্তি দাও ।

হুরমহম্মদ । আমায় কি পুরস্কার দেবেন হুজুর ?

ফারুক । পুরস্কার ? প্রচুর পুরস্কার পাবে । আর তোমায় কারা-  
 বন্দীর কাজ করতে হবে না—তোমায় আমি উজিরী দেব—তোমায়



আমি বিশহাজারী মনসব্দার করে দেব। (গবাক্ষ পথ হইতে মুখটি সরিয়া গেল) মুক্তি, মুক্তি, আর আমার পায় কে? খোদাতালাব রূপায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসছে, আর তার সঙ্গে মুক্তি—এইবার দেখে নেব—(কৃষ্ণবর্ণপরিচ্ছদেভূষিত বৌভৎসমুদ্ভি হুরমহম্মদের বেগে প্রবেশ ও ফারুকে উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছুরিকাঘাতে তাহার চক্ষু ও মুখ-মণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করণ। তাহার অঙ্গে ও ছুরিকাঘাত) আঃ—আঃ। কি বিশ্বাসঘাতকতা! আবদুল্লা, হুসেন আলী—বিশ্বাসঘাতক—

আবদুল্লা প্রবেশ

আবদুল্লা। (ইঙ্গিতে হুরমহম্মদকে নিরস্ত করিয়া) সম্রাটের জয় হোক। কি হুরমহম্মদ, সম্রাট মুক্তি চাইছিলেন তাকে মুক্তি দিয়েছ তো?

হুরমহম্মদ। যাক্সে হুজুব, শাহানশা মুক্তি চাইছিলেন আমি কি মুক্তি না দিয়ে পারি? যামাবও তো একটা ধর্ম আছে। তাই এই পাপ পৃথিবী থেকে ঠেকে মুক্তি দেবারই চেষ্টা করছিলাম ভজুর।

আবদুল্লা। পাপ পৃথিবী থেকে মুক্তি—হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ। আমি তোমাব ওপর খুব খুস। বহুত শুক্রিয়া! তুমি যোগ্য পুরস্কারই পাবে। কি ভূতপূর্ব সম্রাট—

ফারুক। ভূতপূর্ব সম্রাট্। চমৎকার! তাকে তাউস্ তো শূণ্য থাকতে পারে না। তা যাবার আগে জেনে যাই এখন সম্রাট কে—আবদুল্লা না হুসেন আলী?

আবদুল্লা। জাঁহাপনা ঠিকই বলেছেন। মসনদ কখনও শূণ্য থাকতে পারে না। আর মসনদে বসবার যোগ্যব্যক্তির অভাব হবে না। আর একথাও জানবেন যে সৈয়দভায়েরা কখনও মসনদ চায় না—তারা চায় যে মসনদে যোগ্য ব্যক্তিই বসুক।

ফারুক। একদিন বোধহয় তাই আমাকে যোগা বাক্তি মনে করেছিলে।

আবদুল্লা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। সেদিন আপনি পাটনার প্রাসাদে প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে আমাদের কথামতই সাম্রাজ্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু সিংহাসনে বসেই আপনি হলেন সম্রাট—তাই আপনাকে সরিয়ে এবার আর একজনকে বসাব স্থির করেছি। হাঁ, এই বালকও আলমগীর-বংশধর। আজ তার অভিষেক উৎসব। সেই খবরই আপনাকে দিয়ে গেলাম জনাব। চলে এম হুসমহম্মদ। আর এখানে পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই। ওর সময় শেষ হয়ে এসেছে।

[দুইজনের প্রস্থান]

ফারুক। খোদা হাকিজ্। যাও আবদুল্লা, আজ যাবার সময় আমি আব তোমায় অভিশাপ দেব না। আজ আমি সকলকেই ক্ষমা করে যেতে চাই।

একটি পানপাত্র হস্তে লালকুমারীর প্রবেশ

লালকুমারী। সে কি জাঁহাপনা? আপনি ক্ষমার কথা কি বলছেন? আমি যে দেখতে এসেছি যে তীব্র যাতনায় আপনার মৃত্যু হবে—আর মরবার সময় সকলকে অভিশাপ দেবেন যেমন একদিন আমি দিয়েছিলাম।

ফারুক। এ যে নারী কণ্ঠস্বর! কে তুমি?

লাল। আমি লালকুমারী।

ফারুক। লালকুমারী?

লাল। হাঁ জনাব। আমিই সেই স্বর্ণা কাকের নর্তকী। কিন্তু

সেদিন বনেছিলাম—নর্ত্তকী হলেও আমি কসবী নই, আর নারী হলেও আমি অবলা নই—আমিও প্রতিশোধ নিতে জানি। তাই আপনার জন্ত আজ আমি এনেছি বিষের পাত্র।

ফারুক। খোদা, তোমার কি অপূর্ণ সৃষ্টি। ফারুকউল্লিসা নারী—তোমার সৃষ্টি, আবাব এই লালকুমারীও নারী—তোমারই সৃষ্টি। একজন প্রেমে অন্ধ, স্বামীর মঙ্গলের জন্ত সপত্নীর হস্তে তাকে সমর্পণ করতে পরাশ্রয় নয়—আর একজন প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে মাতৃষের অমূল্যধন চক্ষুও উৎপাটিত করাতে পারে তারই নিযুক্ত চর সফদরজংকে দিয়ে। খোদা তোমার মহিমা অপূর্ণ! কিন্তু লালকুমারী, তুমি একটা ভুল কবেছ। তোমার বিষের আর আজ কোন প্রয়োজন নেই। তোমার আসবার আগেই আবদুল্লা ও তার অহুচর হুরমহম্মদ তোমার কার্য সমাধা করে গেছে। যাবার আগে তোমাকেও ক্ষমা করে বাই লালকুমারী। শুধু এইটুকু স্মরণ রেখ—নারীর কাজ প্রতিহিংসা নয়।

লাল। ঠিক ঠিক, এমনি কথা একদিন শুনেছি কবির কণ্ঠে—  
(মাইকে শা-আলমের স্বর ভাসিয়া আসিবে)

(মাইকে—হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নয়—প্রেমে। ভালবাসো, সকলকে ভালবাসো, জগৎকে ভালবাসো। নিজেকে ভালবাসো) তাইতো, এ আমি কি করলাম? (জাহ্নু পাতিয়া) সম্রাট্ ক্ষমা করুন—ক্ষমা—  
(ক্রন্দনে স্বর বাহির হইল না)

ফারুক। ক্ষমা তোমায় আগেই করেছি লালকুমারী। ক্ষমা চাও ঐ খোদাতালায় কাছে। দোষ তোমার নয়—দোষ আমার নসিবের—আর দোষ ঐ মসনদের। (মৃত্যু)

লাল। কবি শা-আলম, তুমি ঠিকই বলেছিলে—রক্তের প্রতিশোধ রক্ত দিয়ে হয় না। সবই ভুল হল। তবে আর কেন? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এই পাত্র ভরে বিষ এনেছিলাম। না, এ বিষ নয়—এ অমৃত।

তুমিই দাঁও আমাকে নিকৃতি । ( বিষপান । তাহার মুখের উপর ফোকালে দেখা যাইবে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত ) প্রতি-  
 হিংসায় নারীর নারীত্ব বিসর্জন দিয়েছি—জগৎ আমাকে ঘৃণা করবে—  
 কিন্তু জাহান্নার শা—প্রিয়তম—তুমি, তুমিও কি আমাকে ঘৃণা করবে ?  
 কমা—কমা—( তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাও ধীরে ধীরে  
 পতিত হইবে । )

যবনিকা

---

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর  
পক্ষে প্রিন্টিং-এর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ২৩, বুললকিশোর  
হাল লেন, কলিকাতা হইতে প্রীতীর্ণগদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রামপুস্তক বাজব সম্মেলনী

কর্তৃক

প্রথম অভিনয় রজনী

## অসনদে মোক্ষন

নাট্যরচনা ও পরিচালনা—শ্রীঅমল সরকার

ব্যবস্থাপনা—শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য

মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীঅর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীরবিন বসু, শ্রীশচীন বসু

অন্তষ্ঠান সচিব—শ্রীধীরেন আকুলী

প্রচার সচিব—শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য

রূপসজ্জা—বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং

স্মারক—শ্রীবাদল রায়, শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত

যন্ত্রীসঙ্ঘ—সর্বশ্রী শচীন বসু, অমল দেব, অমিয়কান্তি, বিজয় দে,

বংশীধর রায়, লক্ষ্মণ দাস, রবীন মুখার্জী, সমীর বসু, বিশ্বনাথ কুণ্ডু

### চরিত্র

জাহান্দার শা

ফারুকসিয়র

আবদুল্লা

হুসেন আলী

শা-আলম

মুর্শিদকুলি খাঁ

জনাবৎ

করিম

শোভন

তিমুর বেগ

ইব্রাহিম

এনায়েৎ

সফদরজং

### চিত্রণে

রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী

শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন গোস্বামী

নরেন গাঙ্গুলী

অনিল চ্যাটার্জী

ডাঃ বিশ্বনাথ বসু

পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য

হুজিৎ ভট্টাচার্য্য

শৈলেন চ্যাটার্জী

করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উমাকান্ত দত্ত

গোপালদাস মুখার্জী

শচীন বসু

### চন্নিজ

বকত থাঁ  
 বাচ্চি থাঁ  
 জুলফিকর  
 মিরজুমলা  
 তকি থাঁ  
 রফিক  
 অজিত সিংহ  
 বসন্ত সিংহ  
 সমর সিংহ  
 অমর সিংহ  
 ভগ্ন সিংহ  
 নিজাম  
 উইলিয়ম হামিলটন  
 হুরমহমদ  
 মোঘল দূত  
 রফিউদ্দরাজাত  
 ওমরাহগণ  
 কাককউরিসা  
 লালকুমারী  
 জিন্নাউরিসা  
 বায় ইন্দর কুনয়ার  
 বোসেনারা  
 জুব্বা

### চিত্রণে

বিবেকানন্দ দাস  
 ভূতনাথ ভড়  
 গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য্য  
 হীরেন ঘোষ  
 রাসবিহারী দাস  
 লালমোহন মিত্র  
 তড়িৎ ভট্টাচার্য্য  
 শ্রামল ভট্টাচার্য্য  
 রাসবিহারী দে  
 তারকনাথ দে  
 স্বধাংশু পাল  
 দিলীপ ভট্টাচার্য্য  
 মিহির সুর  
 ভূতনাথ ভড়  
 ধীরেন আকুলী  
 কুমারী বমা দাশ  
 প্রণব দত্ত, যিৎনে মিত্র,  
 অনাথ কুণ্ড, প্রেমচাঁদ দত্ত  
 শাশ্বনা ঘোষ  
 গীতা দে  
 বীণা চক্রবর্তী  
 রাণু রায়  
 সবিতা ব্যানার্জী  
 ছবি চ্যাটার্জী

